অবকাশরঞ্জিনী।

[কাব্য।]

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯
সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

সূচীপত্র।



সূচীপত্র।

অবকাশরঞ্জিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

আবাহন।

১

"উঠ, গিরিরাজ! মোহ পরিহরি',
শারদ-অম্বর-নীলিমা-সাগরে
ছড়া'য়ে রজত-কিরণ-লহরী,
বঙ্কিম শারদ চন্দ্রমা বিহরে।
খেলি'ছে বিমল কিরণ-লহরী
শুক্ল মেঘে মেঘে তরঙ্গি' অম্বর ;
লহরে লহরে যায় ছড়াছড়ি
লবণাম্বুকণা তারকা নিকর।

২

"উঠ, গিরিরাজ! মোহ পরিহর,
দেখ একবার মেলিয়া নয়ন ;
দেখ একবার শ্যাম কলেবর,
স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শোভি'ছে কেমন!

দেখ একবার শোভি'ছে কেমন,
'রজত' 'কাঞ্চন' শৃঙ্গ মনোহর!
শোভি'ছে কেমন শোভার সদন
মানস-সরস, দক্ষিণ সাগর!

৩

"দক্ষিণ সাগরে ব্যাপিয়া সুদূরে,
কি চঞ্চল শোভা!—লীলা নীলিমার!
কি সুন্দর শোভা সুধাংশুর করে,
চঞ্চল সমীরে শ্যাম বসুধার!
সুধাংশুর করে এবে একাকার
শ্যাম বসুন্ধরা, সুনীল সাগর।
মর্ত্ত্য প্রকৃতির উত্তরীয় হার
শোভে মধ্যে শ্বেত বেলা মনোহর।

৪

"উঠ, প্রাণনাথ!—উঠ, শৈলেশ্বর!
শারদ ষষ্ঠীর চন্দ্রমা-কিরণে
রজতমণ্ডিত খণ্ড জলধর
ভাসে কটিদেশে চল সমীরণে।
আহা! শরতের পূর্ণচন্দ্র জিনি'
পশ্চিম গগনে শোভি'ছে আমার
উমার বদন,—উমা ত্রিনয়নী
বৎসর অন্তরে আসি'ছে আবার!

৫

"কত চন্দ্র আজি আকাশে উদয়,
দেখ হিমালয়, মেলিয়া নয়ন ;
শারদ চন্দ্রিকা হইয়াছে লয়,
তপ্তকাঞ্চনাভা পূর্ণিত গগন!
তপ্তকাঞ্চনাভা উপর-গগনে!
তপ্তকাঞ্চনাভা মধ্য-মেঘজালে!
তপ্তকাঞ্চনাভা সাগর-দর্পণে!
তপ্তকাঞ্চনাভা বসুধা শ্যামলে!

৬

"বীরবালা মম, দানবদলনী!
দেখ, শৈলেশ্বর! দেখ নাহি তুমি
বহুদিন, আহা! সিন্ধু অতিক্রমি'
যে দিন যবন এ ভারতভূমি
প্রবেশিল, হায়, হইল সে দিন
যেই মূর্চ্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর!
সপ্ত শত বর্ষ সেই মূর্চ্ছাধীন
রহিয়াছ!—নেত্র মেল একবার!

৭

"বীরবালা মম, দানবদলনী,
রণরঙ্গে বাছা রঙ্গিণী সতত,
দশভুজারূপে আসি'ছে অবনী,
দশভুজে দশ দিক্ পরিণত।

ত্রিনেত্রে ত্রিকাল; অনন্ত শকতি
যুগল বাহনে; বামাঙ্গুষ্ঠমূলে
প্রমত্ত অসুর, ভীষণ-মূরতি,
বিদীর্ণহৃদয় বিশাল ত্রিশূলে।

"দক্ষিণ চরণে বিক্রমী কেশরী
বমদ্রক্ত-ধারা-বিশাল-কবলে
আক্রমি' অসুরে,—রণোন্মত্ত অরি,—
সংহারক-মূর্ত্তি মত্ত ক্রোধানলে!
হেন মহাশক্তি দলিয়া চরণে,
বিরাজে' পার্ব্বতী—শক্তিবিহারিণী
ত্রিভঙ্গ মূরতি, পূর্ণেন্দুবদনে
ভাসে মহিমার হাসি সৌদামিনী।

"মা'র এইরূপে, আহা মরি মরি,
কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে মিশ্রিত,-
অর্দ্ধ রণচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজেশ্বরী,
অনলে অমৃত হ'য়েছে মণ্ডিত।
ভুবন-ঈশ্বরী গিরিজা আমার,—
মাথায় মুকুট, পাশাঙ্কুশ-কর;
রণরঙ্গিণীর ঝলসে আবার
অন্য করে খড়্গ, চক্র, ধনুঃশর।

১০

"উত্তরে ভারতী—রজতবরণা,
মানস-সরস-পঙ্কজবাসিনী,
বেদমাতা, করে শোভে চারু বীণা,
সঙ্গীত-সাহিত্য-শাস্ত্র-প্রসবিনী।
দক্ষিণে কমলা, কমল-আসনা,
শোভে করে পদে সোণার কমল,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী, কণক-বরণা,
সচঞ্চল যেন পদ্মপত্র-জল।

১১

"তা'র দুই পাশে কুমার, গণেশ।
জ্ঞানেশ গণেশ, জ্ঞান-অবতার;
জীবন্ত আদর্শ! বিজ্ঞানের শেষ!—
মূষিকের পৃষ্ঠে ঐরাবত-ভার!
অন্য দিকে বীর্য্য-সৌন্দর্য্য-আধার
সুর-সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন,
করে পূর্ণচাপ, পৃষ্ঠে তূণভার,
রূপে রতিপতি—মানসমোহন।

১২

"ঊর্দ্ধে উমাপতি বৃষভবাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যাসাগরে;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবি'ছে' অন্তরে

মরি কি প্রতিমা!—অনন্ত শকতি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগরতি,
একাধারে, মরি, পরিপূর্ণ সব!

১৩

"এইরূপে আজি বৎসর অন্তরে,
আসি'ছেন উমা দেখিতে তোমায়;
উঠ, গিরিরাজ! এইরূপে প'ড়ে,
আর কত কাল রহিবে মূর্চ্ছায়?
উঠ, গিরিরাজ! এই চন্দ্রালোকে,
উমার প্রতিমা দেখ একবার,
কে আছে জগতে, সুখে, দুঃখে, শোকে,
এই রূপে চিত্ত জুড়া'বে না যা'র?

১৪

"আহা মরি, কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
নন্দন-সৌরভে, সুরভি সমীরে
নামি'ছে প্রতিমা ধীরে অবনীতে,
যেন উল্কাখণ্ড নামিতেছে ধীরে!
স্বর্গে দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি,
নক্ষত্র, তারকা করে বরিষণ,
মর্ত্ত্যে মহোৎসবে ভাসি'ছে অবনী,
উঠি'ছে গগনে আনন্দ-নিক্কণ!

১৫

"দুই আনন্দের স্রোত-সন্ধিস্থলে,
কেমনে অচল আছ, হিমালয় ?
ওই উমা অবতীর্ণা হিমাচলে,
উঠ, প্রভু, আর বিলম্ব না সয়।
দক্ষবিনাশন জামাতা তোমার,
(ভুলিলে কি পূর্ব্ব কাহিনী সকল ?)
যোগ্য আবাহন না হ'লে তাঁহার,
প্রজ্জ্বলিত হ'বে ক্রোধ-দাবানল।

১৬

"ওই মা আমার অবতীর্ণা দ্বারে,
ত্রিদিবের শোভা, হায় রে, ভূতলে ;
এস এস, ও মা ! বল না আমারে,
হিমপুরী ছাড়ি' কেন বিল্বমূলে ?
পাষাণের মেয়ে আপনি পাষাণী,
কেমনে থাক, মা, একটি বৎসর
ভুলিয়া মায়েরে ? এ পাপ পরাণি
পাষাণ বলিয়া না হয় অন্তর।

১৭

"হায়, মাতা ! এই একটি বৎসর
থাকি, বাছা ! তোর পথ নিরখিয়া
অচলার মত ; হায়, নিরন্তর
অচল মস্তক আবেশে রাখিয়া

যোগনিদ্রাগত গিরীশ-হৃদয়ে,
নিশ্বাসি' ঝঞ্ঝায়, কাঁদি বরিষায়,
(শত অশ্রুধারে তিতি হিমালয়ে,)
জ্বলি মনস্তাপে নিদাঘ-জ্বালায়।

১৮

"কত সাধ তব শুনি সমাচার,—
কিন্তু অভাগীরে কে দিবে বলিয়া?
আপনি অচলা; জনক তোমার
অচল-ঈশ্বর; গগন ব্যাপিয়া
মহামহীরুহ তব ভ্রাতৃগণ,
অচল, অটল;—পড়িবে ভাঙ্গিয়া
ভীম উৎপীড়নে, তথাপি কখন
একপদ তা'রা যা'বে না সরিয়া।

"ভগ্নীগণ তব কোমলা বল্লরী,
না পারে দাঁড়া'তে আশ্রয় বিহনে;
হেন অবলারে বল না, শঙ্করি,
এত দূরপথে পাঠাই কেমনে?
তব অকুশল জানি অসম্ভব,
জানি তুমি সর্ব্বমঙ্গলা আপনি,
তবু অভাগীর পরাণ নীরব
কাঁদে—মা'র মন,—দিবস রজনী।

২০

" কি দুঃখে, মা, তোর মেনকা গর্ব্বিণী
থাকে? ও মা তত্ত্ব না লও তাহার,
মহামায়া তুমি, কিন্তু, ত্রিনয়নি,
মা'র প্রতি মায়া নাহি, মা, তোমার।
কি দুঃখে যে বাঁচে জননী তোমার,
বলিব কেমনে? যায় নাহি প্রাণ
শিখরী বলিয়া,—তাহাতে আবার
চাপা আছে বুকে কঠিন পাষাণ।

২১

" জান এই সপ্ত-শত-বর্ষ, হায়,
মহাধ্যানে মগ্ন জনক তোমার;
কত কাল আর বল না আমায়
র'বে এই নিদ্রা?—ভাঙ্গিবে কি আর?
আছে কি না আছে জীবন তাঁহার
বুঝিতে না পারি,—চিহ্নমাত্র, হায়!
সমীরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস সঞ্চার,
অশ্রু দুই ধারা গঙ্গা যমুনায়!

২২

" কত যত্ন, তবু হ'ল না চেতন,
ঢালিয়াছি শিরে তুষার শীতল;
মানস সরসে প্রক্ষালি' চরণ,
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র বহে অবিরল।

রাখিয়াছি বক্ষঃ জলদে মাখিয়া,
সমাবৃত বপুঃ পল্লবে পাষাণে ;
তথাপিও নাহি উঠিলা জাগিয়া,
না মানে প্রবোধ অবোধ পরাণে।

২৩*

" হায় রে সে দিন ভারত যখন
'বরদা-বিপ্লবে' হ'ল অন্ধকার ;
দিগদিগন্তরে ত্রাসিয়া জীবন,
বিনা মেঘে হ'ল বিজলি-সঞ্চার !
উঠিল সে দিন যেই হাহাকার
আসমুদ্রগিরিভারত যুড়িয়া ;
শুনি' সেই ধ্বনি, শুধু একবার
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়িলা কাঁপিয়া।

২৪*

" সে দিন উছলি' নয়নের জল
যমুনা জাহ্নবী শত-স্রোত-ধারে
নামিল সাজা'য়ে শ্যাম-বক্ষঃস্থল,
অর্দ্ধেক ভারত প্লাবিয়া আসারে ;
সে নীরব শোকে, নীরব-রোদনে,
জানিলাম নাথ আছেন জীবিত ;
কিন্তু কত কাল কাটাব এমনে,
যোগ-নিদ্রা কবে হ'বে অন্তর্হিত।

---

* এই দুইটি শ্লোক প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

২৫

"রাজার বিহনে রাজ্য ছারখার,
'ধবল', 'কাঞ্চন' শেখর যুগলে,
রজত, কাঞ্চন, ভাণ্ডার আমার
পড়েছে ছড়া'য়ে; ভ্রমে দলে দলে
গজ, অশ্ব, সাদীনিষাদীবিহনে;
পশুপক্ষিশালা ভাঙ্গিয়া বেড়ায়
যত জীবগণ; বলিব কেমনে,—
পদানত সিংহ উঠেছে মাথায়!

২৬

"জান কত শত যুগযুগান্তর,
রত্নাকর সনে যুঝি, অনিবার,
উদ্ধারিলা রণজয়ী শৈলেশ্বর
রত্নপ্রসবিনী ভারত আমার।
রত্নাকর-সর্ব্ব-উৎকৃষ্ট-রতনে
গঠিত তাহার শ্যাম কলেবর।
নাহি, হায়, এই মরত-ভবনে
একাধারে এত শোভা মনোহর।

২৭

"মহারণে সিন্ধু মানি' পরাজয়,
সোণার ভারত দিয়া উপহার,
কহিল শপথি' :—ক্লান্ত-ফেনময়,—
'এই শ্বেত বেলা লঙ্ঘিব না আর

আদেশিলা অদ্রি-ঈশ্বর তখন :
'সিন্ধো ! এই সন্ধি হ'ল তব সনে,
মহাগড়ে বেলা করিয়া বেষ্টন,
রক্ষিবে ভারতে দক্ষিণে আপনে।

২৮

"'মহাদুর্গ করি' আপনি উত্তরে
রহিলাম আমি ; রাখিও স্মরণ,
রাখিলাম দৃষ্টি তোমার উপরে,
তব লীলাবর্ত্ত করিব দর্শন।
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে, পূরবে
র'বে পর্য্যটক প্রহরীযুগল,
একটি মূহূর্ত্ত দাঁড়া'য়ে না র'বে,
রক্ষিবেক সীমা ভ্রমি' অবিরল।'

২৯

"কিন্তু অবিশ্বাসী পশ্চিম-প্রহরী
গোপনে যুনানী যবন-তস্করে
কত বার নিজ বক্ষে পার করি'
করা'ল প্রবেশ ভারত-ভিতরে ;
সেই দস্যু-স্রোতে নিল ভাসাইয়া
কত রত্ন, শোভা, বলিব কেমনে ?
কিন্তু সেই স্রোতঃ দিল ফিরাইয়া,
সম্মুখ-সমরে বীর-পুত্রগণে।

৩০

"হায়! গৃহছুরি কাটে গৃহ যদি,
দেবেও না পারে রক্ষিতে তাহারে ;
বিশ্বাসঘাতক সিন্ধু নিরবধি,
অন্বেষিয়া গৃহছিদ্র দুরাচারে,
আনিল ভারতে পুনঃ দস্যু-দল,
অন্তর-বিগ্রহে ক্লান্ত দিল্লীশ্বরে
যুঝিল একাকী,—হইল উজ্জ্বল,
যবনের 'অর্দ্ধচন্দ্র' * থানেশ্বরে।

৩১

"দেখিয়া নগেন্দ্র হইলা মূর্চ্ছিত,—
বজ্রাঘাতে যেন! বহুদিন পরে
ভীম-ভূকম্পনে পাইয়া সম্বিত,
বলিলা জীমূত-মন্ত্র ভয়ঙ্করে :—
'শৈলেন্দ্রাণি! আমি মেলিয়া নয়ন
বিধর্ম্ম পতাকা দেখিব না আর,
হ'বে ভারতের যেই নির্যাতন
আজি হ'তে,—প্রাণে স'বে না আমার

৩২

"ভারতের তরে আজি যোগাসনে
বসিলাম, দেবি! উদিলে আবার
অস্তমিত রবি ভারত-গগনে,
সেই দিন ধ্যান ভাঙ্গিবে আমার।'

---

* যবনের জাতীয় পতাকা।

সপ্ত শত বর্ষ হ'তেছে অতীত,
নাহি চিহ্নমাত্র এখনো তাহার ;
বল, উমা ! সে কি চির অস্তমিত ?
ভারতের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার ?

৩৩—৩৪

* * * * * *

৩৫

"তিন দিন মাত্র পাইয়া তোমায়,
পূর্ব্ব স্মৃতি তা'র উঠে উছলিয়া,
পূজে ফল পুষ্পে ; পাইবে কোথায়
পূজিবারে সেই রত্নরাশি দিয়া ?
কাটে মহাসুখে এই তিন দিন
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভুলি' দুঃখ-ভার ;
মানস-হিল্লোল হইলে বিলীন
দশমীতে, দেখে দুঃখ-পারাবার।

৩৬

"যাও, উমা ! তবে দুঃখিনীর ঘরে,
শারদ-সপ্তমী হ'তেছে প্রভাত ;
দেখ, মা ! অরুণ পূরব অম্বরে
কি আনন্দ-রেখা করিতেছে পাত !
বাজি'ছে ভারতে প্রভাত আরতি ;
উঠি'ছে আকাশে আনন্দ-নিক্কণ ;
বৎসর অন্তরে যাও, হৈমবতি,
দুঃখিনী ভারত জুড়া'ক জীবন।"

৩৭

এস হৈমবতি, এস মা ভারতে,
বঙ্গকবি, মাতা! করে আবাহন;
এস মা, ভারতে কল্পনার রথে,
দশভূজারূপে উজলি' গগন।
উঠ, বলহীন ভারত-সন্তান!
পূর্ণজ্ঞানালোকে কর দরশন,
হ'তেছে ভারতে দেখ অধিষ্ঠান
মহাশক্তি; উঠ, কর আবাহন।

এক দিন।

১

এক দিন,—প্রিয়তমে! আছে কি স্মরণ?
নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ-রতন,
এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন।

২

কার্য্যস্থান হ'তে অতি ক্লান্ত কলেবরে,
প্রায় অবসন্ন-প্রাণে, দীর্ঘ-দিবা অবসানে
আসিয়াছি, শ্রমে ভারি বিষণ্ণ অন্তরে,—
অস্ত যায় দিনমণি অমল অম্বরে।

৩

হায় ! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর
কত বাঙ্গালির মুখ, মূর্ত্তিমান চিরদুখ,
দেখে সদা, মসিজীবী হতভাগা নর,
সারাদিন খেটে যবে ফিরে আসে ঘর।

৪

তেমনি বিকল অঙ্গে, এক দিন, হায় !
কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিহরি' মসিযুদ্ধ শেষ করি,
আসিয়াছি,—সে যে দুঃখ, কহা নাহি যায়,
বঙ্গকর্ম্মচারী বিনে কে জানে ধরায় ?

৫

নাহি প্রবেশিতে পর্ণ-কুটীরের দ্বার,
"আজি এত দেরি কেন, মলিন বদন হেন,
বল নাথ ?" শুনিলাম, দেখিলাম আর
প্রেমের প্রতিমা খানি সম্মুখে আমার।

৬

সুশীতল সুবাসিত বাসন্ত অনিল,
সুকোমল পরশনে, পরিমল বিতরণে,
সরস মধুরে যথা জাগায় কোকিল,
সঙ্গীতে মোহিত করি' কানন অখিল ;

৭

তথা বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বর
ছুঁইল অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের প্রেমতারে,
শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্র বাজিল সত্বর,
নাচিতে লাগিল রক্ত ধমনী-ভিতর।

৮

ঘূরিল নয়নে ধরা, ঘূরিল গগন,
দুই বাহু প্রসারিয়া, জুড়া'তে তাপিত হিয়া,
হৃদয়ে হৃদয়-নিধি করিনু স্থাপন,
কাঙ্গাল পাইল যেন কুবেরের ধন।

৯

জগতমোহিনী হাসি ভাসিল বদনে,
অধর অমৃতাধার বর্ষিল পীযূষাসার,
মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা পশিল মরমে,
ঝরিল শীতল ধারা দাবদগ্ধ বনে।

১০

বঙ্গ-কুল-নারী ফুল্ল সলজ্জ কমলে,
যদি এই সুধাসার না থাকিত অনিবার,
নিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য-অনলে,
বাঙ্গালির সুখ কোথা থাকিত ভূতলে ?

১১

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কম কামিনী,
তা'র কি তুলনা হয় উদ্যান কুসুমচয়,
প্রত্যেক বাতাসে যা'রা হয় কলঙ্কিনী ?
দুঃখী বঙ্গবাসিদের রমণীই মণি।

১২

তুমুল ঝটিকা শেষে কূলে আগমন,
শান্তি সমরের শেষ, শ্রমশেষে নিদ্রাবেশ
নহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন
দুঃখী বঙ্গবাসিদের প্রিয়া-সংমিলন।

১৩

সেই দিন—সেই সুখ—আবার—আবার
পড়িতেছে মনে, প্রিয়ে! তোমারে হৃদয়ে নিয়ে
বলেছিনু, পড়ে মনে?—"প্রেয়সি! আমার,
আমার মতন সুখী কেহ নাহি আর।"

১৪

সেই দিন,—প্রিয়তমে! থাকিবে স্মরণ,
জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ রতন,
ধরাতলে আর নাহি পাইব তেমন।

জুমিয়া জীবন।*

১

নিবিড় কানন ; নেত্র যে দিকে ফিরাই,—
অনন্ত পাদপ-শ্রেণী, লতাগুল্মবন।
অভ্রভেদি-গিরি-শিরে,
কিবা নীল নদীতীরে,
জলে, স্থলে, কি গহ্বরে—নিবিড় কানন।

---

* [চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে "জুমিয়া" নামক এক প্রকার অসভ্য মগজাতি আছে। ইহারা "কুকি" বা "লুসাই" দিগের ন্যায় ততদুর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালীদের ন্যায় ততদূর সভ্যও নহে। ইহারা বৎসর বৎসর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে; যে বৎসর যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীপুত্র একত্র হইয়া সেইখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া এক প্রকার "খাণ্ডবদাহন" করিয়া ফেলে। পরে ধামার (একপ্রকার কাটারি বিশেষ) দ্বারা ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক গর্ত্তে আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ বীজ রোপণ করে। পর্ব্বতের এমনই উর্ব্বরাশক্তি যে, ইহাতেই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি, এক দিনের তরেও কখন মুখ ম্লান হয় না। একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ, একত্র আহার, এমন কি, যেন দুই কলেবরে এক জীবন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর রাজ্য স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।]

২

ব্যাপিয়া নয়ন-পথ পর্ব্বতলহরী
উত্থিত আকাশে,—এই পাতালে পতিত ;
এইরূপে উঠে পড়ে,
নরভাগ্য চিত্র করে,
দূরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত।

৩

গম্ভীর প্রকৃতি-মূর্ত্তি ; মহীরুহচয়,
বিজনে গম্ভীর ভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
দীর্ঘ শাখা প্রসারিয়া,
গিরিশৃঙ্গ আবরিয়া,
শ্যামল পল্লবে, মরি, নয়ন রঞ্জিয়া !

৪

শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ-তলে,
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে, কুরঙ্গিণীগণ
স্বনাথ কুরঙ্গ-সঙ্গে
অলস অবশ অঙ্গে ;
ময়ূর ময়ূরী ডালে মুদ্রিতনয়ন।

৫

যেই দৃঢ় আলিঙ্গনে কানন-বল্লরী
বেষ্টিয়াছে প্রেমভরে দীর্ঘ তরুবর,
বিচ্ছিন্ন করিতে তা'রে
প্রভঞ্জন নাহি পারে,
আরণ্য প্রণয়, মরি, অতি মনোহর।

৬

ততোধিক মনোহর—ওই তরুতলে,
ভূতলে "জুমিয়া" ওই করিয়া শয়ন,
পাশে বসে প্রণয়িণী,
শৈলসুতা গৌরাঙ্গিনী,—
ততোধিক মনোহর তা'দের জীবন।

৭

মূর্ত্তিমতী সরলতা জুমিয়া রমণী,
সরল বচন, আহা, সরল দর্শন,
সরল মধুর হাসি,
সরল সৌন্দর্য্যরাশি,
অকৃত্রিম সরলতাপূরিত জীবন।

৮

সুবর্ণদর্পণ-সম, অতি সমুজ্জ্বল,
শোভে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল,
সুগোল নিটোল ভুজ,
চারুনেত্র নীলাম্বুজ,
চন্দ্রের কলঙ্ক, নত-নাসিকা কেবল।

৯

সরল কবরীন্যস্ত দীর্ঘ কেশরাশি;
বিন্যস্ত কর্ণের রন্ধ্রে, সুন্দর খোঁপায়
শোভে বনপুষ্পগণ,
বিনা এই আভরণ,
রত্ন হৈম অলঙ্কার চিনে না বামায়।

১০

এইরূপে বনদেবী, বসি' পতি-পাশে,
কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী ;
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়,
—কিন্তু কোমলতাময়,—
নাচে তন্তু যন্ত্রে, নীচে গায় কল্লোলিনী।

১১

কাছে শুয়ে প্রাণেশ্বর, দেখে প্রেমভরে,
মন্দ সমীরণে যথা চম্পক কুসুম,
তেমতি প্রিয়ার কর,
নাচিতেছে নিরন্তর,
হাসিতেছে পতিপ্রেমে পর্ব্বত-প্রসূন।

১২

কভু কার্য্য অন্তরালে পতিমুখপানে
নিরখিতে বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে,
ভুলিয়াছে তন্তু করে,
দেখি বামা লাজ ভরে,
চাহে প্রাণেশের পানে, সস্মিত নয়নে।

১৩

কুটিল কটাক্ষপূর্ণ নহে সে দর্শন ;
নহে সে সরল হাসি কুটিলতাময়।
মোহিল জুমিয়া মন,
হাসিয়া সে সেইক্ষণ,
চুম্বিল প্রিয়ার মুখ—অমৃত-আলয়।

১৪

সভ্যতার অসভ্যতা সহিতে না পারি,
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্থিব ধন,
ছাড়া'তে সভ্যতা-দায়,
পশেছে অরণ্যে, হায় !
প্রেমের আবহ ওই জুমিয়া জীবন।

১৫

পতিপত্নী একচিত্ত, একই জীবন ;
উভয় জীবন-স্রোতঃ বিবাহ অবধি,
গঙ্গা যমুনার মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।

১৬

দিবসযামিনী, বন-কপোত যেমন,
একত্র আহার, বনে একত্র ভ্রমণ,
একত্র প্রবেশি' বন,
কাটে "জোম," দুই জন,
একত্র ফিরিয়া মঞ্চে একত্র শয়ন।

১৭

নাহি ভবিষ্যত চিন্তা, অভাবের ভয় ;
অনন্ত পার্ব্বত্য রাজ্য স্বর্ণপ্রসবিনী
অতি অল্প পরিশ্রমে,
যোগায় জুমিয়াগণে,
আহার্য্য সামগ্রীচয় ;—ভার্য্যা গৌরাঙ্গিনী।

১৮

পর্ব্বতবিহারী ওই সমীরণ মত,
স্বাধীন জুমিয়াগণ ; যথা ইচ্ছা হায় !
প্রাণের প্রেয়সী সনে
বেড়ায় নিবিড় বনে ;
সুখের সাগরে চিত্ত-তরণী ভাসায়।

১৯

বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তা'দের নয়নে,
দুরাকাঙ্ক্ষা-মরীচিকা করেনি সৃজন।
সুখের তৃষ্ণায়, হায় !
কভু নাহি ছুটে যায়,
আশা-কুহকিনী মন্ত্রে হইয়া মগন।

২০

নাহি ভূত, ভবিষ্যত, তাদের নয়নে,
সুখ-নির্ঝরিণীস্রোতঃ সদা বর্ত্তমান ;
না বুঝে সময়-গতি,
সদা সুপ্রসন্ন মতি,
থাকে সুখে, প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান।

২১

প্রিয়াকরবিনিঃসৃত সুরা করি' পান,
ওই ক্ষুদ্র মঞ্চে সুখে করিয়া শয়ন,
কাটে কাল মন-সুখে,
প্রেয়সী লইয়া বুকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া-জীবন।

২২

পশ্চিম সভ্যতা-স্রোতঃ ! থাক দাঁড়াইয়া,
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর,
বাঙ্গালীর সুখালয়
ভাসাইয়া, হে নির্দ্দয় !
পূরিল না তথাপি কি তোমার উদর ?

২৩

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে,
কলুষিত করি' এই গহন কানন,
নাহি কাজ সভ্যতায়,
কে বল সভ্যতা চায়,
অসভ্যতা যদি, আহা, সুখের এমন ?

২৪

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন ;
শু'য়ে ওই ধরাতলে,
ল'য়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে,
লভি স্বর্গ-সুখ,—ওই জুমিয়া-জীবন।



আর্য্য-দর্শন।

"আর্য্য!"—আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এনাম কেন ধ্বনিলে আবার?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলি'ছে, হায়!
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তা'র?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার?

"আর্য্য!"—মোহান্ধ যুবক!
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখেছ স্বপন;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম—সুদূর-স্মরণ!
নিশ্চয়, যুবক! তুমি দেখেছ স্বপন।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
অনন্ত সময়-গর্ভে যেই নাম, হায়!
অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,
দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায়?

৪

ইতিহাসে ?——অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্রসূর্য্যবংশে, এই জোনাকি-সঞ্চার ?

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটী ইংরাজ-ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

৬

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার ;
আমাদের—অশ্রুজল, ভিক্ষা-পাত্র সার !

৮

কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের—হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল ।

৯

হায় ! ওই দীনহীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত-সন্তান,
ভয়ে বাক্য নাহি সরে,
স্বেদ সহ অশ্রুঝরে ;
কহিও না তা'র কাণে এই আর্য্যনাম,
বিষাদ-সাগরে তা'র উঠিবে তুফান ।

১০

স্বষ্টিকর্ত্তা।—বল নাথ!—
সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবনঘায়,
উঠিতে পড়িতে, হায়!
এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ?

১১

শুনেছি মঙ্গলময়—
তুমি নাথ, তুমি নাথ দয়ার নিদান;
হতভাগ্য হিন্দুচয়
সৃজি', ওহে দয়াময়!
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান?
দুর্ব্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান?

১২

বিদরে হৃদয়, নাথ!
বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?
এই গ্রাসমুক্ত, নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায় ! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগতপূজ্য ;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি-সম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্মপত্রে জল !

১৪

বৃথা তবে, প্রিয়বর !
নাহি আর্য্য ; কেন "আর্য্য-দর্শন" এখন ?
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই—হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে "আর্য্য-দর্শন" এখন ?

১৫

ওই আর্য্য-ভস্ম-রাশি !
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার !
জানিয়াছি দৃঢ়মতে,
পতিত-পাবনী হ'তে,
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার ;
না পারিবে ভাগীরথী ;—তবে যদি আর

১৬

আর কোন মহারথী
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি' তরবার,
করি' সিংহনাদ-ধ্বনি,
আনে রক্ত-তরঙ্গিণী,
আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্যবংশ জাগে পুনর্ব্বার।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগন;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি,
দেখিবে নবীন "আর্য্য-দর্শন" তখন;
কি দেখিবে?—কত দিনে?—সকলি স্বপন!

সখের গোলাপ।

১

সখের গোলাপ মম বরিষার জলে,
দেখ ছিন্ন ভিন্ন করে, সুকুমার দল ঝ'রে,
দেখ, আহা, ক্রমে ক্রমে পড়ি'ছে ভূতলে!
প্রত্যেক বিন্দুর ঘায়, ওই দেখ মূর্চ্ছা যায়,
উলটি' পালটি', দেখ, বৃন্তোপরে দোলে,
সখের গোলাপ মম বাতাসের বলে!

২

কেমন নিবিড় মেঘে আবৃত গগন !
অনিবার হুহু স্বরে, বরিষার জল ঝরে,
কি ভীষণ রবে শুন গর্জ্জে তরুগণ,
উহু ! কি বিজলী-মালা, গগনে করি'ছে খেলা,
জলদ-হুঙ্কারে কাঁপে পৃথিবী, গগন,
বাপ্‌রে ! হইল কোথা অশনি-পতন !

৩

শুন কি ভীষণ শব্দ দূরে শুনা যায়,
বিলোড়িয়া সিন্ধুজল, উপাড়ি' অচলদল,
উপাড়িয়া তরুগণ বিদারি' ধরায়,
প্রলয়ের শব্দ সম, বহিতেছে প্রভঞ্জন,
"কড় কড়" শব্দে যত তরু ভেঙ্গে যায়,
সখের গোলাপ মম কিসে রক্ষা পায় ?

৪

হায় রে ! দুর্ব্বল ওই বৃন্তশূন্য করি'
অবশিষ্ট দলচয়, ওই যে পতিত হয়,
ওই দেখ পঙ্কসহ যায় গড়াগড়ি ;
মুহূর্ত্তেকে মিশাইবে, চিহ্ন মাত্র না রহিবে ;
সখের গোলাপ মম হ'বে ছারখার ;
প্রেমের গোলাপ মম কে রাখে এবার !

৫

এ প্রেম-গোলাপ মম মানস-কাননে,
সৌরভে মোহিত করি', বিষাদ-আঁধার হরি',
বিরাজিত, হাসি' হাসি' প্রফুল্ল যৌবনে ;
হেরি' তা'র রূপ-শোভা, অনুপম মনোলোভা,
ভাবিতাম, হাসিতাম আপনার মনে,—
প্রেমের গোলাপ মম অতুল ভুবনে !

৬

এই ফুল ছিল মম জীবনের মূল,
শীতল মিলন-জল, বর্ষিতাম অবিরল,
নিশ্বাস-পবনে মনঃ নাচিত কেবল।
আনন্দে প্রণয়াবেশে, কোমল দলেতে ব'সে,
করিতাম পান সুখে সুধা অবিরল,
কেমনে সে ফুল মম হইল নির্ম্মূল ?

৭

কেমনে ? প্রেয়সি। সেই দুঃখের কাহিনী,
সেই মরমের ব্যথা, সেই মনোগত কথা,
যাহা মনে করি' কাঁদি দিবস-যামিনী,
যে বিচ্ছেদ-বরিষায়, প্রেমের গোলাপ, হায়,
ছিঁড়িল, কণ্টকবৃন্ত কাল-ভুজঙ্গিনী !
রাখি স্মৃতি রূপে, সেই দুঃখের কাহিনী।

৮

জানি না, কি জান না ? কি বলিব, হায় !
ওই গোলাপের মত, এই প্রেম শত শত
খণ্ড হ'য়ে পড়িয়াছে বিচ্ছেদের ঘায় ;
বিস্মৃতির পঙ্কে তা'রে, চাহি আমি মিশা'বারে'
কিন্তু সেই প্রেম, প্রিয়ে ! মিশান কি যায় ?
অমৃত কেমনে বল মিশা'ব ধূলায় ?

৯

মনে কর, মিশালেম বিস্মৃতি-সাগরে ;
প্রেম যেন এইক্ষণ করিলাম বিসর্জ্জন,
কিন্তু এ স্মৃতির স্রোত কে রোধিতে পারে ?
সুখদুঃখ, ভালবাসা, নিরাশা, প্রণয়-আশা,
ইচ্ছা করে কে কখন পারে ভুলিবারে ?
ইচ্ছা করে কে বাঁধিতে পারে পারাবারে ?

১০

যে দিকে ফিরাই আঁখি,—করি দরশন
কত প্রিয় নিদর্শন, করে আঁখি আকর্ষণ,
কত শত গত কথা করায় স্মরণ ;
আজি যে গোলাপ ফুল, এই কবিতার মূল,
এ গোলাপ যখনই করি নিরীক্ষণ,
মনে পড়ে—প্রিয়তমে ! হয় কি স্মরণ ?

১১

দুইটী গোলাপ ফুল পূর্ণ বিকসিত
একদা আদরে তুলে, পরালেম কর্ণমূলে,
ঈষৎ হাসিতে মুখ করিল রঞ্জিত,
কিবা অনুপম শোভা, চিত্তহরা, মনোলোভা,
বিকসিল মুখশশী—অমর-বাঞ্ছিত,—
আদরে অধর চুম্বি' হইনু মোহিত।

১২

কথায় কথায়, প্রিয়ে! কথা এসে পড়ে,
একদিন নিশাকালে, চন্দ্রের কিরণ-তলে,
দু' জনে বসিয়া তব কক্ষের দুয়ারে;
প্রশংসিলে কৌমুদীরে, বলিলাম প্রেয়সি রে,
যে চন্দ্র বিরাজে মম চিত্ত-সরোবরে,
তা'র কাছে ওই চন্দ্র মনে নাহি ধরে।

১৩

এখন সে চন্দ্র, প্রিয়ে! কোথায় আমার,
চিত্ত অন্ধকার করি', সেই প্রেমমুগ্ধকারী,
নিতান্তই অস্ত কি হে হইল এবার?
না,—বিচ্ছেদ-বরিষার, অন্ত হ'লে পুনর্ব্বার,
উজ্জ্বল হৃদয়রাজ্য করিবে আমার,
চকোরের চন্দ্র, যাবৎ থাকিবে সংসার।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১

হাঁ অদৃষ্ট !—কবিবর। এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
মধুসূদনের হায় !—(শুনে বুক ফেটে যায় !)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিলা ভালে ?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়—
অপার্থিব ধন ;
রাজ্য বিনিময়ে, আহা ! কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

৩

কিম্বা কণ্টকিত হায়। যে বিধি করিল
গোলাপ, কমল ;
সে বিধি পাষাণ-মনে, দহিতে সুকবিগণে,
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন ;
প্রাণপত্নী-করে ধরি’, নরলীলা পরিহরি’,
পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন।

৫

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিতা-কানন,
যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

৬

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব, হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি', কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?

৮

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

৯

শূন্য হল' আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে, দীনাক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে।

১১

প্রতিভার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, ভুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে'।

১২

রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে ;
শুনাইল "মেঘনাদ" গভীর ঝঙ্কারে।

১৪

"ব্রজাঙ্গনা," "বীরাঙ্গনা," নয়নের জলে,
—প্রেম-বিগলিত,—
সাজা'য়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায়!
গাঁথিয়া কল্পনা-করে, পরাইল শ্রদ্ধাভরে,
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৬

"কৃষ্ণকুমারীর" দুঃখে কাঁদাইয়া, হায়,—
বঙ্গবাসিগণ ;
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
"পদ্মাবতী" "শর্ম্মিষ্ঠারে" করিয়া সৃজন।

১৭

বঙ্গভাষা-সুললিত-কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,'
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
চলিল,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি'।

১৮

যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।

বাঙ্গালীর বিষপান।

প্রয়োগ।

১

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
নিশ্বাসি'ছে তরু থাকিয়া থাকিয়া,
উপর-আকাশে যেতেছে ভাসিয়া
নিবিড় জলদ, দিক আঁধারিয়া।

২

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
ঝর ঝর ঝরে বরিষার জল;
পবন-পরশে বিরহীর হিয়া
বিরহ-অনলে জ্বলি'ছে কেবল

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যত ঝরিতেছে বরিষার জল;
বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যতই বিদ্যুৎ করে ঝল মল।

৪

গগনে জলদ গরজে গম্ভীর,
বহি'ছে জলার্দ্র শীতল পবন;
উথলিয়া ঢেউ প্রেম-জলধির
চাহে বিদারিতে হৃদয়-গগন।

৫

কোথায় গেলাস—ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল,
নিবাইতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস;
এমন ঔষধ—হেন মায়া-জাল—
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস।

বিরাম।

৬

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যত পার খাও।
  লুপ্ত হোক্ ভবে বাঙ্গালীর নাম!
দাসের জীবনে কি কাজ?—ডুবাও
  সুরাপাত্র-মাঝে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম।

প্রয়োগ।

৭

এখনো প্রিয়ার বদন-কমল
  পড়িতেছে মনে; নয়ন-যুগল—
বিদায় কালের সে চিত্র সজল,
  চারি দিকে শুধু নিরখি কেবল।

৮

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আরবার;
  এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর;
কেন মনে পড়ে আবার আবার!
  কেন শুনি সদা বচন তাহার?

৯

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল;
  আর না—ঢের—হয়েছে এবার,
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
  উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

১০

যা' বলে বলুক নির্ব্বোধ চাষায়,
এমন জিনিস নাহিক ধরায় ;
ব্রাণ্ডি না থাকিলে, জ্বলিত সদায়
মানব-জীবন দুঃখের শিখায়।

১১

সুখ যাহা বল,—সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ? পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম—মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম?

১২

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার ;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।

১৩

ওই নরপতি বসে সিংহাসনে,
মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড করে ;
ওই যে ভিক্ষুক অবসন্ন মনে ;—
উভয় সমান অসুখী অন্তরে ;—

১৪

তারতম্য এই—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
' ভুলিবে দরিদ্র, নিশীথে নিদ্রায় ;
কত নরপতি সে সময়ে, হায় !
নীরবে ভিজা'বে অশ্রুতে শয্যায় !

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,
কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল ;
গত ফ্রেঞ্চপতি,—'সিডন'-সমর—
স্মরি' কার নাহি ঝরে অশ্রুজল ?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ ;—নাহি সুখ ধনে ;
ধনে ধন-তৃষা বাড়ে নিরন্তর ;
চাতকের মত শত বরিষণে,—
কোথা সুখ ?—শুধু তৃষ্ণায় কাতর !

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা অবতার,
সমগ্র পৃথিবী জিনি, বাহুবলে,
"নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর ?"—
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে।

১৮

খোল ইতিহাস—জীবন কানন,
বল প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,
আছে কোন্ ফুল—কোন্ পুণ্যবান্—
পশে নাহি কীট যাহার অন্তরে ?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতলে,
নাহি সুখ এই মানব-জীবনে ;
আপন অবস্থা এই ভূমণ্ডলে,
নহে সুখকর কাহারো নয়নে।

২০

বিশেষ বাঙ্গালী চিরপরাধীন,
দাসত্ব-জনম, দাসত্ব-জীবন ;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট-লিখন।

২১

ইহাদের, আহা ! কি সুখ ভূতলে ?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন
কা'র সহনীয় মানবমণ্ডলে ?
শৌর্য্য, বীর্য্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন

২২

নাহি ইহাদের ; নাহি অনেকের
  ঘরে অন্নজল ; কি বলিব আর ?
বাঙ্গালী-জীবন-শোক-সমুদ্রের
  কেমনে গণিব লহরী অপার ?

২৩

পূজে সারা দিন প্রভুর চরণ,
  যবে মৃতপ্রায় ফিরে আসি, ঘরে ;
ধরাতলে, আহা ! কি আছে এমন,
  জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে ?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে
  বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন ?
এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,
  যতক্ষণ নাহি পাসরি আপন।

২৫

কিসে তবে বল আপনা পাসরি ?
  ডুবাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে ?
কিসে ধরা-দুঃখ সব পরিহরি,'
  লভি স্বর্গ-সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?

২৬

ব্রাণ্ডি ;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ ;
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস !

বিরাম।

২৭

দাসত্ব-জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজি'ছ গরল ?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও !
এ জ্বলন্ত বারি—তরল অনল।

২৮

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব,
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ !
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব !

২৯

এই তব ধার্য্য—এতেই গৌরব,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত ? কোথা হর্ষরাজ ?
যশ, কীর্ত্তি, বুদ্ধি—মিছা কথা সব ;
ঢাল ব্রাণ্ডি—কর পুরুষের কাজ।

প্রয়োগ।

৩০

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল ;
ঢের—সব দুঃখ ভেসেছে এবার ;
ঘূরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

৩১

বম্ ভোলানাথ ! হর হর হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
সুরার মাহাত্ম্য, অহে সুরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে ?

৩২

সুরা হ'তে সুর, সুরপতি, শুনি ;
অসুর, অসুর সুরার বিহনে ;
সুরা হ'তে মর্ত্তে নাম সুরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে।

৩৩

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।

৩৪

সুরা হ'তে সৃষ্টি ;—গোলাপি নেশায়,
শত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায় ;
মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায় ;
প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায়।

৩৫

কোথাকার শশী কোথা গিয়া পড়ে,
পৃথিবী উপরে, নীচে নভঃস্তল ;
ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
গিরি হয় নদী, সমুদ্র ভুতল !

৩৬

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ;
শঙ্কর ঝাপটে কাঁপি থর থর,
সুধাভাণ্ড দিল মোহিনী ফেলিয়া।

৩৭

ফ্রেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল ;
মর্ত্তে ব্রাণ্ডি নামে বিখ্যাত হইল ;
অধীনতা-দুঃখে—পবিত্র সলিল—
তারিতে বাঙ্গালী, বঙ্গেতে আসিল

৩৮

সঙ্গে তুমি—তুমি কে ? যম? কি ভয়!
জানি আমি ব্রাণ্ডি তব উপাদান ;
যেই বিষাধার বাঙ্গালী-হৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান।

৩৯

শত মৃত্যু যা'র মুহূর্ত্তে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তা'র কাছে কোন্ ছার !
এক যম তুমি—কি ভয় তোমার !
শত যম আছে উপরে আমার।

৪০

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আরবার,
জ্বলিতেছে বুক !—হ'তেছে অঙ্গার,
জেতৃপরাজিতে সমান বিচার,
মাতব্র্যাণ্ডি ! যেন থাকে অনিবার!

অনন্ত দুঃখ।

১

রে বিধাত ! নির্দ্দয় হৃদয় !
বাঙ্গালীর এত দুঃখ—এত যন্ত্রণায়,—
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার ?
তোমার ভাণ্ডারে আর, আছে কত তীক্ষ্ণ-ধার
অস্ত্ররাশি, নাহি জানি ; নাহি জানি, হায়,
দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে কত আছে আর !

২

মানব-শোণিতে, আহা, সহনীয় যাহা,
সহিয়াছি ;—আজি ওই কালের নিশ্বাস'
চক্রবাত্যা * ভয়ঙ্কর, বিলোড়িয়া চরাচর
বহিল ; সোণার বঙ্গ বিনাশিয়া, আহা !
পশ্চাতে রাখিয়া গেল সমূর্ত্তি বিনাশ।

৩

কালি পুনঃ মারি ভয়, সংক্রামক জ্বর,
দাবানল রূপে পশি' অঞ্চলে অঞ্চলে,
ভস্মাঙ্গারে পরিণত, করিল প্রদেশ শত,
আবার শুনিয়া অঙ্গ কাঁপে থর থর,
পড়িবে দুঃখিনী বঙ্গ দুর্ভিক্ষ-কবলে।

৪

অন্য দিকে বঙ্গ-রাজনৈতিক সাগরে
উঠিছে, ছুটিছে যেই লহরী নিচয় ;
ভীষণ প্রহারে তা'র, ভাবী আশা বাঙ্গালার
যেতেছে উড়িয়া সব ; জলধি-অন্তরে
পড়েছে বাঙ্গালীকুল—আর নাহি সয়।

৫

যথা কাঙ্গালিনী মাতা স্নেহেতে গলিয়া,
দুঃখী সন্তানের মুখ করি' দরশন,
শুনিয়া কোমল কথা, কণ্ঠ-স্বর-মধুরতা,
পাসরে সকল দুঃখ—হৃদয়ে লইয়া
দরিদ্রের ধন, আহা ! জুড়ায় জীবন।

* Cyclone.

৬

অভাগিনী বঙ্গমাতা, হায় রে, তেমন
অনন্ত-দাসত্বে ক্ষীণ দীন পুত্রগণে
লইয়া শ্যামল বুকে, কাটাইত দিন দুঃখে,
ক্রোড়শূন্য করি' বিধি, নিদারুণ মনে
দুঃখিনীর পুত্র-রত্ন করি'ছে হরণ।

৭

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হ'তে চেতন, নেত্র মুদিল "কিশোরী" ;
তা'র শোক-অশ্রুজল না ছুঁ'তেই বক্ষঃস্থল,
মাতৃ-কোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি' ;
ঈশ্বর ! তোমারি ইচ্ছা !—বঙ্গ অভাগিনী !

৮

হায় ! যথা নির্ঝরিণী-প্রণালী হইতে
এক ধারা ধরাতলে না হ'তে পতন,
অন্য ধারা প্রণালীতে, আসে চক্ষু পালটিতে ;
এক শোক-অশ্রুধারা, বঙ্গের তেমন
না ছুঁইতে বক্ষঃস্থল, হায় ! আচম্বিতে

৯

আসি'ছে দ্বিতীয় ধারা নেত্রে দুঃখিনীর,
দ্বিগুণ উছলি' বেগে ;—শোকের সাগরে
উঠি'ছে লহরীচয়, একটী না হ'তে লয়,
ছুটি'ছে দ্বিতীয় ঊর্ম্মি ভীমবেগ ধ'রে,
মায়ের কোমল প্রাণ করিয়া অধীর।

১০

দীনবন্ধু নাই!—নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কাণে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ-তাপে শস্য-ক্ষেত্র, মনস্তাপে
নিষিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার!
শুষ্ক শস্যরাশি শোকে করিবে আর্দ্রিত।

১১

দীনবন্ধু নাই!—এই শোক-সমাচার
কাঁদি'ছে সমস্ত বঙ্গ, আসাম, উৎকল;
কাছাড়ে কাঁদি'ছে কুকি, বঙ্গদেশে বিধুমুখী
শারদাসুন্দরী স্মরি' মুছে অশ্রুজল।
কাঁদিতেছে পর্ব্বতীয় মগধ বেহার।

১২

দীনবন্ধু নাই!—বসি' ভাগীরথী-তীরে,
গোপাল কাঁদি'ছে কেহ আপনার মনে।
এক বৃন্তে ফুল দুটী বরষ বরষ ফুটি',
আজি ছিন্নবৃন্ত এক অন্যের পতনে।
ভাঙ্গিলে হৃদয়-ঘট যোড়া লাগে ফিরে?

১৩

দীনবন্ধু নাই!—আহা, কি শুনিতে পাই
যুবক-হৃদয়-বন্ধু—আমোদ-ভাণ্ডার;—
বালকের শ্রদ্ধাধার, প্রীতি-রাগ-পারাবার,
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সবাকার;
বঙ্গ-পুত্র-রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই;

১৪

সুকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যাঁহার করে দুর্ল্লভ ভূষণ,
কৌতুকী লেখনী যাঁ'র হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগণে শেষ তানে*—কবিতা-কানন
প্রতিধ্বনিময়—সেই দীনবন্ধু নাই।

১৫

গেছে চলি' দীনবন্ধু ত্যজি' জীবধাম,
কবিকুঞ্জবনে স্বর্গে করিতে বিহার ;
কিন্তু একি শুনি, হায়! রেখে গেছে এ ধরায়
যে 'নবীন তপস্বিনী'—দীনা পরিবার—
পরাধীন জীবনের শেষ পরিণাম!

১৬

হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে—
পুণ্যখণ্ড উরুপায় †—লভিত জনম।
আজি এই সমাচার, বিষাদে তাড়িত তার
দিগ্‌দিগন্তরে স্কন্ধে করিত বহন,
হুলুস্থূল পড়ে যেত পৃথিবী-ভিতরে।

* 'কমলে কামিনী'
† Europe.

১৭

ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কীর্ত্তি রাশি—সুমধুর কবিত্ব তাঁহার;
যে মহৎ শক্তিচয় অন্ধকারে হ'ল লয়
বঙ্গ-কুজ্ঝটিকা-বলে,—প্রভায় তাহার,
হায়! চির আলোকিত করিত ধরায়।

১৮

যেই পরিশ্রমে ওই দুর্ল্লভ জীবন,
দুর্ল্লভ মানব দেহ করিল পতন;
রাজ্যান্তরে অৰ্দ্ধশ্রমে, আজি অবলীলাক্রমে,
স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
দুঃখী পরিবার হেতু হ'ত উন্মোচন।

১৯

রে বিধাত! অন্ধকার খনির ভিতরে,
কেন হেন রত্নরাশি কর হে সৃজন?
এমন হিমানী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে,
হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন;
কি সুখ ফুটিয়া ফুল অরণ্য-অন্তরে?

২০

গেলে সখে!—নাহি দুঃখ—ফুরাইল হায়
বাঙ্গালী-জীবন-দুঃখ চির দিন তরে;
যেই রাজ্যে প্রবেশিলে, সব জ্বালা যুড়াইলে,
কেবল পরাণ কাঁদে স্মরিয়া অন্তরে
অনাথ সন্তানগণে, অনাথিনী মায়।

২১

দীনবন্ধু! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি',
কিন্তু যত দিন চিত্ত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতিপূর্ণ বাণী, তব প্রেম-মুখ-খানি,
জাগ্রতে স্মরণ-পথে ভাসিবে সতত;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

২২

এক অনুরোধ, সখে!—তুমি চিরদিন
দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
এখনো সে অশ্রুজল করে যেন ছল ছল
নেত্রে তব; কাঁদাইয়া সে দীন নয়ন
জিজ্ঞাসিও বিধাতারে—"আর কত দিন—

২৩

আর কত দিন এই দুঃখের অনল
র'বে প্রজ্জ্বলিত বঙ্গে? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে;
বঙ্গের কি দুঃখ, আহা! অনন্ত কেবল?"

চিহ্নিত সুহৃদ্ ।*

১

এস, এস, সখে ! প্রিয় দরশন !—
বাল-সহচর !—অনন্য-হৃদয় !
শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
উভয় হৃদয় হইয়াছে লয় ।
তোমার আমার জীবন-যুগল,
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন ;
শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
অনন্ত বেষ্টনে করেছে বেষ্টন ।

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দু'জনে,
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখদুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা ।
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে ;
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
অধ্যয়ন করি' আসিতাম ঘরে ।

* Covenanted Friend.

৩

সেই প্রেম—কত বৎসরের পরে
 'উছলি'ছে আজি, হৃদয়ে আমার,
নিদাঘে বিশুষ্ক পর্ব্বত-নির্ঝরে,
 যেন হল' আজি বরিষা সঞ্চার।
সেই স্রোতে এই কয়েক বৎসর
 গিয়াছে ভাসিয়া ; আজি মনে লয়,
জুড়া'তে কৈশোর-বিদগ্ধ অন্তর,
 ফিরে এল সেই শৈশব সময়।

৪

সংসার-সাগর—চিন্তার তরঙ্গ—
 দারিদ্র্য-দহন—দাসত্ব-দংশন—
যেন অকস্মাৎ হল' স্বপ্ন ভঙ্গ,
 বোধ হইতেছে, সকলি স্বপন।
আইস আবার গলায় গলায়,
 কহি—শুনি—সুখদুঃখ-সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর-কৃপায়
 আছিলে ত ভাল—বল, একবার ?

৫

দুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
 ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
 দেখিয়া মলয়-অচল-রেখা ?

মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম
মিশাইল যবে জলধি-জলে ?
মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম
মিশাইলে নীল আকাশ-তলে ?

৬

পার্থিব জগৎ, ছায়াবাজিপ্রায়,
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ
সসীম মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
ঢাকিল যখন নীলাম্বু-নিবাস ;
অধীনত্বে যেন সরোষে ফেলিয়া
অসীম জলধি, বীরদর্পভরে,
সাজিল যখন উর্ম্মি আস্ফালিয়া ;—
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
লঙ্ঘিয়া যখন ভীম পারাবার,
লঙ্ঘিয়া—হায় রে ! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি-অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্বেত ব্রিটনীয়া,
(রত্নাকর-গর্ভে রত্ন সর্ব্বোত্তম !)
হৃদয় কি তব উঠিল নাচিয়া ?

৮

নির্জ্জীব, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি-হৃদয়
 নাচিল কি, সখে! নামিলে যখন
ব্রিটনীয়া-তীরে? কবিগণে কয়
 ইংলণ্ড-পরশে হয় বিমোচন
আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন;
 পাপরাশি যথা জাহ্নবী-পরশে।
কিন্তু ভারতের লতার বেষ্টন
 চিরলৌহময় দুরদৃষ্ট-বশে!

৯

ইতিহাস কহে অভাগী ভারত
 ব্রিটনীয়া-শিরে মুকুট-রতন;
কিন্তু সেই রত্ন কোথায়, কি মত,
 ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন?
ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি'
 হিমাদ্রি-গহ্বরে, সমুদ্র-ভিতরে,
(বহে শত নদী অশ্রুধারা ঝরি'!)
 মুমূর্ষার মত রহিয়াছে প'ড়ে?

১০

ভারত-জীবন যাহাদের করে,
 জানেন কি তাঁ'রা ভারত অমর?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,
 মুমূর্ষু জীবন হ'বে না অন্তর!

কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
আবার ভারত ছাড়ি' হিমাচল,
তুলিবে মস্তক—মরি ! দুরাশার

১১

কি সুখ ছলনা ! নাহি কাজ তাহে।
বল বল, সখে ! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত-বিপ্লব-প্রবাহে
জগত-গৌরব ফ্রান্স্ বীরভূমি ?
ফরাসি-গৌরব-সমাধি "সিডনে"
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি-অদৃষ্টে, বাঙ্গালি-নয়নে
ঝরেছিল কি হে এক বিন্দু জল ?

১২

রুসিয়া, প্রুসিয়া—নব গৌরবিনী,
রণ-রঙ্গ-ভূমে সিংহিনী যুগল !
চলি'ছে রুসিয়া দক্ষিণবাহিনী,
ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল !
এক দিকে ফ্রান্স্ ভূতল-শায়িনী,
অন্যত্রে প্রুসিয়া হঠাৎ-প্রবল,—
মরি, দুই চিত্র !—ভাবপ্রাবাহিনী !—
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল !

১৩

আর এক পদ !—একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট-অতল-সাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম-রঙ্গ-ভূমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবারে !
ভুবনবিজয়ী অভিনেতৃগণ
সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয় ;
জগত-বিস্ময় কীর্ত্তি অগণন,
কলকলে ওই নদে মাত্র কয় !

১৪

গ্রীসের গৌরব-শ্মশান-যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ঝরিল না, সখে ! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ ?
তীর্থ "থর্ম্মিপলি" দেখেছ কি, হায় !
শতত্রয়ে যথা, রক্তে আপনার,
স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষিল হেলায় ?
ভারতে আমরা তুলনায় তা'র——

১৫

যা'ক্ সেই দুঃখ !—কি হ'বে বলিয়া ?
বল, সখে, তব আছে কি স্মরণ ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে—মনে আছে কি এখন ?

বলেছিলে—"মাতঃ ভারত দুঃখিনি !
তব দুঃখে, মাতঃ, হৃদয় বিকল ;
সহিতে না পারি, দিবস যামিনী
ভারত-বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল !"

১৬

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া ;
জগৎ-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',
আসিয়াছ, সখে ! কি ফল লভিয়া ?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন ;
শিখেছ গণিতে নক্ষত্রমণ্ডল,
কিন্তু তাহে, সখে ! হ'বে কি বারণ
"মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল ?"

১৭

ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে ! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল ?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার ?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান ?
কই ইংরাজের সাহস অপার ?
সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ !

১৮

হ'য়েছ "চিহ্নিত!"—কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে, সখে! হইবে না ছিন্ন
দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল!
বিনিময়ে যদি আসিতে লইয়া,
অস্ত্রচিহ্ন ক্ষত শরীরে তোমার,
আজি বঙ্গদেশ আনন্দে কাঁদিয়া,
প্রক্ষালিত চিহ্ন করি' অহঙ্কার।

১৯

হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত-তনয়
শিখি' রণনীতি, করি' বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয়?
সেই দিন যেই জয়-জয়-ধ্বনি
তুলিবে ভারত, আনন্দে বিহ্বল,
শুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
হিমাদ্রি চঞ্চল, সমুদ্র অচল।

উত্তর।

১

নিবুক্ নিবুক্, প্রিয়ে! দাও তা'রে নিবিবারে,
আশার প্রদীপ।
এই ত নিবেতেছিল, কেন তা'রে উজলিলে ?
নিবুক্ সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,
কত যুগান্তর ;
এই আলো লক্ষ্য করি', জীবন সিন্ধুর-নীরে,
দিবস যামিনী, প্রিয়ে!
ভাসিয়াছি অনিবার!

৩

এখন সে আশা-আলো, হায়! দূর-দরশন,
সুদূর-স্বপন !
কত বার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই,
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন।

৪

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ, দেশান্তরে,
জাগ্রতে, নিদ্রায়,
স্থিরনেত্রে অনুক্ষণ করিয়াছি দরশন,
এই আশা-আলো, প্রিয়ে!
হায় রে, বিষাদভরে!

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস কালের তিমিরে, হায়!
এই ক্ষীণালোক
হ'য়ে ক্রমে ক্ষীণতর হ'তেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে,
জ্বালাইলে পুনরায়?

৬

নিবুক্ নিবুক্, প্রিয়ে! দাও তা'রে নিবিবারে,
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধি রূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে,
অস্ত যাক্ শেষ-তারা,
হ'ক্ সব অন্ধকার!

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়"—
জানি প্রিয়তমে!
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"—
কিন্তু সে পাষাণ মন,
আশা ছাড়িবার নয়।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি,
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে যেই বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষাণে,
পাষাণ-হৃদয়ে ধরি', ভাসি আশালোক চেয়ে,
আশাময়ী আলিঙ্গনে,
তরলিত হয় যদি।

১০

কি সে আশা ? কা'র ছবি ? জীবন কাহার ধ্যান,
বলিব কেমনে ?
বলিব কেমনে, হায় ! প্রেয়সি ! তোমার কাছে,
আশা, তব ভালবাসা ;
আশাময়ী,—তুমি প্রাণ ?

১১

ক্ষমা কর প্রিয়তমে, দুরাশায় মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর ;
ক্ষমাকর, দয়াময়ি, বিদীর্ণহৃদয় জনে,
ক্ষমাকর ক্ষণপ্রভা !
উন্মত্ত প্রলাপ বাণী।

১২

হায়, যেই আশা-স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুক্কায়িত ;
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তরযামী,
আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"—
শুনিলাম যবে;
শোণিতে বিজলী ঝলি', হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল,
আজি সেই স্বপ্ন-কথা
হইল জগতময়!

১৪

নির্ব্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল!
আবার পাষাণে, প্রিয়ে, তব চিত্র দেখা দিল,
জীবন-সিন্ধুর জল
হাসিল আলোকে সাজি'।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা, প্রিয়ে! যা'বে দিন, যা'বে মাস,
বর্ষ, যুগান্তর;
ফলিবে না আশা মম জীবনের এই তীরে,
কিন্তু অন্য তীরে, প্রিয়ে!
পূরাইব অভিলাষ।

আমার সঙ্গীত।

১

কি !—
গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব।
গায় নাকি কভু সুস্বরবিহীনে ?
হরিষে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—
শোকে, সুখে, হায় ! হ'লে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় তাহার ? ছুটিলে, হায় রে,
মানব হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ ?

২

আসিলে বরিষা, সলিল-প্রবাহে
হয় না কি শুষ্ক পর্ব্বতবাহিনী,
কলকল্লোলিনী,—কূলবিপ্লাবিনী ?
আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে
ফুটে না কুফুল, কুসুম-কাননে ?
গায় না কি কাক কোকিলের সনে ?

৩

হায়, এই জড় অজড় জগতে,
কে বল নীরব ? গাই'ছে সকল।
গর্জ্জি'ছে জলধি, মন্দ্রি'ছে জীমূত,
ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ-নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব ?
গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
ঋষভ-কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার";—
বলিতেছ তুমি? শুনিও না তুমি
সঙ্গীত আমার। ডমরু-নিনাদে
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া;
পশিবে মণ্ডূক সভয়ে বিবরে।

৫

মন্দ্রিলে জীমূত; ঘোর গরজনে
গায় গিরি; নাচে গায় পারাবার;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম ঝলকে ঝলকে";
সে রণ-সঙ্গীতে, মরি, হাসি পায়,—
ফুলি' অভিমানে উড়া'য়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্লজ্জ শিখিনী!

৬

আজি বঙ্গদেশ নির্লজ্জ শিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার;
মূহূর্ত্ত ঝলসি' দর্শক-নয়ন,
ষাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার।
তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
তব নাট্যশালা—ওই সুসজ্জিত!

৭

গাই'ছে রমণী, শুনি'ছে রমণী,
নাচি'ছে রমণী, দেখি'ছে রমণী,
রমণীর নৃত্য, রমণীর গীত ;
রমণীর রাজ্য, রমণী-শাসিত ;
প্রমীলার পুরী আজি বঙ্গদেশ !
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ।

৮

যথায় আদর কোকিলা-কণ্ঠের ;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী-ব্যায়ামে,—জঘন্য খেমটায় ;
যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল-শিঞ্জিত ;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, লক্ষ্ণৌ টপ্পার আদর ;
তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্যকর।

৯

গর্জ্জেছিল এই সঙ্গীত আমার,
পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে ;
শিঞ্জিনী-শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্জনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে।
সেই সঙ্গীতের হইয়াছে, হায় !
শেষ তান লয় 'চিলেন্‌ওয়ালায়'।

১০

আজি সেই বীর সমাধি-ভবনে
জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
এই রাশিকৃত শীতল অঙ্গারে
এক কণা অগ্নি হ'বে কি সঞ্চার ?
লৌহে লৌহে হয় অগ্নি উদ্গীরণ ;
লোহায়, অঙ্গারে ?—ভস্মের নির্গম !

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর-সঙ্গীত আমার ?
কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি-কন্দরে
শুনা'ব সঙ্গীত ওই কেশরীরে।

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জ্জন ভীষণ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার রক্তিম লোচন।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নির্জ্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া ;
জাগিবে পাষাণ ; গর্জ্জিবে জীমূত ;
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গা'বে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিন্ধু উত্তরিবে রোষে।

১৪

কিম্বা বসি' সেই মহাসিন্ধু-তীরে,
মহা-অম্বুসহ কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আমার
মহানন্দে, মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সঙ্গীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি আসিবে উড়িয়া!

১৫

ফাটিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নিবাণ বিদারি' গগন!
মাতিবে জলধি ; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ!
তখন আনন্দে করিয়া ঝঙ্কার,
রণরঙ্গে কবি পা'বে পুরস্কার।

পাগলিনী।

১

পাগলিনি রে আমার !
এই কান্না, এই হাসি ; এই আনন্দের রাশি ;
এই দেখি মুখচন্দ্র বিষাদে আঁধার ;
এই নাচ, এই গাও ; এই যাও, ফিরে চাও ;
এই অন্তর্ধান, এই গলায় আবার ;—
পাগলিনি রে আমার !

২

চঞ্চল চিত্তের স্রোত ;—
কিবা সুখ, দুঃখ তায়, স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোত ক্ষুদ্র তৃণের আকার ;
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোত পূর্ণ-কায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার ;
পাগলিনি রে আমার !

৩

পিঞ্জরের পাখী তুমি,
বেড়াও পিঞ্জর মাঝে, চরণে-শৃঙ্খল বাজে,
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার
স্বভাব সঙ্গীতরাশি, আঁধারে শ্যামার বাঁশী ;
যে বুলি বলাই তাহা বল আর বার,
পাগলিনি রে আমার !

৪

এই পাগলিনী-মূর্ত্তি,—
একমাত্র বাঙ্গালির, দুঃখ-সাগরের তীর,
এই মূর্ত্তি,—একমাত্র গৃহ-অলঙ্কার ;
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে, এই মূর্ত্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্ত্তি কদাচিৎ শোভিবে না আর,
পাগলিনি রে আমার !

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনি !
আহ্লাদিনী বঙ্গ-ঘরে ! নির্ঝরিণী মহীধরে !
মরুভূমি মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চার !
জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়, যাহার হৃদয়, হায় !
তাহার আলয়ে কিবা আহ্লাদ আবার ?
পাগলিনি রে আমার !

৬

শোভিবে না বিষাদিনি !
বাহিরের দুঃখানলে, নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,
হতভাগ্য বঙ্গবাসী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথায় যুড়া'বে এই যন্ত্রণা তাহার ?
পাগলিনি রে আমার !

৭

গম্ভীরা ব্রাহ্মিকামূর্ত্তি !
নাহি সুখ, নাহি দুখ, সতত বিষণ্ণ মুখ,
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার !
এই পাপরাশি, হায়! যা'বে কোন্ তপস্যায় ?
এত পাপ যা'র ঘরে, কি সুখ তাহার ?
পাগলিনি রে আমার !

৮

নাহি চাহি কোন মূর্ত্তি ;—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিম্বা পাপপ্রয়াসিনী,
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শূন্য-হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার !

৯

জ্বলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া সুখে, কোমল প্রসন্নমুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনি রে আমার !

১০

কিম্বা যদি হাসিমুখ,
দেখ, প্রিয়ে! কোন দিন, বিদ্যুৎ কৌমদী-লীন
অধর টিপিয়া, (শুনি সুখ-সমাচার),
"পাই নাথ! যেই সুখ, নিরখি তোমার মুখ,"—
বলিও—"তাহার কাছে, কি সুখ আবার!"
পাগলিনি রে আমার!

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাখামাখি,
মনে বিদ্যুতেতে মাখা আদর আসার;
তব কান্না, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি,
তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার।

১২

যে চাহে দেখিতে, প্রিয়ে!
অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,
অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার!
আমি মেঘে ভালবাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি;
আমি ভালবাসি তোরে,—চাঞ্চল্য সবার!
পাগলিনি রে আমার!

অনন্ত শয্যা।

১

মাত ভাগীরথি, পুণ্যপ্রবাহিনি,
অমরা, ভূতলে তুমি মন্দাকিনী,
যুগ যুগ হ'তে তুমি সুশোভিনি ?
ভারতের কণ্ঠে রজতের হার।
যুগ যুগ হ'তে করেছ দর্শন,
কত রাজ্যোদয়—উন্নতি—পতন,
আর্য্য, যবনের, ম্লেচ্ছর শাসন
ঘূরিতে ভারতে চক্রের আকার।

২

দেখিয়াছ, হায়! যেন উল্কা তারা
ভারত-অদৃষ্ট আকাশে যাহারা
হইয়া উদয়, হ'য়ে দিশাহারা
চকিতে খসিয়া পড়েছে ধরায়।
কেহ বা অকালে, কেহ কালে কালে,
কেহ কারাগারে, কেহ করবালে,
কেহ রণক্ষেত্রে, শত্রু-শরজালে
কেহ অন্তঃপুরে কুসুম-শয্যায়।

৩

কত শোক-দৃশ্য সময়ে সময়ে
হইয়াছে প্রতিবিম্বিত হৃদয়ে,
সমর, বিপ্লব, বিদ্রোহ দুর্জ্জয়ে,
মহামারী-ভয়, দুর্ভিক্ষ দুর্ব্বার।

কিন্তু বল, মাত ! দেখেছ কখন
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, ভারতরাজন,
আততায়ী করে হইতে পতন,
করিয়া ভারত-অদৃষ্ট আঁধার !

৪

হেন শোকাবহ দৃশ্য কি কখন,
বল শৈলসুতে ! করেছ দর্শন ?
তব বামতীর সেজেছে যেমন,
মলিন দিনেশ যাহার ছায়ায় !
রাজগৃহ হ'তে শোকস্রোতধার,
শোকে কলিকাতা করি অন্ধকার,
আসি চাঁদপালে, দেখ একবার,
কাল রূপে তব ব্যাপিতেছে কায়

৫

যেই কলিকাতা হেন সন্ধ্যাকালে
পূর্ণিত হইত ভীম কোলাহলে,
আজি দাঁড়াইয়া নীরবে সকলে,
জীবন-প্রবাহ অবিচল প্রায়।
মলিন বদন, কাল পরিধান,
কি হিন্দু, যুনানি, কিম্বা মুসল্মান,
শোকে দিনমণি হ'য়ে তিরোধান,
কাল-সন্ধ্যাজালে বদন লুকায়।

৬

ওই তুলিতেছে কাল শরাসন,
যাহাতে শায়িত ভারত-রাজন ;
ঐ রাজপ্রাসাদে করিয়া শয়ন,
তৃপ্তি হইত না হৃদয়ে যাহার ;
ওই কাষ্ঠে—অতি ক্ষুদ্র আয়তন,—
আজি তিনি সুখে করিয়া শয়ন,
অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত এখন,—
হায় ! মানুষের অদৃষ্ট দুর্ব্বার !

৭

"ডেফনি" হইতে "কফিন" তুলিয়া,
রাজহর্ম্ম্যমুখে নিতেছে টানিয়া,
দ্বাদশ তুরঙ্গে, বিষাদে ডুবিয়া,
নীরবে নগর করি'ছে দর্শন।
সঙ্গে চলে রাজপুরুষ সকল,
অধোমুখে অস্ত্র, অস্ত্রধারীদল,
ভ্রাতৃত্রয় চোকে, বহে অশ্রুজল,
নীরব সকল, বিরস বদন।

৮

ধ্রুম্ ধ্রুম্ দুর্গে তোপের গর্জ্জন,
ধ্রুম্ ধ্রুম্ ডেফ্নি উত্তরে তেমন,
পলে পলে যেন অশনি পতন
স্তব্ধ গঙ্গাজল বহি'ছে উজান ;

ঝম ঝম ঝম গভীর নিনাদে,
সকরুণ স্বরে তুর্গ-বাদ্য কাঁদে,
অর্দ্ধ-অবনত উড়ি'ছে বিষাদে,
   ব্রিটিশ-পতাকা বাণিজ্য-নিশান

৯

আবার আবার তোপের গর্জ্জন,
আবার আবার বাদ্যের রোদন,
তালে তালে চলে কাষ্ঠ-শবাসন,
   তালে তালে চিত্ত হ'তেছে দ্রবিত;
কিন্তু বৃথা সব, মিছা আড়ম্বর,
যদি শত তোপ্ সহস্র বৎসর,
অথবা সহস্র আগ্নেয় ভূধর
   হুঙ্কারিয়া করে পৃথিবী কম্পিত;

১০

সেই ভীমরোলে তথাপি কখন
নির্জ্জীব হৃদয় হ'বে না চেতন;
স্বর্গীয় প্রভুর শ্রবণে কখন
   শব্দমাত্র তা'র পশিবে না আর।
বধির শ্রবণ চিরদিন তরে
হ'য়েছে; বসন্ত কোকিল কুহরে,
কিম্বা বরিষার মেঘের ঘর্ঘরে,
   হইবে না কভু চেতন আবার।

১১

নীরব সে স্বর, যাহাতে কম্পিত
হইত "সুমেরু" "কুমারী" সহিত,
যাঁ'র আজ্ঞা, নাহি বাছি' হিতাহিত,
লইত হিমাদ্রি মস্তক পাতিয়া ;
যেই স্বরে কত রাজা রাণীগণ
হারায়েছে, পাইয়াছে সিংহাসন,
যোধপুরপতি যাবৎ জীবন
র'বে' মণিহারা ভুজঙ্গ হইয়া !

১২

অচল সে কর—যে কর খেলিত
কোটি কোটি নর জীবন সহিত,
যাহাতে ভারত-অদৃষ্ট লিখিত
হইত অদৃশ্যে ; যে করে, হেলায়।
প্রকাণ্ড ভারত-রাজ্যের তরণী,
চালাত বিক্রমে, অচল এখনি !
ভারত বিধাতা ! দারুণ এমনি
লিখিলা কি ভাগ্যে তার বিধাতায় !

চিত্র।

১

মরি কিবা প্রতিবিম্ব নয়ন-দর্পণে
হ'ল বিভাসিত আজি ; দেখিয়াছি, হায়,
পূর্ণিমা শারদ শশী সুনীল গগনে ;
দেখিয়াছি সরোজিনী সলিল-শয্যায়।

২

দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন ;
দেখিয়াছি সুখ-স্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।

৩

দেখিব কি ! দেখিলে কি নয়ন মোহিত
পারে কেহ ফিরাইতে ? র'বে অবিরত
মুগ্ধদৃষ্টি এক স্রোতে চিত্রে প্রবাহিত ;
চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মত।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু-শরে
কুসুম-শয়নে ; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলি'ছে অন্তরে ?

৫

সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
 শোভে পূর্ণ-বিকসিত-বদন-কমল,
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে),
 ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!

৬

শোভিতেছে অন্য করে কাব্য মনোহর,
 স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামি'ছে অযতনে কাব্যের উপর,—
 পুণ্যবান্ কবি—কাব্য পুণ্যের আকর!

৭

বিনোদ বদন-চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
 পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ;
অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিব-মোহন,
 অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস-আবেশ।

৮

বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
 চিত্রিয়াছে কি কৌশলে—সর্ব্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
 বিকাশি'ছে তলে তলে কনক-লহরী।

৯

এইরূপে বিরহিণী বিনোদ কামিনী—
চিত্রময়ী! চিত্রপটে র'য়েছে শায়িত
অযতনে—অনিমেষ, কুসুমশায়িনী,
চিন্তাকুলা! চিত্রতলে রয়েছে লিখিত :—

১০

" বিরহেতে বিষাদিনী, বিরহযাতনা
ভুলিবার তরে মনে সদা আকিঞ্চন;
রতনভূষণ ত্যজি' পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহি'ছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান্ তুমি! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান্ তুমি—যাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ-অনল!

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি'!
সকল রত্নের রত্ন—দুর্ল্লভ ভুবনে।
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী!

১৩

হেন রত্ন, হায়, যা'র কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত !

১৪

উজ্জ্বল সুদূরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা ক্ষুদ্র নর প্রতিবিম্বে জলে ;
কিম্বা যথা দেখে সেই অনল-গরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিম্বা বিজ্ঞান-কৌশলে ;

১৫

তেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে ;
নিরখিব স্মৃতি-নেত্রে, র'বে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে।

১৬

হরিষে প্রণয়ে রক্ত অধর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসঙ্গীত ;
সেই সুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;-

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
বিকাশে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ।

১৮

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস যামিনী ;
পবিত্র স্বপনে কিম্বা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ কামিনী।

রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর।

১

রাজন্ !
রত্নগর্ভা পূর্ব্ববঙ্গে তুমি ভাগ্যবান
হিন্দুকুলে,
পূর্ব্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;
যে কিরীট দয়া করি' অর্পিলা ভারতেশ্বরী
তব শিরে, অক্ষয় তা' থাক তব ঘরে
সমুজ্জ্বল,—পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

২

কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
অভাগীর,
কত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার;
তাহে পদ্মা বাম যা'রে, কে রক্ষিতে পারে তা'রে?
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহে ধীরে ধীরে
ভগ্ন শিলা, "বুড়ীগঙ্গা", "কীর্ত্তিনাশা"-তীরে।

৩

এত দিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন
সনিশ্বাসে,
যুড়া'বে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে;
মলিন বদনে আসি, দেখা দিবে চারু হাসি,
ভগ্ন শিলারাশি-মাঝে দেখিবে এখন
তব রাজ্য-হর্ম্ম্য-শোভা নয়ননন্দন।

৪

নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে
সমুজ্জ্বল;
আজি এই আর্য্যভূমে, হায় রে তেমতি
ব্রিটিশ-তপন-করে শোভিতেছে স্তরে স্তরে
চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতিমণ্ডল,
ভারতের সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচল!

৫

আপনি নিষ্প্রভ, তবু প্রভাকর-করে
শশধর,
শীতল কিরণজালে জুড়ায় সংসার,
তেমতি, হে নৃপবর! জুড়াউক নিরন্তর,
আজি হ'তে বঙ্গদেশ কিরণে তোমার;
হাস্থক পদ্মায় চির প্রতিবিম্ব তা'র।

৬

রচি' যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে
ইন্দ্রচাপ,
চাতকিনী-তৃষ্ণা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,
ব্রিটিশ-ভাস্করে আজি তোমায় কিরীটে সাজি'—
গুরু ভার!—বাড়া'য়েছে তৃষ্ণা বাঙ্গালার,
যুড়াইবে তুমি বর্ষি' দয়ার আসার।

৭

অন্ধকার অন্তঃপুরে বঙ্গ বিধবার
নয়নাশ্রু
ঝরে যথা, অনিবার অদৃশ্যে আঁধারে,
শোকাতুরা বিহঙ্গিনী, কাঁদে যথা একাকিনী,
নির্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদন
করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

৮

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই 'হা অন্ন' হুতাশ—
হাহাকার!
না জানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,
দরিদ্রতা-দাবানলে যায় দেশ যায় জ্বলে
কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,—
বড় শোভা নৃপতির সজল নয়ন!

৯

কল্পতরু হ'ক ওই কিরীট তোমার,
মহাভাগ!
দিন দিন দীপ্তি তা'র হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি' তরঙ্গ রঙ্গে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ পূর্ব্ববঙ্গে,
শান্তি সুখে পূর্ণ হ'ক সেই জ্যোতিস্তল,
লভুক নিরন্নে অন্ন—তৃষ্ণাতুরে জল।

১০

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
নৃপবর!
রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগরসম্ভবা,
হইতেছে দিন দিন, তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,
দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার!
সম্মুখে অতলস্পর্শ, র'য়েছে তাহার।

১১

বঙ্গের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনহীনা,
পায় যেন, নৃপবর! আশ্রয় তোমার,
দিন দিন পল্লবিতা, হয় যেন, রসাশ্রিতা,
তব যশোপুষ্পে সাজি' কোমল বল্লরী,
মোহে যেন বঙ্গবাসী সৌরভ বিতরি'।

১২

তুমি রাজা, পুত্রবর রাজেন্দ্র তোমার
পুণ্যবান,
মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী;
মিশি' পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, যথা পদ্মা মেঘনায়
চলি'ছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি
এক স্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী।

১৩

বঙ্গ ইতিহাসে যেন গায় শতমুখে
তব কীর্ত্তি,
লিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, অনন্ত কালের তরে,
হয় যেন যশোগান;—পরম আদরে
পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

অশোকবনে সীতা।

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম মালায়
উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসি'ছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি—উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উল্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ
নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
উদাস হইল প্রাণ ; পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া
শিবির-বাহিরে নব-শ্যাম দুর্ব্বাদলে
বসিলাম মন সুখে ; সম্মুখে আমার
অনন্ত, অসীম সিন্ধু ! চন্দ্রের কিরণে
খেলি'ছে অনিলসহ সলিল-লহরী,
চুম্বি' মৃদু কলকলে মম পদতলে
রজত বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকত।
দক্ষিণে আমার—মৃদু সুমধুর কলে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া.

---

* কর্ণফুলী নদী।

আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল তীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।
অপূর্ব্ব প্রকৃতি-শোভা। অদূর ভূধর
শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।
চিত্রিত আকাশ—চন্দ্র—ভূধর—সাগর,
চিত্তবিমোহিনী শোভা ! মরি কি সুন্দর !
"এমন সময়ে" আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হন্তা 'মেকবেত' সাধিল মানস
সুপ্ত 'ডন্‌কেনের' রক্তে ; এমন সময়ে
নিভাইল অশ্বত্থামা, ভজিয়া ধূর্জ্জটি,
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল ;
এমন সময়ে লঙ্ঘি' উদ্যান-প্রাচীর,
ভেটিল 'রোমিও' প্রাণ-প্রিয় 'জুলিয়েটে' ;
নিরখিল চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয় ;
এমন সময়ে, হায় ! প্রণয়-যন্ত্রণা
নিবাইতে সাগরিকা উদ্যান-বল্লরী
লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
উদ্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন ;

এমন সময়ে সুপ্ত কণক লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিলা অশোক বনে সীতা অভাগিনী ;
"এমন সময়ে—" সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
শুইলাম, সুকোমল দুর্ব্বাদলময়ী
শ্যামলশয্যায় ! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরজ
অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ;
পশিলাম ক্রমে নিদ্রা—স্বপন-মন্দিরে।
রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কা জিনি,
দেখিনু শোভি'ছে রাজ্য জলধি-হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে ; বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য রাবণ-দুয়ারে,
এই খানে সুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য প্রতি ঘরে ঘরে
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে
যেই রম্য রথশ্রেণী বাষ্পে, হুতাশনে,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে পুষ্পকের গতি।
চপলা সন্দেশবহা ; যাহার পরশে
মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,

কভু ছায়া-পথে, কভু জলধির তলে,
বহিতেছে রাজ-আজ্ঞা। অপূর্ব্ব কৌশল
বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে
সময়ের গতি, কিম্বা আকাশের তারা।
লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব্ব পুরে
জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
পারিবে না নরে কিম্বা সমরে অমরে।
এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন,
নিদ্রা যায় মন সুখে ; হায় রে ! কেবল
অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী
একটী রমণীমূর্ত্তি করি'ছে রোদন।
কতকাল রমণীর নয়নের জল
ঝরিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অশ্রুজলে
হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল ;
কবরী অবেণীবদ্ধ, জটায় এখন
হইয়াছে পরিণত ; হায় ! করাঘাতে ক্ষত
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত।
বহুমূল্য পরিধেয় নীল-বস্ত্র খানি

হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ—নিতান্ত মলিন,
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ।
বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল যথায়,
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংশে, উরসে, গ্রীবায়,
উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
শ্বেত রেখা মাত্র এবে সর্ব্ব কলেবরে
রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;—ফাটিল হৃদয়
এই মূর্ত্তিমতী শোক করি দরশন ;
জিজ্ঞাসিনু—"বল মাতা! কে তুমি দুঃখিনি ?
এমন বিষাদ মূর্ত্তি কিসের কারণ ?"
বলিলা রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
"দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন!
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী।"

প্রেমোন্মাদিনী।

১

বুঝিয়াছি,—
কেন রবি, শশী, তারা নিত্য নীলিমায়
পূরবে ফুটিয়া, পুনঃ পশ্চিমে মিশায়,
বুঝি চন্দ্রোদয়ে, কেন
জলধি উছলে হেন,
বুঝিয়াছি নীলাকাশে, বেড়িয়া ধরায়,
কেন রবি শশী তারা ভাসিয়া বেড়ায়।

২

বুঝিয়াছি,—
কেমনে পল্লবে তরু, বিকাসে প্রসূন,
বুঝিয়াছি কোন মতে অঙ্কুরে কুসুম,
বুঝিয়াছি কি কৌশলে
সময়ে অঙ্কুর ফলে,
অনন্ত জলধি-তল, অনন্ত গগন,
বুঝিয়াছি,—বুঝি নাই আপনার মন।

৩

বুঝি নাই,—
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে,
হৃদয়-শোণিত সহ হৃদয়ে সঞ্চরে,
আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম, বিশ্রাম নাই,
মানব-হৃদয়-গঙ্গা, সুধা-প্রবাহিণী
শান্ত ভাবে, বিলোড়নে বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।

৪

বুঝি নাই,—
জগতের মোহমন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অঙ্কুরে কিসে বিকাসে কখন,
কিসে নিবে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুধা, বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা ?—বধে পরের জীবন ;
কেন দয়াময়ী ?—সাধে আত্ম-বিনাশন।

৫

বুঝিব কি ?—
একদা নিশীথে আমি দাঁড়া'য়ে নির্জ্জনে,
চেয়ে আছি অন্য মনে আকাশের পানে,
অমাবস্যা-অন্ধকার,
ঝিল্লিরবে বসুধার
করিতেছে নিদ্রাবেশ, পাইয়া নির্জ্জন
প্রকৃতি দেখি'ছে খুলি' নক্ষত্র-রতন।

৬

দেখি নাই,—
সে নিশাথে আমি সেই রত্ন রাশি পানে,
ছিলাম না শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী-ধ্যানে,
যেই রত্ন দুরলভ,
রত্নাকর পরাভব,
ভাবিতে ছিলাম যাহা চিত্রিত আকার,
নক্ষত্র হতেও তাহা দুর্ল্লভ আমার।

৭

ভাবিতেছি,—
কি ভাবনা ? কেন ভাবি? কাহার কারণ ?
দেখি নাই যা'রে, তা'র ভাবনা কেমন ?
যেমন সাধকবর,
পাইতে অভীষ্ট-বর,
ভাবে বরদার রূপ, অদৃশ্য মূরতি,
ভাবিতেছিলাম বুঝি আমিও তেমতি ?

৮

ভাবিতেছি,—
মানব-শ্মশানে বসি কল্পনা-তাপসী
করিতেছে মহাধ্যান ; শঙ্কা-পাপীয়সী
অপদেবতার মত,
বিভীষিকা কত শত,
করিতেছে প্রদর্শন ; আশ্বাস প্রদান
কেবল করি'ছে আশা, তপস্যার প্রাণ।

৯

ভাবিতেছি,—
আর না, ভাবনা-স্রোত বহিল উজান ;
দেখিলাম, দেখিব কি আর ? দেখিলাম
অন্ধকার ভাগ করি,
কসিত সুবর্ণ তরী,
রূপের তরঙ্গ তুলি, আসি'ছে ভাসিয়া,
শীতরশ্মি উল্কালতা আসি'ছে ছুটিয়া।

১০

মুক্তকেশ,
অন্ধকারে অন্ধকার, কটি-বিলম্বিত,—
চিকুরপ্রপাত কৃষ্ণ, ঘন, রাশীকৃত ;
সেই চিকুরের গায়,
যেই স্বর্ণ-প্রতিমায়
দেখিলাম চিত্রার্পিত, রহিল না আর
অমাবস্যা-অন্ধকার নয়নে আমার।

১১

মুক্তকেশী,
প্রসারিয়া দুই ভুজ, উন্মাদিনী প্রায়,
আসিছে ছুটিয়া যেন গ্রাসিতে আমায় ;
সচঞ্চল শ্বেতাঞ্চল,
করিতেছে দলমল,
পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন !
সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন !

১২

মুহূর্ত্তেক,—
মুহূর্ত্তেক প্রাণ মম হইল বিহ্বল,
মুহূর্ত্তেক শিরাচয় হইল অচল,
পুনঃ মুহূর্ত্তেক পরে,
শরীরের স্তরে স্তরে,
ছুটিল, বহিল উষ্ণ শোণিত জোয়ার,
দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার !

১৩

সে মুহূর্ত্ত,—
মানব-জীবনে সে যে কহিনুর-মণি,
সে মুহূর্ত্ত, জীবনের-পূর্ণিমা-রজনী,
সে মুহূর্ত্ত, হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি,
সে মুহূর্ত্ত নহে এই মানব-জীবন,—
অহো সেই মাদকতা—আত্ম-বিস্মরণ !

১৪

কি সুখের!—
কি সুখে দেখিনু সেই উন্মাদিনী হায়!
দৃঢ় আলিঙ্গনে ভুজে বেঁধেছে আমায়
নীরবে মোহিত প্রাণে,
চেয়েছে গগন পানে,
আমার হৃদয়ে রাখি বদন-কমল,
শুনে যেন হৃদয়ের সঙ্গীত তরল।

১৫

কি বলিব!
সুগোল সুবর্ণহারে পূর্ণ শশধর—
পুণ্যবান আমি—মম হৃদয় উপর!
কিম্বা সে সুবর্ণলতা,
জনমি গলায় যথা,
ফুটায়েছে বক্ষে মম সোণার কমল,
শুকাইবে যেন, যদি ছাড়ে বক্ষঃস্থল।

১৬

দেখিলাম,—চুম্বিলাম,—হাসিলাম,—
কাঁদিলাম,
ডাকিলাম "প্রিয়তমে!" শুনিলাম
"প্রাণনাথ!"

সেই সুখসম্ভাষণে,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-সনে,
মিশিল,—জীবন দুই প্রেমার্ণবে হলো
পাত,
গাইয়া গাইয়া যেন-'প্রিয়তমে' 'প্রাণ
নাথ!'

১৭

"'দেখি নাই প্রিয়তমে।"—"দেখ নাই
প্রাণনাথ।"
"শুনি নাই প্রণয়িনি!"—' শুন নাই
প্রাণেশ্বর!
"তবে কেন অভাগিনী?"
"আমি নাথ নাহি জানি"
"কে তুমি? কে আমি?" "জানি
চকোরিণী, শশধর,
আমি প্রেমাধীনী তব, তুমি মম প্রাণে—
শ্বর।

১৮

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর, আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী,
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি',
দেখিয়াছি, দেখ নাই,
শুনিয়াছি, শুন নাই,
দুইটি বছর পরে, ফলিল তপস্যাফল,
নিবিল এ দীর্ঘ জ্বালা, শুকা'ল নয়নজল।"

১৯

"হা হৃদয় !
একি কথা, উন্মাদিনি, কি করিলি, কি করিলি,
জ্বলন্ত অনলে কেন, দুটি প্রাণ ঢেলে দিলি,
এ প্রেমে কি সুখ, বল ?
প্রেম নহে এ অনল,
জ্বলিবি, জ্বালা'বি, না না ফিরে যারে, পাগলিনি,
তুই পিঞ্জরের পাখী, আমি ভুজঙ্গিনী-মণি।"

২০

"না না নাথ !—
জানে না কি চাতকিনী, মেঘেতে বজর
ঝরে,
সুধা-প্রয়াসিনী যেই সে কি সুদর্শনে ডরে,
যেই প্রেম, সেই প্রাণ,
আমি নাহি জানি আন,
তোমাকে সঁপেছি প্রেম, পিঞ্জরে কি রাখি নাথ ?
যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেমনাথ—
প্রাণনাথ।"

কে তুমি ?

আইল গোধূলি—সৌর রঙ্গভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর-বরণা ; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি-অভিনয়।

অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ!—
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণবদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশী
অৰ্দ্ধ সৌর রাজ্য, বিরহেতে কৃশ
নিরাশা-মলিন।

এমন সময়ে,
ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে,
করেতে কপোল, কে ওই রমণী?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটী নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া; কিম্বা, হায়, কোন
বিষধর ফণী, রেখেছে খুলিয়া
মস্তকের মণি? এই নিশীথিনী
শ্বেত কলেবরে, বর্ষিতেছে যথা
বিকচ নলিনী শিশিরের বিন্দু;
তেমতি বামার নয়ন-কমল
বর্ষিতেছে অশ্রু, সরসী-হৃদয়
চুম্বি'ছে তরল সেই মুক্তাফল।

অবনতমুখে ভাসমান ওই
ধাতু-কলসীর পৃষ্ঠের উপর
অযত্নে দক্ষিণ কর সুকোমল
রক্ষিত; আনন্দে কলসী সে সুখ

পরশে নাচি'ছে ; নাচি'ছে যেমতি
বঙ্গ-বিরহিণী-হৃদয় চঞ্চল
শারদ উৎসবে পতির মিলনে।
হায়, সে আনন্দে চক্রে চক্রে ওই
চঞ্চল হিল্লোল ছড়াইছে সুখে
সরসী-হৃদয়ে ; আনন্দে গলিয়া
সুনীল সরসী থেকে থেকে যেন
উন্মত্তের প্রায়, ডুবা'য়ে কলসী,
চুম্বি'ছে বামার কর-কমলিনী ;
থেকে থেকে যেন আনন্দে বিহ্বল,
প্রেমাস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসে,—"কে তুমি ?
কে তুমি ?"

কে তুমি ? আজি বঙ্গালয়
আনন্দ-আধার, এসেছেন উমা
বৎসর অন্তরে, আজি বঙ্গদেশ
সুখ-পারাবার হিমালয় হ'তে
আনন্দ-জাহ্নবী শতমুখে আজি
বঙ্গে আবির্ভূতা, ভাসিয়াছে তাহে
বাঙ্গালীর দুঃখদারিদ্র্য দুঃসহ।
ভুলিয়াছে সব, নিরখি' উমার
প্রসন্ন স্নেহার্দ্র বদন-চন্দ্রমা।
মুহূর্ত্তেক তরে, ভুলিয়াছে সবে
দাসত্ব-শৃঙ্খল,—অদৃষ্ট-লিখন!

কি সুখের দিন—এই তিন দিন
বাঙ্গালী-জীবনে—তিন বিন্দু বারি
বঙ্গ-মরুভূমে ; এই তিন মণি
অন্ধকার খনি বঙ্গ সম্বৎসরে ;
তিনটী নক্ষত্র, হায় ! বাঙ্গালীর
দুঃখ পারাবারে ; এমন সুখের—
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
নানা বাদ্যযন্ত্র মিশি' এক তানে,
তুলি'ছে আকাশে আনন্দের ধ্বনি ;
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
সেইরূপ আজি বঙ্গবাসি-মন
একানন্দ-স্রোতে হইয়া বিলয়
বহি'ছে স্বরগ-পথে ; বঙ্গদেশ
আজি ধরাতলে প্রীতি-পারাবার।
পবিত্র নির্ম্মল—প্রত্যেক বাঙ্গালী
ঊর্ম্মিমাত্র তা'র।
এমন সময়ে
বসি' একাকিনী, সজলনয়না
কে তুমি, রমণি ? কেন বিশ্বপ্লাবী
আনন্দ-প্রবাহ পশিল না তব
কোমল হৃদয়ে ? তুলিল না তাহে
একটী হিল্লোল ? হেন সৌরকর
নাহি পশে যে হৃদয়ে, নাহি জানি,
হায় ! সে হৃদয় অরণ্য কেমন !

বাজিতেছে যেই আনন্দ-সঙ্গীত
বঙ্গ-চিত্ত-যন্ত্রে কাঁদাইল কেন
তোমার হৃদয় বীণা ? তোল মুখ,—
বল না, কে তুমি ?
বিষাদে নিশ্বাসি'
তুলিল বদন বামা ; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।

স্নেহোপহার।*

১

বাছা রে !
কি আনন্দ আজি—আনন্দ অপার—
উথলি'ছে এই দুঃখিনী-মনে,
হেরি' তোর মুখ, প্রীতি-পারাবার,
আনন্দে নাচি'ছে সন্তানগণে।

২

বাছা রে !
আর্য্যভারতীয় বরপুত্র তুমি ;
রত্নগর্ভা এই ভারত-সাগরে
মহারত্ন তুমি, আজি আর্য্যভূমি,
সমুজ্জ্বল তব চিরোজ্জ্বল করে।

---

* চট্টগ্রামের পক্ষে এই কবিতাটী কোন বন্ধুকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

৩

বাছা রে!

হৃদয় তোমার কোমল সরল,
মানবের প্রীতিপবিত্রতাময়,
পরদুঃখে সদা দয়ার্দ্র তরল,
স্বর্ণ প্রেমগঙ্গা হৃদয়েতে বয়।

৪

বাছা রে!

কাঁদি দিবানিশি সমুদ্র-বেলায়,
অশ্রু দুই নদী ধারায় বয়,
কি সুখ যখন তব কীর্ত্তি, হায়!
প্রতিধ্বনি করে পর্ব্বত নিচয়!

৫

বাছা রে!

কত যে বাসনা আছিল অন্তরে,
দেখিতে তোমার কোমল মুখ,
পূরিল বাসনা, আনন্দ-সাগরে
ভাসিতেছে আজি শ্যামল বুক।

৬

বাছা রে!

রেখেছি খুলিয়া প্রকৃতি-ভাণ্ডার,
দেখ নেত্র ভরি', ভাবুক তুমি,
পর্ব্বত, নির্ঝর, মহাপারাবার,
দেখ প্রকৃতির চারু রঙ্গভূমি।

৭

বাছা রে!
তোমার কীর্ত্তির অমর প্রভায়
হউক উজ্জ্বল ভারত-বদন;
প্রেম স্বর্ণলতা দুলুক গলায়,
আশীর্ব্বাদ করি, আদরের ধন!

এবার!*

১

কল্পনে! এবার!—তুমি মজিলে এবার!
এবার বঙ্গেতে আর,
থাকা তব হ'ল ভার,
তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবে না আর,
এবার তোমার, বাছা! "কালাপাণি" সার।

২

কি এনেছ? দেখি, দেখি;—ছিছি, কর দূর!
"ললিতলবঙ্গলতা"—
গোস্বামী খুড়ার মাথা,
দোলে,—দোলুক্,—লতা তাঁ'র মলয়সমীরে;
পারিবে না ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে!

---

* কোন একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রিকায় কোন এক-খানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল।

৩.

কি আছে তাহাতে বল, কবির মতন ?
নাহি তাহে "হেমলেট্,"
বীর "সেকেন্দর গ্রেট্,"
নাহি তাহে "হেমিল্টন্"—"ক্লারেণ্ডন্"—
"পিট্" ;
নাহি "ওবেষ্টার," নাহি "বার্নার্ড স্মিথ"।

৪

আবার কি আনিয়াছ ?—নাহি বুঝি নাম ?
"মহাজন পদাবলী"—
রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি !
"বায়্রণিক তরঙ্গেতে" ভাসিয়া বেড়ায়,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ;—টিকি থাকা দায় !

৫

ওকি পুনঃ ?—"ব্রজাঙ্গনা!" ডিটো !
ছাই পাঁশ !
"যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তা'র পাশে—"
তাহাতে কি যায় আসে সভ্য বাঙ্গালার ?
কবির কবরে পোত ব্রজাঙ্গনা তাঁ'র।

৬

পতির বিরহে বামা কাঁদে বনে বনে !—
নাহি আর সেই দিন,
সভ্য বঙ্গ সর্ব্বাঙ্গীণ,
এবে বিরহিণী ভীমা পতি-প্রতীক্ষায়,
সম্মার্জ্জনী-করে বসে দুয়ার-গোড়ায়।

৭

আবার ?—"কবিতাবলী !"—হা,—না,—
ভাল,—দেখি ;
"বঙ্গদর্শনের" কবি,
"বারের" উন্নত রবি,
মাইকেলের ওয়ারিস,—ডিক্রি "দর্শনের"—
তাঁ'র কথা ? বুঝি,—আচ্ছা, দেখা যা'বে ফের।

৮

আবার কি ?—"অবকাশরঞ্জিনী !"—আমরি !
কেমন জাঁকাল নাম,—
বাঙ্গালের গঙ্গাস্নান !
"বিচ্ছেদ যা'বার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না ;"—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা !—বাঙ্গাল কি সেয়ানা।

৯

দূর কর বাঙ্গালের "ফুলের" ভাণ্ডার।
মরি' করকণ্ডুয়নে,
সাতসিন্ধু ভাবি' মনে,
যায় ছয় দিন আজি, কালি রবিবার ;
কোথা মম অবকাশ ? রঞ্জিব কি ছার ?

১০

"ললিতা সুন্দরী!"—দেখ বড় দিব্বি তব!
করি' নাম রমণীর,
তেজঃপুঞ্জ বাঙ্গালীর
কর যদি তেজোহানি—বাষ্প-আবিষ্কার,—
নিতান্ত জানিও তব "কালাপাণি" সার!

১১

যদি বসন্তের কোলে পুনঃ অভাগিনি!
দোলাও লবঙ্গলতা,
কহ বিচ্ছেদের কথা,
হাসে চন্দ্র, ভাসে জলে; গায় বিহঙ্গিনী;
ফুটে ফুল, জুটে অলি; ফাটে বিরহিণী;

১২

"বসন্ত,—জ্যোৎস্না,—হাস্য,—মধু—ফুল-
দল;—"
তব "গীত" যদি হয়
এই পঞ্চ দোষময়,
কি ঘটে কপালে তব, বলিতে না পারি।
যা'বে, বাছা একেবারে "ডেমার্টিনের" বাড়ি।

১৩

পাবে—"দোকানের ধূপ," "অম্বুরী তামাক,"
"থেলো হুঁকো বদ্ সুর,"
"ভগ্ন এক মতিচুর,"
"শিক্ষকের কাণমলা," "ভট্টাচার্য্য-চটি,"—
সৌখিন সমালোচনা,—"হলোয়ের বটি"!

১৪

"বাসন্তী কবিতা" তাই কর পরিহার।
কটিতে কাপড় আঁটি',
লও কলমের কাঠি,
সাপ্তাহিক পত্রে দেও ডুন্দুভি-ঘোষণা—
শিখিয়াছি "নব গীতি কাব্যের" রচনা।

১৫

এই গীতি-কাব্য—স্বর্ণ, রজতের কাঠি
অথবা হোঁসেন খাঁর,
"জিনাইর" অবতার!
পাইবে দিল্লীর লাড্ডু, যখন চাহিবে!
হারান বাছুর গৃহে ফিরিয়া আসিবে!

১৬

থাকিবে প্রখর গ্রীষ্ম;—কিন্তু দেখো যেন
চোয়াত্তর মূর্ত্তিমান,
নাহি হয় অধিষ্ঠান।
অবশ্য থাকিবে বর্ষা,—কিন্তু খবরদার্!
বিগত "আশ্বিনী-কাণ্ড" না হয় আবার।

১৭

বসন্ত যে একেবারে থাকিবে না নয়।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি পাতে,
মিশি' বসন্তের সাথে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কিম্বা শরত, শিশির,
থাকা চাহি—এককালে শশাঙ্ক, মিহির।

১৮

হ'বে গ্রীষ্ম কাব্য ; লও নমুনা তাহার—
"মেঘ ভুর ভুর,
হৃদি গুর গুর,
বিদ্যুতের চক্‌চকি, দর্দ্দুর মক্‌মকি,
সমুদ্রের লক্‌লকি, বজ্রের ঠক্‌ঠকি।"

১৯

বাঙ্গালির বীর মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে।
হংসপুচ্ছ "রাইফল,"
জিহ্বাতে দুর্জ্জয় বল,
কামান "সংবাদ পত্র,"—শত্রু গ্রন্থকার ;
যুগলচরণে পাশ-অস্ত্র ঝনৎকার।

২০

গলাগলি করি রবে "ওথেলো, হেম্‌লট"।
"জুওলজি"—"ফ্রেণলজি"—
"পজিটিব ফিলজফি,"—
মণ্ডলাবক্স,—গেজেটের গত বিজ্ঞাপনী ;
থাকিবে তাহাতে—"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী"।

২১

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে—
"শকুন্তলা !" ত্রাহি ! ত্রাহি !
তা'তে গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি ;
কেবল মালিনীতীরে, লতাকুঞ্জ বিনে,
কোথা আছে গ্রীষ্ম আর ? আমি ত দেখিনে।

২২

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে
হেমলেট দশ খানি,—
কিন্তু গাত্রদাহ বাণী
"ওথেলোর" র'বে তা'তে, যুঝিও আবার!
না পার, কল্পনে! তুমি মজিলে এবার!

প্রণয়োচ্ছ্বাস।

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?
অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?
আন্‌চান্ করে প্রাণ;
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান;
কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?

২

কেমনে জন্মিল ব্যথা?—আমি কি তা' জানিনা?
কিন্তু যা'র জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেয়সী রে নিরদয়!
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

৩

প্রিয়তমে! এই কি রে ছিল তব অন্তরে?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে
কেন তৃষা বাড়াইলে?
যদি নাহি যূড়াইলে
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে?

৪

কি আর বলিব, প্রিয়ে! কত আর বলিব?
তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব?
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
ম'রে বেঁচে, বেঁচে ম'রে, কত কাল থাকিব?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে!
কি অনলে এ হৃদয় সারানিশি দহে'ছে!
তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে!
অন্ধকারে নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে! সারানিশি বহে'ছে!
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে! গত নিশি গিয়েছে!

৬

কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরে'ছি;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদে'ছি।
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সি রে! মনোদুঃখে গতনিশি কেটে'ছি।

৭

হ'বেনা আমার, প্রিয়ে ! যদি মনে জেনে'ছ ;
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছ ?
বল, প্রাণ ! একবার,—
হ'বে না আমার আর,
ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হ'তেছে।

কেন দেখিলাম ?

১

কেন দেখিলাম,—
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
রক্ষিত ভুজঙ্গদন্তে ফুল্ল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী ?

২

কেন দেখিলাম,—
ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে,
বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কানন-প্রসূন,
কেন দেখিলাম ওই কণ্টকে কুসুম ?

৩

কেন দেখিলাম,—
অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে,
আস্ফালিয়া ফণা, যা'রে করেছে রক্ষণ,
কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন ?

৪

কেন দেখিলাম,—
ঘনঘটা ঘোর রণে, ভীম ঘন গরজনে,
নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্য-বিহারিণী,
কেন দেখিলাম সেই চলসৌদামিনী ?

৫

কেন দেখিলাম,—
জিনি' সর-সোহাগিনী, জিনি' বন-সুশোভিনী,
জিনি' রত্নাকর-রত্ন, বিদ্যুত-বরণ,
কেন দেখিলাম, প্রিয়ে। তব চন্দ্রানন ?

৬

কেন দেখিলাম,—
নহে গবাক্ষের দ্বারে,—নহে সরোবর'পারে,
নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুসুম-কাননে,
নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—

৭

নহে জুলিয়েট্,
নহে বিদ্যা রূপবতী, নহে শকুন্তলা সতী,
নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী ;
পর্ণ কুটীরের দ্বারে—সরলা কামিনী।

৮

যেই দেখিলাম,—
নন্দন-সৌরভ রাশি স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি',
পশিল হৃদয়ে সেই সুকোমল ধ্বনি,
উন্মত্ত হইনু, মত্তা হইল রমণী !

৯

অয়স্কান্ত মণি,—
আকর্ষিল লৌহ, হায় ! আর নাহি সহা যায়,
হইল যুগল-চিত্ত প্রেম-স্রোতাধীন ;
হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে হইল বিলীন !

১০

নীরব প্রকৃতি ;—
সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে, কাঁপাই'ছে বংশ-শিরে
নীরবে করি'ছে কেলি বৃক্ষপত্রদলে,
কিম্বা ওই বারি-কক্ষ-রমণী-অঞ্চলে !

১১

হায় ! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদ্বয়, একত্বে হইয়া লয়,
আনন্দে বাজিতেছিল, সে সুখ-সঙ্গীত
কে বুঝিবে ? যে বুঝিবে, সে হ'বে মোহিত।

১২

হায় ! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়া'য়ে মধ্যাহ্নকালে,
শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-লিখন,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত দুষ্মন্ত তখন।

১৩

এ সঙ্গীত স্বরে,
উন্মত্ত হেম্‌লেট্, হায় ! মৃত প্রেয়সীর গায়
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর !

১৪

ভীষণ শ্মশানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি' অভাগিনী-ভার্য্যা-কর-সুকোমল,
বুঝেছিল' হায় ! নবকুমার বিহ্বল।

১৫

"টাইবর-জলে
হ'ক্ রোম নিমগন," বলেছিল যেই ক্ষণ,
মিশরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামণি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে
কেড়ে লয় হরিণীর কণ্ঠহার—করে নীর
নিরেট পাষাণ যদি ; তবে কি বিস্ময়,
যথা প্রেম যন্ত্রী, যন্ত্র মানব-হৃদয় !

১৭

মুহূর্ত্তেক, হায় !—
মুহূর্ত্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধ'রে,
মুহূর্ত্তেক এ সঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহূর্ত্তেক পরে স্বপ্ন হ'ল অন্তর্ধান !

১৮

"মনে রাখিবেন"—
শুনিলাম বীণাধ্বনি ; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাসিতে লাগিল ধ্বনি সন্ধ্যা-সমীরণে,
কতবার শুনিলাম "রাখিবেন মনে"।

১৯

"রাখিবেন মনে!"

কেমনে রাখিব মনে?—রাখি যদি প্রাণপণে,—
কিসে মগ্ন তৃণ, স্রোত করিবে ধারণ,
প্রিয়ে তব রূপ-স্রোত, তৃণ মম মন।

২০

সেই স্রোতে, হায়!

ভাসা'য়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ
করি তা'রে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,
সদা ভাবিতেছি' হায়!—কেন দেখিলাম।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভা।

১

কে তুমি? বঙ্গের কম কামিনী-উদ্যানে,
এই অভিনব শোভা করিতে প্রকাশ,
অন্ধকার অন্তঃপুরে,
হেন তীব্রজ্যোতি স্ফুরে,
বলিলে না বঙ্গবাসী করিবে বিশ্বাস;
না মালতী, না মল্লিকা,
না চম্পক, শেফালিকা,—
নন্দনের পারিজাত ভূতলে-বিকাস,
কেন বল, বঙ্গবাসী! করিবে বিশ্বাস?

২

ফুটেনি এমন ফুল বঙ্গের উদ্যানে;
হেন ফুল বঙ্গবাসী দেখেনি নয়নে;
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
যেই ফুল শোভা করে,—
শতদল-সরোজিনী সরসী-প্রসূন,
সূর্য্যমুখী স্বর্ণপ্রভা,
কিম্বা সে নীলিম-বিভা
সলজ্জ অপরাজিতা—মাধুরী দ্বিগুণ,
কিন্তু কি দেখে'ছ হেন বিদ্যুৎ কুসুম ?

৩

যথায় কোকিলকণ্ঠ চিরনিনাদিত,
কাঁদে' হাসে', অনিবার মধুর পঞ্চমে;
অন্তঃপুর-অন্ধকারে,
গায় শ্যামা কারাগারে,
ডাকে বুলবুলি নিত্য মধুর নিক্কণে;
প্রণয়ের পাপিয়ায়,
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়,
প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে,—কে তুমি সেখানে
জলদ-প্রতিম-স্বনে গর্জ্জি'ছ সঘনে ?

৪

আজি হ'তে জানিলাম বঙ্গ-ভবিষ্যৎ,
নহেক নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা-আধার,
যে বিপ্লবে আকুলিত,
আজি বঙ্গ বিপ্লাবিত,
অন্তঃপুরে পশিয়াছে তরঙ্গ তাহার,
বঙ্গের কোমলতর
অঙ্গেতে, তরঙ্গ খর
করিয়াছে মহাবেগে ভীষণ প্রহার,
নির্ব্বাক অবলা ওই করি'ছে চীৎকার!

৫

নাহি চাহি পদ্মমুখী কিম্বা চন্দ্রাননী।
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন, আজি বঙ্গদেশ;—
ভেদিয়া জলদমালা,
কে পারে করিতে খেলা,
বিনা সে বিদ্যুৎ? তুমি বিদ্যুৎরূপিনী,
এই ঘনঘটা-কোলে,
ঘনঘটা ঘোর রোলে
গর্জ্জ তুমি; বজ্রানল করুক সঞ্চার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

৬

অন্তঃপুরে তন্দ্রাগত নির্জ্জীব বাঙ্গালি,
প্রতিভা-তাড়িত ক্ষেপে কর উদ্দীপিত,
দেখুক তাড়িতালোকে,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি শোকে,
ভারতের অধোগতি, আর্য্য নির্যাতন ;
বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবলে,
যে রক্ত শিরায় চলে,
দেখাও সে রক্তস্রোত, মলিন কেমন ;
দেখাও কি আছে, তাহে আর্য্যের লক্ষণ।

৭

শক্তিস্বরূপিনী তুমি—আয়ুধ-কল্পনা।
ভারতের মর্ম্মস্থলে পশুক তোমার,
সুতীক্ষ্ণ কল্পনা-বাণ,
ব্যথিত করুক প্রাণ,—
ব্যথা জীবনের চিহ্ন ; ব্যথায় আবার,
পিপীলিকা চাহে ফিরে,
প্রহারকে দংশিবারে ;
ব্যথায় ভারতবাসী,—আর্য্যের সন্তান,—
চরণে দলিত শির করিবে উত্থান।

৮

শক্তিস্বরূপিনী তুমি—শক্তি বিনা আর
কা'র সাধ্য ভারতের সাধিবে উদ্ধার ?
যে শক্তি দানবদলে,
দলি নিজ ভুজবলে,
সাধিল ভারতোদ্ধার—দানব-সংহার ;
সেই শক্তি, সে প্রভাব,
প্রতিভায় আবির্ভাব
ভুবনমোহিনী-অঙ্গে হউক তোমার,
খেলুক বিজলিরঙ্গে,
তব ক্ষীণ অঙ্গে অঙ্গে,
খেলুক বিজলি নেত্রে, অধরে আবার,
খেলুক কবিতামালা বিজলি আকার।

৯

হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গেতে বসিয়া,
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, ঝলি' প্রতিভায়,
ঘোষ বজ্র মেঘমন্দ্রে,
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
"একমেবাহদ্বিতীয়ং"—আসিন্ধু অচল,
সিন্ধু হ'তে ব্রহ্মদেশ,
ধর্ম্ম, বর্ণ, নির্ব্বিশেষ,
সকলি একই জাতি—একই শৃঙ্খল,
একই প্রবাহে ভেসে যেতেছে সকল।

১০

"একমেবাদ্বিতীয়ং" —পাঞ্চজন্য-রবে,
ঘোষ এই মহাধ্বনি ; ভারত-সন্তান
দেখুক দেখে না যাহা,
এক মহাসিংহ-ছায়া
সমস্ত ভারতবর্ষ করেছে আঁধার ;
এক ভিন্ন দুই নাই,
একময় সর্ব্বঠাঁই,
তথাপি একতা নাই ভারতবাসীর !
এ কেমন মোহান্ধতা—বিধান বিধির।

১১

ওই ভাগিরথীতীর নির্ব্বোধ বাঙ্গালি,
ওই দলাদলি করি' দেয় করতালি ;
ভীষণ জলদ স্বনে,
কহ, আত্ম-বিশ্লেষণে
আপন-হৃদয় রক্ত শুষিয়া কি ফল ;
অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে,
কহ আত্মঘাতী-দলে,
শিখাও যা শিখিল না—দুর্ম্মতি দুর্ব্বল,-
"বীরত্ব কি মহারত্ন—একতা কি বল।"

১২

তব সহোদরা বঙ্গসিমন্তিনীগণ,
এই মহামন্ত্রে তুমি করহ দীক্ষিত,
ত্যজিয়া প্রণয় কথা,
যেন এই মর্ম্ম-ব্যথা,
কহে নিত্য নিত্য প্রিয় প্রাণপতি কাণে,
অধরে অমৃত নহে,
তা'তে গুপ্ত মৃত্যু বহে,
না চাহি অধরামৃত—তোমার মতন
করে যেন রক্তাধরে বিজলি বর্ষণ।

১৩

স্পার্টার মাতৃ-ধর্ম্ম শিখাও সবারে,—
"বীরমাতা"—রমণীর কি যে অহঙ্কার!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যেন ইহা দগ্ধ করে,
শোণিতে শোণিতে যেন ভ্রমে অবিরল,
যেন মাতৃস্তন্য সনে,
পান করে শিশুগণে,
মাতৃমুখে শিখে যেন তনয় কমল—
"বীরত্ব কি মহারত্ন, একতা কি বল"।

১৪

দেবি!
এতদিনে বুঝি বিধি হইয়া সদয়,
পাষাণরাশির মাঝে একটী হৃদয়
স্বজিলেন বঙ্গদেশে,
তুমি মহাশক্তিবেশে
আবির্ভাব, কর বঙ্গে জীবন-সঞ্চার।
করি' মহাশাক্তোৎসব,
পূজিব আমরা সব,
হৃদয়ের রক্তজবা দিয়া উপহার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।*

স্থির-সৌদামিনী।

১

লিখিব লিখিব হতে'ছে বাসনা,
কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
শোভি'ছে প্রকৃতি ধূষর-বরণা,
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
বরিষার জলে দেখিতে পাই,
এই শৃঙ্গ হ'তে পূর্ণ স্রোতস্বতী
করিয়া যেমন যৌবন-বড়াই,
সাগর-সদনে চলেছে যুবতী।

---

* শুনিয়াছি "ভুবনমোহিনী" জাল। হউক, আজ বঙ্গদেশে ভুবনমোহিনী প্রতিভার অভাব নাই।

২

যুবতী যৌবন যায় গড়াইয়া,
যায় যায় যায়—থাকে না আর ;
উন্মত্ত জলধি আকুল হইয়া,
আলিঙ্গন-সুখ পাইতে প্রিয়ার,
সহস্র তরঙ্গে করি'ছে বিস্তার
সহস্রেক কর ; করিতে বর্দ্ধন
সম্মিলন-সুখ, প্রকৃতি আবার
করিতেছে সুধা-বারি-বরিষণ।

৩

স্বনি'ছে পবন সর সর সর,
ঝরে বরিষার ধারা অবিরল ;
এই শৃঙ্গ হ'তে কত মনোহর
সেই সুমধুর সঙ্গীত তরল।
নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
বরিষার জলে প্লাবিত প্রায় ;
পর্ব্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায়।

৪

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা মন্দিরে ;
কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বল না?
কত শত ছবি আছে সে প্রাচীরে?

অথবা কেমনে ওই ধীরে ধীরে
নাচে যে হিল্লোল জলের উপরে,
'ঐ যে বিশ্ব শোভা কাঁপি'ছে সমীরে,
চিত্রিবে সহজে মর চিত্রকরে?

৫

ভাল বটে, কিন্তু মনে নাহি লয়,
লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার;
আজি কালি তিনি সর্ব্বভূতময়!
মধুর ভাণ্ডারে বসতি যাহার,
ভ্রমে এবে, হায়! দুরদৃষ্ট তা'র!
বাজারে বাজারে, বঙ্গ-ক্ষেতে ক্ষেতে!
নিত্য মুদ্রাযন্ত্র-পীড়নে তাহার
অঙ্গভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে।

৬

হেন কল্পনায় কাজ নাহি আর,
স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি।
আবার জগত হইল আঁধার,
ভাসিল আকাশে জলদরাজি।
ধন্য রে প্রকৃতি! তব ছায়াবাজি,
গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে কাদম্বিনী,
শোভে ক্ষণে ক্ষণে গগনে বিরাজি',
জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী।

৭

জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী,
ক্ষণেকে দেখায়—ক্ষণেকে লুকায়,
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ জলধর-ধ্বনি,
ঘর্ঘর গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়।
দেখিয়া হ'লেম মগ্ন ভাবনায়!
ভয়ঙ্কর রূপ; শব্দে কান কালা।
বজ্রে বাঁধা বুক! শরীর শিলায়,
তা'র কোলে এই রূপসী বালা?

৮

না জানি' কি ভাবি' মূঢ় কবিগণ
এই দৃশ্য দেখি' আহ্লাদে ভাসে;
দাম্পত্য প্রণয় ভাবে মনে মন,
দেখি' সৌদামিনী জলধর-গ্রাসে।
বলে শোভে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের পাশে,
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী;
প্রণয়ে জগত মরিবে হুতাশে,
প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী।

৯

চমৎকার প্রেম! ভয়ঙ্কর রব!
প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গর্জ্জন?
নাগরের রূপে আঁধার নগর!
প্রেম-আলিঙ্গন অশনি-পতন?

সৌদামিনী-প্রেমে হইয়া মগন,
প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায়?
প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,
ঘনভীম রোলে পশ্চাতে ধায়?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, বুঝা নাহি যায়;
এমন অতুল স্বরূপের নিধি,
কেমনে সঁপি'ছে বজ্রের শিখায়?
বিকচ গোলাপ অনল জ্বালায়,
শরতের শশী রাহুর গ্রাসে,
দুর্লভ রতন কাকের গলায়,
দেখি' কা'র চক্ষে জল না আসে?

১১

এতাধিক আরো নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ?
আন তুলি রঙ, আন সমুদয়,
দেখাইব চিত্র শোকের আবহ।
জান না মানব জীবন-প্রবাহ;
দুঃখেতে মলিন বরণ তা'র,
বারেক ভিতরে প্রবেশিয়া চাহ,
কত শত রত্ন কীটের আধার।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
রূপের আকর—গুণের গরিমা;
সহি মনে মনে নিরাশার জ্বালা,
বিনোদ বদনে পড়েছে কালিমা।
নবদুর্গা জিনি' প্রেমের প্রতিমা,
নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
কিন্তু, হায়! সেই নয়ন-নীলিমা,
স্নেহে সিক্ত সদা-কোমল দর্শন।

১৩

ল'য়ে এই ছবি যাও বঙ্গালয়ে,—
নিরানন্দ বাস!—বিষাদের খনি!
ভ্রমি' গৃহে গৃহে বল সমুদয়ে,
কত গৃহে হেন রমণীর মণি
অপাত্রে-অম্বুদে, অপ্রেম-অশনি
সহিতেছে, হায়! দিবস যামিনী
অচল হৃদয়ে! শোভিতেছে ধনী
জলধর-কোলে স্থির-সৌদামিনী।

আর কি দেখিব?

১

যে সুখ স্বপন আজি দেখিলাম, হায়!
আর কি দেখিব?
নিদ্রার তামস গর্ভে এমন উজ্জ্বল মণি
আর কি পাইব?
বিষাদ-নীরদে মাখা জীবন-আকাশে, হায়,
দেখিব কি হেন তারা, কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়?

২

নবদূর্ব্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে
দেখিলাম, হায়!
নিদাঘ নিশীথে সুখে, নিশানাথ করতলে
শুইয়া ধরায়।
মধুর এস্রার-তানে, চন্দ্রমা হাসিতেছিল,
জীবন হইতেছিল শীতল কৌমুদীময়!

৩

কখন বাজিতেছিল, মরি সে সঙ্গীত!
মধুর এস্রারে।
বামাকণ্ঠ সুললিত, প্রণয়পূরিত গীত,
উদাস সংসারে!
কখন গর্জ্জিতেছিল, অভিমানে ঝঙ্কারিয়া,
কখন কাঁদিতেছিল, বিরহেতে উচ্ছ্বসিয়া;

৪

বিরাজে চঞ্চল তারে,—বসন্ত, শরত,
ষড় ঋতুগণ ;
পিককণ্ঠ বসন্তের, মেঘমন্দ্র শরতের;
নিদাঘ-দাহন ;
ঘন বরিষার ধারা ; শিশিরের কুজ্‌ঝটিকা ;
কভু নন্দনের শোভা ; কভু শুষ্ক মরীচিকা ।

৫

হৃদয়ের কত ভাব, সেই কলকণ্ঠে
উঠিল জাগিয়া,—
সুখের শৈশব কাল, কখন পড়িল মনে ;
উঠিল বাঁচিয়া
মৃত স্মৃতি, সেই স্রোতে বহে প্রতিবিম্বি', হায় !
স্বর্গীয় জননী-মুখ, জনকের প্রতিমায় ।

৬

শিয়রে করুণাময়ী, জননীরূপিণী,
বসিয়া আদরে ;
স্নেহসিক্ত করপদ্ম বুলাইতেছিলা মাতা
মম কলেবরে ।
স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগণ,
মধুমাখা ছাই পাঁশ করিতেছে বরিষণ !

৭

আর কি দেখিব সেই দৃশ্য মনোহর—
পবিত্র নির্ম্মল!
আর কি দেখিব, হায়! উদার মূরতি তব
সরল, সুন্দর!
জননীর স্নেহ বাণী, শিশুকণ্ঠ সুধাময়,
আর কি শুনিব কভু? যুড়াইব এ হৃদয়!

৮

পরিবরতিল স্বপ্ন! সজ্জিত তরণী,
ওই নদী-তীরে;
আছ দাঁড়াইয়া তুমি, আছি দাঁড়াইয়া আমি,
অশ্রু ঝরে ধীরে।
নৈশ অন্ধকারে, হায়, কেহ নাহি দেখি কা'রে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পরে!

৯

আমারে হৃদয়ে ধরি, বলিলা কাতরে,—
"আর কি দেখিব"?
তোরে দেখি যেই সুখ পাই আমি, সেই সুখ,
আর কি পাইব?
আশীর্ব্বাদ করি বৎস! তোরা পঞ্চ সহোদরে
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে!

১০

হতভাগ্য অন্ধ নর! শুনে আজি তব
কাঁদিবে অন্তর,
কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া মম
এক সহোদর।
বহিতেছে নিরন্তর সেই স্রোত দুর্নিবার!
আর কি দেখিব? আহা! ভবিষ্যত অন্ধকার!

আগমনী।

১

আইস, প্রভু আইস চট্টলে!
বহুদিন অভাগিনী
দেখে নাই, নৃপমণি!
রাজার পবিত্র মূর্ত্তি—দেবতা ভূতলে।
হেন রাজদরশন,
রাজপদ পরশন,
পা'ব আজি নাহি জানি কোন্ পুণ্যবলে;
আইস, বঙ্গের প্রভু, আইস চট্টলে।

২

না জানি কি পাপে, হায়!
নিদারুণ বিধাতায়
লিখিয়াছে এত দুঃখ কপালে আমার;—
পর্ব্বত চাপিয়া বুকে,
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,

রাখিয়াছে, অবিশ্রাম অনন্ত প্রহারে,
প্রহারে তরঙ্গমালা গর্জ্জিয়া আমারে !

৩

তততোধিক, নৃপবর !
জ্বলিতেছে নিরন্তর,
হায় রে, বুকের মাঝে জ্বলন্ত অনল ;—
'বাড়বেতে' হুহুঙ্কার,
'লবণাখ্যে' মহামার,
'সীতাকুণ্ডে' গিরি, বারি, অনল সকল ;
কত সবে বল, প্রভু, রমণী দুর্ব্বল ?

৪

বঙ্গজা ভগিনীগণ
কাঁদে, প্রভু! অনুক্ষণ,
ধরিয়া চরণে তব ;—মনোদুঃখ কয়।
আমি এই মরি' বাঁচি',
নীরবে পড়িয়া আছি,
নীরবে কাঁদিয়া অঙ্গ, দেখ, দয়াময় !
করিয়াছি নির্ঝরিণী, স্রোতস্বতীময়।

৫

যদি না সহিতে পারি,
ভূমিকম্পে অঙ্গ ঝাড়ি',
আপন মনের দুঃখ কহিতে তোমারে,
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়ি',
বরষি' নয়ন-বারি,

বৃষ্টিধারে গলাছাড়ি' চাহি কাঁদিবারে;
পাপিষ্ঠ জলধিমন্দ্র ডুবায় তাহারে।

৬

শুনি দুঃখিনীর দুঃখ,
তেয়াগিয়া রাজসুখ;
আসিলে কি দূরারণ্যে, ওহে দয়াময়?
বাষ্পীয় বাহনে চড়ি',
অকূল সমুদ্র তরি',
আসিলে এ বনমাঝে, ওহে ভগবান!
তারিতে, হায় রে, এই অহল্যা-পাষাণ।

৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ত্রয়,
তুমি প্রভু, মায়াময়,
করেছ উদ্ধার অর্দ্ধ বাঙ্গালা বেহার।
ব্রহ্মার মূরতি ধরি',
তণ্ডুল সঞ্চয় করি',
করিয়াছ বিষ্ণুরূপে নিরন্নে উদ্ধার।
রুদ্ররূপে করিয়াছ দুর্ভিক্ষ সংহার।

৮ হইতে ১৩

*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *

১৪

তুমি বঙ্গেশ্বর! আমি,
দীনাহীনা অভাগিনী!
কেমনে তোমায় প্রভু করি আবাহন?
আলোকমালায় সাজি',
আকাশে তুলিয়া বাজি,
বিজ্ঞাপি নক্ষত্রালোকে শুভ আগমন,
নাহি সাধ্য;—দীনা আমি, দীন বাছাগণ

১৫

রাজেন্দ্র, রাজর্ষি মত,
তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি যত,
প্রাচীর-কিরীট শিরে, গম্ভীর-দর্শন,
নাসিকায় নাহি শ্বাস,
বদনে নাহিক ভাষ,
নীরবে করি'ছে তব পথ দরশন,
আইস চট্টলে প্রভু দরিদ্রপালন!

১৬

সুতরল মরকত
ঢালিয়া, নীলাম্বুপথ
করিয়াছি শোভাময়। আসিবে যখন
শ্বেত ফেণ পুষ্পরাশি,
বরষিবে সিন্ধু হাসি',
তরী পুরোভাগে, তীরে নামিবে যখন
দীর্ঘ শ্বেত পুষ্পহারে পূজিবে চরণ।

১৭

বাজিবে জলধি-নাদে
মহা ‘বেণু’ মহাহ্লাদে;
করিবেক বীচিগণ অস্ত্র প্রদর্শন।
‘কর্ণফুলী’ আগে গিয়া,
আনিবেক বাড়াইয়া,
অসংখ্য অর্ণবপোতে, দিবে আবাহন,—
“আইস চট্টলে, প্রভু, দুর্ভিক্ষ্যদলন।”

১৮

আনন্দে কম্বুর সনে,
কম্বুকণ্ঠী বামাগণে,
মধুর পঞ্চমে প্রভু, দিয়া হুলুধ্বনি,
বরষিবে পুষ্পরাশি,
বরষিবে বারি হাসি,
উচ্চ শৃঙ্গ হ’তে “মগ” “লুসাই” রমণী;
আইস চট্টলে সুখে ওহে নৃপমণি!

১৯

ইহাতেও প্রীতি তব,
না হয়, মহানুভব!
চাহ জ্যোতিষ্ক্রিয়া? তবে ফিরাও নয়ন।
সীতাকুণ্ডে জলে স্থলে,
ওই দেখ অগ্নি জলে
জ্বলে, “জোম” গিরি শৃঙ্গে; সমুদ্র তেমন
ছড়ায় তরঙ্গ ভঙ্গে, তারা আগণন!

অপূর্ব্ব-দর্শন।

১

নিদ্রার আবেশে নয়ন-পল্লব,
আবরি'ছে ধীরে নয়ন-তারা;
গভীরা রজনী, প্রকৃতি নীরব,
নিদ্রিতা বসুধা চেতনহারা।
মধুর সঙ্গীত,—বন্ধু সম্বোধন,—
পশিল শ্রবণে, ব্যাকুল স্বরে;
মন উচাটন, বিদ্যুৎ মতন
ছুটিলাম, সেই স্বর লক্ষ্য করে।

২

পশিনু প্রাঙ্গণে, মরি কি সুন্দর
সুন্দর আকাশে সুন্দর শশী
ভা'সিছে, হা'সিছে, পড়েছে সুন্দর
সম্মুখ গিরির উপরে খসি'!
চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়
শোভে গিরিশ্রেণী মেঘের মত,
চিত্রিয়া আকাশ তরঙ্গ-রেখায়,
শোভে কৃষ্ণমেঘ ভূতল-নত।

৩

সে রেখা উপরে, আকাশ-দর্পণে,
শোভে তালচূড়া, আম্রের বন,
তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রের কিরণে,
ছায়ালোক চিত্রি' মোহি'ছে মন।

এ অপ্সরা-চিত্র, মরি কি সুন্দর,
নির্জ্জনে প্রকৃতি করি'ছে ধ্যান,
নৈশ সমীরণ মৃদুল, মন্থর,
স্রষ্টার প্রশংসা করি'ছে গান।

৪

চন্দ্রকরে শ্যাম গিরি-কলেবর
হাসে ঝোপে ঝোপে, মলিন হাসি;
গিরি-কোলে হাসে প্রাঙ্গণ সুন্দর,
প্রাঙ্গণের কোলে কুসুম রাশি।
এক অর্দ্ধচন্দ্র, বঙ্কিম আকার,
হাসি' হাসি' গিরি-শৃঙ্গেতে দোলে,
একি দেখি! একি সম্মুখে আমার!
দুই পূর্ণচন্দ্র প্রাঙ্গণ-কোলে!

৫

দুই চন্দ্র মাঝে প্রশান্ত মূরতি,
দাঁড়াইয়া সুখে সুহৃদবর,
গৌর-কান্তি, সদা সুপ্রসন্ন-মতি,
মুখে প্রীতি, চিত্ত দয়ার সর।
বালকের মত সরল হৃদয়,
প্রতিবিম্ব তা'র বদনে ভাসে,
মধুর বচন সরলতাময়,
সরলতা সদা নয়নে হাসে।

৬

বালেন্দু মূরতি বালিকা সরলা
অম্লান বদনে দাঁড়া'য়ে পাশে,—
প্রীতির জ্যোৎস্না, পবিত্রা, তরলা,
ভাসে দর্শকের হৃদয়াকাশে।
ভার্য্যা বর্ষিয়সী—না না বলিব না,
ওই দেখ বুড়ী রাঙ্গায় আঁখি,—
ভার্য্যা বর্ষি—না না—প্রথম যৌবনা,
ঘোমাটায় চারু বদন ঢাকি'।

৭

মায়ার মূরতি, প্রেমের প্রতিমা,
সংসার-মরুতে দয়ার লতা ;
পূর্ণলক্ষ্মী যেন অঙ্গের মহিমা,
স্নেহ-সুধা-মাখা সরল কথা,
পবিত্রতাপূর্ণ কোমল হৃদয়,
নারী-অভিমানে পূরিত বুক,
উজ্জ্বল বরণ পবিত্রতাময়,
পবিত্রতা ভরা প্রসন্ন মুখ।

৮

বহি' পবিত্রতা নৈশ সমীরণ,
জুড়ায় জগত পাপেতে ভরা,
অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বিয়া চরণ,
ঝিল্লিরবে স্তুতি করি'ছে ধরা।

ভক্তিভরে শশী প্রসারিয়া কর
আনন্দে প্রণমে পবিত্র পায় ;
পবিত্রতা প্রতি পদ-সঞ্চালনে
সমীরণ-স্রোতে ভাসিয়া যায়।

৯

পবিত্রতা-স্রোতে ভরিল হৃদয়,
বলিনু পবিত্র চরণে ধরি' ;—
"এস এস, দেবি ! দীনের আলয়,
ও পদ পরশে পবিত্র করি।
তুমি মহালক্ষ্মী, দীনহীন আমি,
স্বর্ণাসন কোথা পাইব বল ?
ভক্তির আসনে চরণ দুখানি
রাখ', পূজি দিয়া নয়ন-জল।"

১০

"এস, মা !"—কহিনু চাহি বালিকায়—
"এস, মা ! তোমার ছেলের ঘরে ;
বুঝিলাম ভালবাস, মা ! আমায়,
আমিও যে বাসি পরাণ ভ'রে।
সোণার পুতুলী, আদর-লহরী,
কেন, মা ! দাঁড়া'য়ে ভূতলে, বল ?
নন্দনের ফুল কেন গড়াগড়ি
প্রাঙ্গণে ? চল, মা ! ঘরেতে চল।"

কেন ভালবাসি?

১

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি?

২

অনন্ত অতল সিন্ধু!—পশি বারি-তলে,
কেমনে বলিব বল,
কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যা'র,
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার?

৩

যে তরু অনন্যছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে!
কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,
দেখা'ব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?—
কেন ভালবাসি, হায়! বুঝা'ব তোমায়,

৪

হায় রে, হৃদয় ঘরে কিশোর কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়
কেমনে অঙ্কিত, হায়,
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান, শশধর।
কেন ভালবাসি, তুমি দাও না উত্তর।

৫

তুমি কাল! জান তুমি, নিরাশা-অনলে
গোপনে হৃদয় মম,
পোড়া'য়ে পাষাণ সম
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর তাহায়
স্মৃতি-অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায়।

৬

কত দিন, কত বর্ষ, জান তুমি কাল,
এ হৃদয় যা'র তরে,
জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন,—
কেন ভালবাসি তা'রে, কহ না এখন?

৭

কেন বাসি ভাল? অয়ি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,
এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

৮

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটী নক্ষত্র তায়
ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী?—
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি!

৯

শর্ব্বরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালা রাশি ;
শর্ব্বরি! কহ না তুমি কেন ভালবাসি?

১০

তব অন্ধকারে, সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে,
নিত্য যে বিরাজ করে,
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,—
হৃদয়বাসিনী মম জীবন-জীবন।

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল ;
সুকুন্তল কিরীটিনী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি,
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি?

১২

সে কেশ আঁধারে সে রূপ কহিনুর,
সে বদন-চন্দ্র ? না না,
সে আনন্দ-পদ্ম ? তা'ও না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র ; হায়, তৃষ্ণাতুর।

১৩

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাদান,
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল !—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ?

১৪

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্ত্তি, ধন, মান,—
তৃণবৎ ঠেলি' পায়,
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যা'র কাছে, হায় ! তা'র মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে ?

১৫

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার !
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,
রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায় !
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায় ?

১৬

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্ভবে উত্তর।

১৭

কেন ভালবাসি যদি শুনিতে বাসনা,
নিষ্ঠুর সংসার-ধাম;
ছাড়ি' বনে যাই, প্রাণ!
সাজিয়া নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবস যামিনী।

১৮

খা'ব বন ফল মূল, পরিব বাকল;
সাজাইয়া বনফুলে,
বসি' বন-স্রোত-কূলে,
ক'ব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
নির্ঝরের কল কলে, কেন ভালবাসি।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে,
রবিকরে মনোলোভা,
দেখি দূর সিন্ধু-শোভা,
প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা নিরখি নয়নে,
ক'ব কেন ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে।

২০

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া
বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া তোমায়,
কেন ভালবাসি, ক'বে নীরব ভাষায়।

২১

পারিবে না ? ভীম রবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল ?
অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,
কেন ভালবাসি, প্রাণ ! কহিব তোমায়।

২২

না পার ; দাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়,
প্রেমের প্রতিমা খানি,
দেখিতে দেখিতে আমি,
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি,
চাহিও, বুঝিবে, হায়, কেন ভালবাসি।

স্বপ্ন—উন্মত্ততা।

১

কি সুখ স্বপন, হায়, ভাঙ্গিল আমার !
দেখি নাই হেন স্বপ্ন—দেখিব না আর !
জীবন আঁধারে, হায়,
কেন বল দেখা যায়
এমন বিজলি, খেলা,—সুখের সঞ্চার ?
কেন হেন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার !

২

সত্য, প্রিয়বর !
ভ্রমি, আশা-মরুভূমে পিপাসা-কাতর,
দেখিলাম চারু বন অতীব সুন্দর ;—
(কিন্তু কি যন্ত্রণা !
আবার পাষাণ খানি কে চাপিল বুকে,
সৃজিল হৃদয়ে এই অনল-প্রবাহ ?
হুহু করিতেছে প্রাণ ; নাহি সরে মুখে
একটী বচন ; হায় ! একি অন্তর্দাহ ?)

৩

দেখিলাম, প্রিয়বর !
সে চারু কানন-কোলে রম্য সরোবর,
প্রেমবারি সুশীতল,
করিতেছে ঢল ঢল,
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার
হইল, পিপাসা মম পূরিল না আর !

৪

সেই মোহ-স্বপ্নে,
হায়রে, ত্রিদিব-শোভা হইল বিকাশ;
শতচন্দ্র প্রকাশিল;
শত সিন্ধু উছলিল;
শত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল;
সঞ্চিত সৌরভে, সখে! হৃদয় ভরিল।

৫

হইনু উন্মত্ত আমি; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব-মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া;
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায়! হারাইনু জ্ঞান,
শতচন্দ্র করে স্নাত আকাশের পানে
চাহিলাম; কি দেখিনু? (নাহি সহে প্রাণে
ধর চাপি' বক্ষ মম, কল্পনাও তা'র
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চার।)

৬

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার,
আঁধারিয়া শতচন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার।
কি মূর্ত্তি! কি শোভা!
মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে, হায়! কত রূপান্তর!
মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে, হায়! রূপের সাগরে
কত লহরী সুন্দর!

৭

কিন্তু সেই রূপরাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায় ;—
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র ! মুক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা-উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,—
অস্তগামী-পূর্ণশশী সিন্ধু-নীলিমায় !

৮

কিন্তু, প্রিয়তম !
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন,—
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন,
আবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু রক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর ;—
(সেই মদিরার স্মৃতি
এখনো করি'ছে মম অবশ অন্তর !)

৯

অতুল সে ভুজবল্লী ; বক্ষঃ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব ! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর !

সর্ব্ব শেষ—বলিব না, বলিব কি ছাই,
যাহার তুলনা নর-চক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন-আলোক,
কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত, হায়!—

১০

সেই বর্ণ, না না, সখে! পারিব না আমি
চিত্রিতে তোমার কাছে,—
সে যে বর্ণ, চক্ষে মম জীবন্ত জ্যোৎস্না,
দেখি নাই ইহ জন্মে,—দেখিতে পা'ব না।
কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল স্মরণ।

১১

দাও, সখে! সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা;
তুমি মূর্খ!
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র, হায়! কত সন্তাপসংহারী?

১২

কিম্বা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
এ নহে প্রথম, হায়!
দেখিনু সে প্রতিমায়,

আন ছুরি চিরি' বক্ষঃ দেখাই তোমারে ;
আন ছুরি চিরি' বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি, গোপনে, আদরে,
রাখিয়াছি কতকাল অন্তর-অন্তরে।

১৩

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে, নয়নের জলে,
পুজিয়াছি কতকাল হৃদয়বাসিনী ;
প্রতিদিন বলিদান,
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—
আত্মঘাতী পূজা ! হায় ! তথাপি কখন
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন।

১৪

জানিতাম,—
হায়রে, পাষাণময়ী দেবতা আমার,
মানিতাম,—
নন্দন কুসুমে শত উপাসক তা'র,
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে।
তবে কেন এই পূজা, আত্ম-বলিদান ?
নাহি জানিতাম, সখে ! কিন্তু জানিতাম—
(দাও সুরাপাত্র, হায় ! বলিব এখন)
এই উপাসনা মম জীবন মরণ !

১৫

আজি, সখে! সেই
জীবনের আরাধনা, তপস্যার ফল,
দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে
এই অধীর হৃদয়ে।
কাঁপিলেক থর থর,
এই ভগ্ন কলেবর,
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হ'ল প্রসারিত,
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্বিত।

১৬

"প্রাণনাথ!—
জীবন সর্ব্বস্ব মম!—জীবন আমার!—
আমার জীবন!
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে।"—
কহিল মধুরে কর্ণে।
"প্রাণময়ি! প্রেমময়ি! তপস্বী তোমার।"
পড়িনু চরণ-প্রান্তে; মনে নাহি আর।

১৭

পোহাল শর্ব্বরী,
প্রভাত-কাকলিসহ প্রভাত-সমীর
জাগা'ল আমারে, সখে! পাইনু চেতন,
কিন্তু কোথা, সখে! মম তপস্যার ধন?
এ জনমে তা'রে আমি পা'ব কি আবার?
কেন হেন সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার!

১৮

স্বপ্ন!—না না, সখে,
এই সুখ স্বপ্ন যদি? জীবনে আমার
কোথায় প্রকৃত সুখ?
আমার জীবনে আমি,
এই এক সুখ জানি,
স্বপন বলিলে তা'রে ফাটিবে যে বুক।
নিষ্ঠুর কালের স্রোত! সর্ব্বস্ব আমার
লও ভাসাইয়া তুমি, তাহে ক্ষতি নাই,
এই মুহূর্ত্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই।

১৯

ছাড় কর প্রিয়তম!
ছাড় কর, দাও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্ত্তটী আমি ভিক্ষা মাগি' আনি।

২০

আবার পাষাণ খানি চাপিয়াছে বুকে,
আবার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,
হুহু করিতেছে প্রাণ,
সংসার শ্মশান জ্ঞান,
কি পিপাসা! আন সুরা,—আন বিষ,—ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা—যন্ত্রণা পাসরি!

কি করি।

১

কি করি ? জিজ্ঞাসি কা'রে কে দিবে উত্তর ?
জাগ্রতে নিশ্বাসসহ,
বহে প্রশ্ন অহরহঃ,
অজ্ঞাতে নিদ্রায় উঠি স্বপনে শিহরি',
শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—"কি করি, কি করি ?"

২

কি করি ? ইহার হায় ! নাহি কি উত্তর ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে,
পাতালে, জলধি-জলে,
জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ দয়া করি'
দিল না উত্তর, তবে বল না কি করি ?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র—আলোকে
সাজাইয়া নীলাম্বর,
চন্দ্রমুখ মনোহর
বিকাশি' নীরবে, আহা ! রহিল চাহিয়া,
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া।

৪

এই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ !
এই চন্দ্র শিলাময়
এই চন্দ্রে বহ্নিচয়
জ্বলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
দূর হ'তে সেও যদি এত মনোহর !

৫

আমার সে পূর্ণচন্দ্র অমৃত-আধার,
অমৃত অধরে ভাসে,
অমৃত নয়নে হাসে,
আমার সে পূর্ণচন্দ্র সুধার আকর,
আজি দূর হ'তে তবে কতই সুন্দর !

৬

কি করি ? নিষ্ঠুর স্বর্গ দিল না উত্তর ;
সুশ্যামল ধরাতল
খুলি' নিজ বক্ষঃস্থল,
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,
শ্বাসিল সমীরে দীর্ঘ, দিল না উত্তর।

৭

বসুন্ধরে ! যাহা ছিল—র'য়েছে তোমার ;
তথাপি এ দুঃখ তব,
হয় যদি অনুভব,
আমার কুসুম বন, কণ্টক কানন
হইয়াছে, মরুময় সুখের জীবন !

৮

কি করি ? কেমনে সহি ? তুমি পারাবার—
হায় ! তুমি মহাবাতে,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
গর্জ্জিতেছ মহামন্দ্রে বিদারি' গগন,
ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন্ ?

৯

হায় রে, সসীম তুমি—তুমি পারাবার,
অসীম মানব মন,
করে যদি বিলোড়ন,
মানসিক ঝটিকায়, নাহি তব জ্ঞান,
কি ভীষণ দৃশ্য সেই নির্ব্বাত তুফান।

১০

কাঁদি' ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
নিবারহ, অম্বুনিধি !
দারুণ সংসার বিধি,
নাহি দিবে সেই শান্তি আমায় কখন,
একই ভরসা মনে নীরব রোদন।

১১

বাসুকি পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
ধরিয়াছ এক ধরা ;
তুচ্ছভার বসুন্ধরা,
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার ?
এক ক্ষুদ্র ধূলাসহ তুলনা ধরার ?

১২

কাতর এ তুচ্ছ ভারে দিলে না উত্তর ?
শত দন্তে চিরি' বুক,
একাধারে কত দুঃখ,—
চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি, ধরার কানন,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ, কর দরশন।

১৩

কিন্তু নাহি সহে আর, কি করি এখন ?
কত কাল স'ব বল,
হায়! এই তীব্রানল,
স্মৃতির সহস্র শিখা,—সংসার নির্দ্দয়,
কণ্টকিত, রক্তীকৃত, করিবে হৃদয়।

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঝটিকা-সংগ্রাম,
কত কাল স'ব আর,
হায়! এই গুরু ভার—
নীরাশ জীবনভার—কত কাল আর
বহিতে হইবে ?—দুঃখ অনন্ত, অপার!

১৫

বহি কা'র তরে, বল ? সে কি ? কা'র তরে ?
ওই আশা মৃদুস্বরে,
উত্তরি'ছে—"তা'র তরে,
যা'রে তুমি প্রেম প্রাণ করেছ অর্পণ,
প্রতিদানে প্রেম প্রাণ দিয়াছে যে জন।"

১৬

কিবা দান প্রতিদান ! কিবা বিনিময় !
হায়, এই ধরাতলে,
এই এক সুখ ফলে,
যে দিয়াছে, যে পেয়েছে, দুই পুণ্যবান ;
কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম !

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার ;
যা' দিয়েছি অতি ক্ষুদ্র ;
যা' পেয়েছি, সে সমুদ্র ;
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ, প্রেয়সি আমার,
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার !

১৮

তুমি যা'রে, প্রিয়তমে ! বলেছ তোমার,
তোমারে যে এ সংসারে,
আমার বলিতে পারে,
ধরাতলে সেই সুখী, সেই ভাগ্যবান্,
মানব-জীবন তা'র নন্দন-উদ্যান !

১৯

তবে কেন কি করিব ? আমি দীনহীন,
হায় রে অমূল্য নিধি,
দিয়েও দিল না বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাহি হ'বে দরশন ;
"কি করি, কি করি" তাই ভাবি অনুক্ষণ ?

২০

হায়! হেন রত্নহার পরিয়া গলায়,
না পারিনু সগরবে,
ধাঁধিতে বিস্মিত ভবে,
জগত করিতে আলো রূপের প্রভায়,
“কি করি, কি করি”—তাই ভাবি কি সদায়?

২১

শোভিবে না সেই রত্ন গলায় আমার,
নাহি চাহি দরশন,
নাহি চাহি পরশন,
একবার বল, প্রিয়ে! তুমি কি আমার,
ধরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর।

২২

কি করিব? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলধি হৃদয়ে, হায়!
স্থাপিয়াছে পূর্ণিমায়
নবোদিত পূর্ণশশী, সুচারু জ্যোৎস্নায়
বিভাসি' অনন্তব্যাপি-সিন্ধু নীলিমায়।

২৩

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া, জীবন মম
এই নীলসিন্ধু সম
ঝলসিব, সুখ দুঃখ তরঙ্গ নিচয়
সচঞ্চল, হ'বে তব প্রতিবিম্বময়।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে উর্ম্মি, হাসিবে, নাচিবে ;
সেই প্রতিবিম্ব-তলে,
অনন্ত আশার জলে;
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া,
আশাজলে দেহতরী দিব ভাসাইয়া।

শব-সাধন।

১

নিবেছে অনল ?—নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল,—নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলি'ছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ !

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ ;
দেহ চাপাইয়া হিমাদ্রির ভার,
যা'বে ভস্ম হ'য়ে তৃণের সমান।

দুঃখিনী কল্পনে! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ?
নয়নের জলে জান না, তাপিনি,
এ প্রচণ্ড শিখা হ'বে না বারণ।

৩

এই মহা-অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তা'র;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!
ভারত-হৃদয় করহ বিদার;
বেগবতী গঙ্গা, ভীম-প্রবাহিনী,
অন্তঃস্তল হ'তে উঠিবে হুঙ্কারি';
নিবা'বে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী;
যুড়া'বে ভারত অমৃত সঞ্চারি'!

৪

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা-মহাসুরা-পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন;
শ্মশান-অনল গর্জ্জি'ছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনি'ছে পবন।

৫

আর্য্য-বীর্য্য-ভস্ম মাখি' কলেবরে,
   স্মৃতি-মহামালা জপ অনিবার ;
"ত্রাহি মে ভৈরবি !"—ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
   সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
   ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন
   খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয় ?—আবার হৃদয় ভরিয়া,
   কর উদ্দীপনা-মহাসুরা পান ;
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
   কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান ;—
করাল-বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
   লেলিহান জীহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশান-বাসিনি,
   সৃক্ক-দ্বন্দ্ব গলদ্রুধির চর্চ্চিত।

৭

মহামেঘ প্রভা ! কর বরিষণ
   মহাবারিধারা জ্বলন্ত শ্মশানে ;
ফলুক আবার সাধনার ধন
   বীর রত্নরাশি এই আর্য্যস্থানে !

সদ্যচ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা ! দাও ফেলাইয়া ;
খরশাণ খড়্গে মলিন রুধির,
সদ্যরক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া !

৮

ঘোরারাবে, মাতা, ছাড়িয়া হুঙ্কার,
মহারৌদ্রী রূপে হও অধিষ্ঠান ;
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত-সন্তান !
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি' মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

অভয়, বরদ,—অধ-ঊর্দ্ধ-কর,
শোভি'ছে দক্ষিণে ভারতের তরে ;
দেহ, মা, অভয়, হায় ! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে।
প্রচণ্ড অনলে কতকাল, হায় !
জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ। তথাপি ধরায়
হতভাগ্য জাতি হ'ল না নিঃশেষ।

১০

অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কতকাল সবে ভারত দুঃখিনী?
মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অর্দ্ধমৃতা, অর্দ্ধদগ্ধা অভাগিনী!
তুমি, মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি' জীবন নিবুক শ্মশান,
কিম্বা চিতানল নিবাও সত্বর,
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান!

১১

অচল ধমনী—উঠুক উছলি',
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন;
স্থির রক্ত-স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবি!'-উঠুক গর্জ্জন।
ফলিয়াছে শব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা;
ভারত-শ্মশানে আজি আরবার;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা!

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে, শ্মশানে,
মহাবিষু দিনে, মহাশক্তি ওই
নাচি'ছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জি'ছে সাধক 'মাভৈর্মাভৈঃ'।

নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি, ভীমা দিগম্বরী !

১৩

বাজে জয় ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা, কভু ধরা-কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ নর-রক্তস্রাবে!
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড-মালা দুলি'ছে গলায়;
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায়।

১৪

ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজীহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি',
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

যাই।

যাই,—
ফাটিল হৃদয়, ফাটি' আগ্নেয় ভূধর,
হায় রে! হইল শেষে, হইল নির্গত
"যাই" কথা তীব্রানল; প্রাণের ভিতর
জ্বলিল নির্ব্বাণ-বহ্নি জনমের মত।

যাই,—
মেঘরূপী সেই কাল অদূরে দেখিয়া,
উঠিতাম সুখ-স্বপ্নে উভয়ে শিহরি',
মস্তক উপরে সেই জলদ আসিয়া,
প্রহারিল বজ্র, ওই "যাই" ধ্বনি করি'।

যাই,—
যেই ভুজঙ্গের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
হায় রে! হইতে, প্রিয়ে! কাতর এমন,
সেই কালসর্প—সেই তীব্র বিষধরে—
যুগল হৃদয়ে, হায়, করিল দংশন!

যাই,—
হায় রে, সুখের দিন, সুখের শর্ব্বরী
পশিল, প্রেয়সি! ওই স্মৃতির সাগরে,
অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা ওই ভয়ঙ্করী,
হইতেছে প্রজ্জ্বলিত পূরব অম্বরে।

যাই,—

প্রভাতিছে সুখ-নিশি, এ প্রভাতে আর
আনিবে না পুষ্পোদ্যানে তপস্বী তোমার।
প্রভাত-কিরণ-জালে হাসিবে আবার
পুষ্পবন, পুষ্পময়ী মূরতি তোমার।

যাই,—

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল কুসুম-উদ্যানে
দেখিবে না আর তুমি,—অতৃপ্ত নয়নে
নবীন স্তাবক তব চাহি' তব পানে,
সমুজ্জ্বল মুখ, তব রূপের কিরণে।

যাই,—

চুম্বিবে প্রভাতানিল উদ্যান কুসুম,
চুম্বিবে কুসুম-শ্রেষ্ঠ তোমার বদন ;
চুম্বিবে তোমার,—ছাড়ি' উদ্যান প্রসূন—
অনন্ত অমৃতপূর্ণ অধর, নয়ন।

যাই,—

কিন্তু সে প্রভাতানিলে করিবে না আর
আমায় হৃদয়ে সেই সুধা বরিষণ,
বহিত যে, হায়! মম আনন্দ অপার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবে করিবে বহন।

যাই,—

নদী-বক্ষ হ'তে যবে রূপের লহরী
ছড়া'য়ে যাইবে, প্রিয়ে! দেখিবে না আর
বসিয়া যুবক এক ধৈর্য্য পরিহরি'
নিরখিতে সদ্য স্নাত বদন তোমার।

যাই,—

বসি' কাছে তরু তলে, দেখিবে না আর
উন্মত্ত যুবক কেহ হাসিতে কাঁদিতে;
শুনিয়া মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি তোমার
অচল হৃদয় সুখ সাগরে ভাসিতে।

যাই,—

সেই সুখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,
থেকে থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর,
মদালস চারি চক্ষু স্থির সম্মিলন,
নয়নে নয়নে কথা,—সঙ্গীত সুন্দর।

যাই,—

অকৃত্রিম প্রণয়ের এই অভিনয়
ফুরাইল; ফুরাইল হায় রে! আমার
জীবনের এই অঙ্ক মাদকতাময়,
বিষাদ তরঙ্গ ওই সম্মুখে আবার।

যাই,—
বন হ'তে বনান্তরে,—জাহ্নবী-হৃদয়ে
চঞ্চল তরঙ্গে চল-গোলাপ মতন,
বেড়াইবে যবে, স্থির অনিমিষে, হায়!
ভ্রমিবে না নেত্র মম চুম্বিয়া চরণ।

যাই,—
সায়াহ্নে সরসী তীরে, অথবা কাননে,
দেখিবে না সেই যুবা বিহ্বল হৃদয়,
সন্ধ্যালোকে বন-শোভা না দেখি নয়নে,
দেখিতে তোমার মুখ চারু শোভাময়।

যাই,—
আসিবেক সন্ধ্যা, কিন্তু আসিবে না আর
সেই সুখ সন্ধ্যা মম। বহিবে সমীর,
কিন্তু সেই সন্ধ্যানিলে পা'বে না তোমার
সুরভি-নিশ্বাস মম ইন্দ্রিয় অধীর।

যাই,—
বসি' জ্যোৎস্নায় স্নাত রজত প্রাঙ্গণে,
জ্যোৎস্না-রূপিণী তুমি হাসিবে যখন,
জ্যোৎস্না-সাগরে, নাহি দেখিবে নয়নে,
হায় রে ছুটিবে যেই লহরী তখন।

যাই,—

হায় রে, নিশীথে সেই অবশ অন্তরে,
চুম্বন, রোদন, প্রতিরোদন, চুম্বন ;
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা, অস্ফুটিত স্বরে
প্রাণপূর্ণ সম্ভাষণ, প্রতিসম্ভাষণ।

যাই,—

হ'বে সব স্বপ্ন ; কিন্তু অধরে অধরে
যে মদিরা, প্রেমময়ি ! করিয়াছি পান,
তরল বিদ্যুৎ মত পশে'ছে অন্তরে,
শোণিতে শোণিতে তাহা র'বে বিদ্যমান।

যাই,—

পোহাই'ছে নিশি, যাই, বিদায় এখন ;
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝিতে না পারি ;
দুইটী জীবনে করি সন্ধ্যা সমাগম,
কি ফল তা'দের চক্ষে প্রভাত সঞ্চারি ?

যাই,—

আমার জীবন, প্রিয়ে, তমিস্রা রজনী,
তব দরশন তাহে জ্যোৎস্না-সঞ্চার,
অস্ত যায় সে জ্যোৎস্না, অয়ি প্রণয়িনি !
করিয়া জীবন মম চির অন্ধকার।

যাই,—

আর কেন, রাখি' বুকে কমল বদন,
কেন, অশ্রু তরলাগ্নি ঢালি'ছ হৃদয়ে?
শুনি'ছ কি হৃদয়ের ঝটিকা-গর্জ্জন?
শুন তবে, চক্ষে যাহা দেখিবার নহে।

যাই,—

ওই দেখ, পূর্ব্বাকাশে আলোক-লহরী
ছড়াই'ছে ঊষা ওই পোহায় যামিনী;
এরূপে কি হায়! মম বিষাদ-শর্ব্বরী
পোহাইবে আশাময়ী ঊষা সুহাসিনী।

যাই,—

এস বুকে,—আহা! তৃপ্তি হ'ল না আমার;
আন ছুরি, চিরি' বুক বুকের ভিতরে
রাখি ওই মুখখানি, প্রতিমা তাহার
তা' হ'লে মুদ্রিত চির হইবে অন্তরে।

যাই,—

প্রিয়তমে!—প্রেমময়ি!—জীবন আমার!
তোল মুখ,—চাও প্রিয়ে!—একবার চাই
একটী চুম্বন,—চিত্ত ভরিল আমার;
বিদায় জন্মের মত,—যাই তবে,—যাই।

ক্লিওপেট্রা।

বিধির অনন্ত লীলা!—অনন্ত সৃজন!
এক দিকে দেখ, উচ্চ ভীমাদ্রি-শিখর,
ভেদিয়া জীমূত-রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া,—
প্রকৃতি-গৌরব-ধ্বজা, অচল, অটল;
অন্য দিকে দেখ, নীল ফেণিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য!—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জ্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র-মালায়
প্রজ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হ'তে?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্বলিত রবে?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম;
কত কাল হ'তে তাহে ভাসিতেছে হায়!
অসংখ্য পৃথিবী-খণ্ড কে বলিতে পারে;
কে বলিবে কত কাল ভাসিবে এরূপে?
মধ্যে এক খণ্ড বারি!—এক তীরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নয়ন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিল্পে—চারু অলঙ্কৃতা!
অন্য তীরে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরু ভূমে ভয়ঙ্করা "আফ্রিকা" ভীষণ!

বিধির অনন্ত লীলা! কে বলিবে হায়!
এই দুই রাজ্য এক শিল্পীর সৃজন!
'লজ্জিতা প্রকৃতি বুঝি তাই রোষ-ভরে,
হতভাগ্য "আফ্রিকায়" করিতে মগন
অনন্ত জলধি-জলে, দুই মহা শাখা
করিলা প্রেরণ দুই সূচী-রন্ধ্র পথে—
উত্তরে "ভূমধ্য,"—পূর্ব্বে "রক্তিম-সাগর"।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভয়ে পড়িল কাঁদিয়া
"এসিয়া"-চরণ-তলে; ভারত-গর্ব্বিণী
দিলেন অভয়, রাখি স্কন্ধের উপরে
চরণ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি; অশক্ত বারীশ
বলে টলাইতে তারে! সেই দিন হ'তে,
পুণ্যবতী "এসিয়ার" শুভ পরশনে,
মরু-ভূমি-মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হইল সৃজন।
মিশর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দৃশ্য মনোহর!
বিশাল অরণ্য যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর;
আপনি সাগর গড়; প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত-বিস্ময়
"টলেমির" চির-কীর্ত্তি-স্তম্ভ (১) সারি সারি।
অদূরে আলোক-স্তম্ভ (২)—আকাশ-প্রদীপ!

(১) Pyramid of Egypt, মিশর দেশের "পিরামিড" স্তম্ভ।
(২) Light-house of Sesostris, সেসট্রিস্ দ্বীপের বাতি-ঘর।

জ্বলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত;—
নিশান্ধ নাবিকগণ-নয়ন-রঞ্জন!
শিল্পীর গরব ভাবি প্রকৃতি মানিনী,
আগে দিলা "নীল" নদী (৩) নীল মণি-হার,—
তরল আভায় পূর্ণ! ভুবন-বিজয়ী
"মেকিডন"-অধিপতি গ্রন্থি-স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন। (৪)
রাজধানী-রাজ-হর্ম্ম্যে বসিয়া নিরবে,
বিরস বদনে আজি টলেমি-দুহিতা
ক্লিওপেট্রা;—মরি! চিত্র বিশ্ববিমোহিনী!
ধরা-ব্যাপী "রোম" রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর; যেরূপ-শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায়!
বীরপণা ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে! করে, অস্ত্রে বাহাদের
সমগ্র পৃথিবী-ভার ছিল সমর্পিত!—
সিজার, এণ্টনি,—এই নামযুগলের
সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমতুল!—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়

(৩) River Nile, নীল নদী—আফ্রিকা দেশের নাইল কিম্বা নীল নদী।

(৪) Alexandria, মেকিডন-অধিপতি বিখ্যাত এলেক-জাণ্ডার-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত রাজধানী।

পড়িয়া পতঙ্গ-প্রায় হ'লো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সেরূপ কেমন ?
মিশর-বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এই রূপ-বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য-সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপরাশি ?—রূপ অনুপম ভবে ?
কল্পনা-অতীত রূপ, নহে চিত্রনীয় !
বিষাদ-আঁধারে এই রূপ-কহিনুর
জ্বলিতেছে ; ভাসিতেছে সুখতারা-সম
বিষাদ-আকাশ-গায়ে যুগল-নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—মুক্তানিভ !—
আছে দাঁড়াইয়া দুই নয়ন-কোণায় ;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা ! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে ; হেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'তে
কে চাহে কখন ? যেই নয়নের জ্যোতিঃ
কামান-অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছাসিয়া হৃদয়ের বিলাস-লহরী,
ভাসাইল তাহে রোম-হেন রাজ্য-লিপ্সা,—
সসাগরা পৃথিবীর রাজ-সিংহাসন !
আজি সেই নেত্র আহা ! সজল এমন !
বিষাদ-লহরী, পূর্ণ-বদন-চন্দ্রিমা,

রত্ন-রাজাসন পৃষ্ঠে ফেলেছে ঠেলিয়া ;
অপমানে কেশরাশি বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথায় ;—
"রোমেশ"-হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয়!
রক্ষিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর—
হায়! যেই রমণীর কর-সঞ্চালনে
বীরগণ-হৃদয়ও হইত চঞ্চল,
প্রণয়-তাড়িত-ক্ষেপে ;—ইঙ্গিতে যাহার
চলিত পুত্তল-প্রায় ধরার ঈশ্বর,—
আজি সেই কর আহা ! অবশ, অচল !
পাষাণ হৃদয়োপরে, পাষাণের প্রায়
রয়েছে পড়িয়া ; বুঝি হৃদয়-পিঞ্জর
ভাঙ্গি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতে,
সেই হেতু হায় ! এই যুগল পাষাণ,
রেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয়-কবাট।
দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
অপলক, অচঞ্চল ! চাহি ঊর্দ্ধ পানে ;
কৃষ্ণ রেখান্বিত দুই কমলের দলে,
হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ !
মরি ! কি বিষাদ মূর্ত্তি !

সম্মুখে বামার,

রতন-খচিত শ্বেত প্রস্তরের মঞ্চে,
শোভিছে আহার্য্যচয় ; বহু-মূল্য পাত্রে
শোভিছে মিশর-জাত সুরা নিরমল।
উপরে জ্বলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে ;
বিমল স্ফটিক-দীপ শাখায় শাখায়
জ্বলিতেছে, চারু চিত্র-খচিত দেয়ালে।
অনন্ত-আনন্দময়ী, আমোদ-রূপিণী
ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর, এই সেই কক্ষ
মনোহর !—অনঙ্গের চির-বাস ! রতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী !—যেই কক্ষ-আনন্দের
ধ্বনি, অতিক্রমি সিন্ধু, প্রবেশিয়া রোমে
"সেনেট"-মন্দিরে(৫) হ'তো প্রতিধ্বনিময় !
গণিত রোমেশ(৬) কেহ রোমে নিশি জাগি
লহরী যাহার ! সেই আনন্দ-ভবনে
আজি কেন দেখি সব নীরব, অচল !
অচল আলোকরাশি ; দেখায় দেয়ালে
অচল মানব-চিত্র ; অচলিত ভাবে
পড়ে আছে যন্ত্রচয় যন্ত্রী-অনাদরে।
অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে

(৫) Senate, সেনেট—রোমের সভামন্দির।

(৬) Augustus Cæsar, অগস্তাস সিজার—যিনি রোম-রাজ্যের পরে সম্রাট হইয়াছিলেন।

আন্দোলিত হ'য়ে পাছে মধুর "গিটার"(৭)
বামার বিষাদ-স্বপ্ন করে অপনীত।
অচল বামার মূর্ত্তি ; অচল হৃদয়ে
অচল যুগল-কর ; অচল জীবন-
স্রোত ; চিত্রার্পিত-প্রায়, দাঁড়াইয়া পাশে
অচল সখীর শোকে, সহচরীদ্বয়।
কেবল বামার সেই অচল হৃদয়ে,
সবেগে বহিতেছিল ঝটিকা তুমুল !
"ওলো চারমিয়ন !"(৮) চমকিল সখীদ্বয়
বামার বিকৃত কণ্ঠে, হ'লো রোমাঞ্চিত
কলেবর ; যেন এই তমসা নিশীথে
শ্মশান হইতে স্বর হইল নির্গত।
"ওলো সহচরি ! এই হৃদয়-মন্দিরে
অভিনেতা ছিল যেই প্রণয় দুর্লভ,
অন্তর্হিত হ'লো যদি, তবে কেন আর
এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত ?
শূন্য আজি রঙ্গভূমি! যৌবন-পরশে
উঠিল প্রথমে যবে প্রেম-আবরণ,
দেখিলাম রঙ্গভূমি-নায়ক এণ্টনি !
জীবন-সঙ্গীত-স্রোতে খুলিল নাটক,—
ক্লিওপেট্রা-জীবনের চারু অভিনয়।

---

(৭) Guitar, গিটার—যন্ত্র বিশেষ।

(৮) Charmain, one of the two maid-attendants, জনৈক সহচরীর নাম।

"সুখদ প্রথম অঙ্কে,—ওলো চারমিয়ন!
আছে কি লো মনে? অনন্ত বালুকাময়ী
প্রাচী মরুভূমি—পন্থাহীন, বারিহীন,
পদতলে প্রজ্বলিত বালুকা-অনল;
তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে; শিরে উল্কা রাশি রাশি,
শত্রু-শস্ত্র-বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ;
তবু অতিক্রমি হেন দুস্তর প্রান্তর
বীরভার, উড়াইয়া ইন্দ্রজালে যেন,
শত্রু-সৈন্যচয়, শুষ্ক পত্ররাশি যেন
ভীম প্রভঞ্জনে হায়! প্রবেশিল যবে
দিগ্বিজয়ী রোম-সৈন্য মিশর নগরে?
লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
পশে গজযূথ যথা কমল-কাননে!
বিজয়ী বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর-প্রবেশ
নিরখিতে, বসেছিনু অলিন্দে বিষাদে,
চিত্ত কৌতূহলময়! পদতলে মম
প্লাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
প্রবাহিত; দেখিলাম,—আর নাহি সখি!
ফিরিল নয়ন মম; ডুবিল মানস
সেই প্রবাহ-ভিতরে। (৯)

যোড়শ বর্ষীয়া

(৯) যখন মিশরের পূর্ব্বারণ্য অতিক্রম করিয়া প্রথম বার এণ্টনি রোম-সেনার অধিনায়ক হইয়া মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ক্লিওপেটার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছিলেন।

সেই বালিকা-হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
প্রবেশিল, অভিনব ; হেন ভাব সখি !
কি পূর্ব্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌবনে,
আর ত কখন করি নাই অনুভব।
সেই যে প্রথম আহা ! সেই হ'লো শেষ !
চিত্ত-মুগ্ধকরী ভাব ! চিত্ত-উন্মাদিনী।
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় মোহিল।
কোথায় রোমীয় সৈন্য, কোথায় মিশর,
কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল ?
অদৃশ্য হইল সব নয়নে আমার।
কেবল একটী মূর্ত্তি—বীরত্ব যাহার
মিশি সরলতা, দয়া, দাক্ষিণ্যের সনে,—
আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিকা শীতলে !—
ভাসমান ছিল, শ্বেত প্রশস্ত ললাটে ;
প্রজ্বলিত নেত্রদ্বয়ে ; চির বিরাজিত
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে ; ক্ষরিত প্রত্যেক
বীর—পদ-সঞ্চালনে ;—হেন মূর্ত্তি সখি !
লুকাইয়া অনুপম বীরত্বে তাহার,
সৈন্যের প্রবাহ—যথা মহীরুহচয়,
লুকায় চন্দ্রমাচল(১০) আপন গহ্বরে !—
ভাসিল নয়নে মম, ব্যাপিয়া হৃদয়,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন।

---

(১০) Mountain of the Moon, আফ্রিকা দেশের চন্দ্র-পর্ব্বত।

সেই মূর্ত্তি, সখি, মম বীরেশ এণ্টনি।
চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
প্রথম প্রণয়াবেশে—স্বরগ, ভূতলে!—
সেই মূর্ত্তি, প্রিয় সখি! হইল অন্তর
সুদূর সুন্দর রোমে, কিছু দিন-তরে।
স্থির জলধির জল করিয়া চঞ্চল,
দ্বিতীয়ার চন্দ্র সখি! গেল অস্তাচলে!

"খুলিল দ্বিতীয় অঙ্ক। জনক আমার—
পিতৃনিন্দা, দেবগণ! ক্ষমিও আমারে!—
অস্ত্রধারী টলেমির বংশে বংশী-ধর(১১)
কুলাঙ্গার! বিসর্জ্জিয়া স্বাধীন মিশরে
রোম-রূপী শার্দ্দূলের বিশাল কবলে;
পতিহন্তা, পাপীয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতার

(১১) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশীবাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্রজার বিরাগ-ভাজন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে মিশরের রাজ্ঞী করে। টলেমি রোমের সাহায্যে তাঁহার কন্যাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—এই সময়ে এণ্টনি রোমান সৈন্যের এক জন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে বধ করেন—এই পাপীয়সীও তাহার প্রথম স্বামীকে ইতিপূর্ব্বে বধ করিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু-সময়ে মিশর দেশের রীতি-মতে উইলদ্বারা ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার একটী ১০ম বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণয়-বদ্ধ এবং এক জন ক্লীব দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক করিয়া যান।

তপ্ত শোণিতাক্ত, ভ্রষ্ট সিংহাসনে সুখে
আরোহিয়া,—বিধাতার কেমন বিধান।
পতিহন্তা দুহিতার কন্যা-হন্তা পিতা!
অবশেষে, হায়! দুঃখ বলিব কেমনে!
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠে আমার,
করি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ;—
সেই খানে ক্লিওপেট্রা-জীবন-উদ্যানে,
যেই বীজ, প্রিয় সখি! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল স্বজনি!
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি!
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায়; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু-অস্ত্র করিয়া সৃজন;
ডুবায়ে মিশরে; আহা! ডুবিয়ে আপনি;
ডুবায়ে "টলেমি"-বংশ; জনক আমার
সম্বরিলা নরলীলা, নব দম্পতীরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রী-করে,
দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে।
"না হ'তে পিতার শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হ'তে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্ব্বারণ্যে! হা অদৃষ্ট! রাজার উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুসুম, পড়িল নিদাঘে
মরুভূমে।—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায়!
কিন্তু নারী-প্রতিহিংসা, প্রচণ্ড, অনল,

শীতলিল মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-কিরণ।
সহসা মিলিল সৈন্য। সেনাপত্নী আমি
সাজিনু সমর-সাজে। কবরীর স্থলে
বাঁধিলাম শিরস্ত্রাণ, উরস্ত্রাণ উচ্চ
কুচযুগোপরে। যেই কর কমনীয়
কুসুম-দামের ভরে হইত ব্যথিত,
লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবার;
পশিলাম এই বেশে মিশর-ভিতরে,
ক্লীব-রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত,
কিম্বা বীরাঙ্গণা-রক্তে রঞ্জিতে মিশরে।
হেন কালে রোম-রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোড়ি,
ভীষণ তরঙ্গদ্বয় (১২) সিন্ধু অতিক্রমি,
পড়িল জীমূত-মন্দ্রে মিশরের তীরে;
কাঁপিল মিশর সেই ভীষণ আঘাতে।
রণোন্মত্ত অসিদ্বয় (১৩) পড়িল খসিয়া।
এক উর্ম্মি হ'লো লয় সমুদ্র-সৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংহাসনোপরে!

(১২) ফার্শেলিয়ার যুদ্ধের পর পম্পি সিজারের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মিশরে উপস্থিত হইলে, মিশরবাসীরা সমুদ্র-তীরে তাঁহার শিরচ্ছেদ করিয়া সিজারকে উপঢৌকন দেয়; সিজার মিশরের আন্তরিক বিগ্রহ-নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

(১৩) ক্লিওপেট্রার এক অসি, এবং তাহার শত্রু পক্ষের দ্বিতীয় অসি।

"সিজার মিশরে!—দূরে গেল রণ-সজ্জা।
নব "ফার্শেলিয়া," "পম্পি," বিজয়ী সিজার,
মিশরের সিংহাসনে! খুলিলাম সখি!
রণবেশ, দীনাবেশে রোমেশ-চরণে
পড়িলাম,—সে কুহক আছে কি হে মনে? (১৪)
ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীরুহ, হায়! নিরাশ্রয়া লতা!
"সে ঐন্দ্রজালিক, সখি! কর-সঞ্চালনে,
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্ষিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহ-ভরে। প্রিয় সখি! হায়!
জীবনে প্রথম এই,—এই মরুভূমে—
স্নেহ-সুশীতল বারি হ'লো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার; নিষ্ঠুরা ভগিনী;
শিশু সহোদর ভর্ত্তা; মন্ত্রী নরাধম;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহ যে কি ধন?
পূরাইল আশা, যুড়াইল প্রাণ; সখি!—
বসিলাম সিংহাসনে। বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিম্বা অগ্নি-গিরি-উদ্গীরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকার, ঘূরিল মস্তক,

(১৪) ক্লিওপেট্রার জনৈক অনুচর তাঁহাকে বসনরাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তাঁহাকে গুপ্তভাবে সিজারের সমীপে লইয়া যায়।

পড়িতে ছিলাম সখি ! মূর্চ্ছিত হইয়া
অকুল সাগরে। কি যে বীরপণা, সখি !
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি। শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মূর্চ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্ত্তা শত্রুদল-সহ,
অনন্ত-জীবন-জলে ; বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা ?—সিজারের হৃদয়-আসনে !
কৃতজ্ঞতা-রসে, সখি, ভরিল হৃদয়।
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয়-দাতায়,
করিলাম, সহচরি, আত্ম-সমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জান সমুদয়—
সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হ'লো লয় !
একে প্রাণদাতা, তাহে পৃথিবী-ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভুবন-বিজয়ী,
এত প্রলোভন !—সখি ! পড়িলাম আমি,
অজগর-আকর্ষণে, সরলা হরিণী।
"হেন কালে চারিদিকে সমর-অনল
জ্বলিল ; সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল-শিখা। বৈশ্বানর রূপে
ঝাঁপ দিল সখি ! সেই বহ্নির ভিতরে।
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত-প্রবাহে

সে অনল! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দী যার রাজ্যের ভিতরে,
এই ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা কি করিবে তারে?
বিজয়-পতাকা তুলি; ভীম সিংহনাদে
কাঁপায়ে ভূধর-শ্রেণী সুদূর উত্তরে;
ডুবায়ে জলধি-মন্দ্র অদূর দক্ষিণে;
ছড়ায়ে গৌরব-ছটা দিগ্ দিগন্তরে;
ঢালিয়া আনন্দ-স্রোত অজস্র ধারায়
রাজপথে; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দীগ্বিজয়ী বীরবর রোম-রাজধানী।
সতী সহধর্ম্মিণীর স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট-গৃহে,—হায়! জাল-মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ ক্ষিপ্ত কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত্ত!—'তোমরা কেহে? তোমরা দুজন? (১৫)
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে? চৌষট্টি রৌরব
যেন ভাবিতেছ মনে? কণ্টক-স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি?
সরে যাও'।—বীরবর সেনেট-মন্দিরে
প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংহাসনে।
'বিশ্বজয়ী মহারাজা সিজারের জয়!'
আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বায়।

---

(১৫) ব্রুটস্ এবং কেশিরাস্।

আনন্দে রোমান-বাদ্য করিল সঞ্চার
নর-রক্তে সেই ধ্বনি, পূরিল গগন
সেই জয় জয় রবে ; নামিতে লাগিল
রোম-ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট (১৬)
সিজারের শিরোপরে, এণ্টনির করে।
ফুরাল ;—কি ? সিজারের রাজ্য-অভিষেক ?
কেন আনন্দের ধ্বনি থামিল হটাৎ ?
নীরবিল যন্ত্রীদল ? কেন অকস্মাৎ
এই হাহাকার ? সখি দেখিনু সম্মুখে ;
কি দেখিনু ? ইহ জন্মে ভুলিব না আর।
ভূপতিত, হা অদৃষ্ট ! বীরেন্দ্র সিজার !
কোথায় মুকুট সখি ! বক্ষে তরবার !"
কণ্টকিল রমণীর কম কলেবর ;
বিস্ফারিল নেত্রদ্বয় ; সহিল না আর
অবলা-হৃদয়, মূর্চ্ছা হইল রমণী।
সুগন্ধ তুষার-বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরীদ্বয়
বরষিল ; কিছুক্ষণ পরে রূপসীর

---

(১৬) রোম-রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে রাজতন্ত্র শাসন ছিল না, সুতরাং রাজাও কেহ ছিল না। সিজারই প্রথম রাজ-উপাধি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করেন ; এই কারণে কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের দিবস বধ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস্ প্রধান ছিলেন।

অচল হৃদয়-যন্ত্র, জীবন-পবন-
স্পর্শে চলিল আবার ; খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানিল কোমল পরশে,
উন্মিলিল যেন ধীরে কমলের দল।
অর্দ্ধ-উন্মিলিত নেত্র, এক দৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিল এক চারু চিত্র-পানে,
বলিতে লাগিল বামা—"ওই, সহচরি!
ওই যে দেখিছ চিত্র,—নিসর্গ-দর্পণ!—
অপূর্ব্ব অঙ্কিত! ওই দেখ ওই,
'চিদনস'-স্রোতে ওই প্রমোদ-তরণী, (১৭)
ভাসিতেছে, নাচিতেছে, বারিবিহারিণী।
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে পশ্চিম-তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী-পুরোভাগে ;
চন্দ্রক কলাপরাশি—নয়ন-রঞ্জন!—
চারু চন্দ্রাতপ রূপে শোভিছে পশ্চাতে।
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী ;
নাচে স্বর্ণ বর্ণ, বদ্ধ কুসুম-মালায়
কুসুম কোমল করে। বসন্ত রঙ্গের

(১৭) চিদনস নামক নদ——এসিয়া-মাইনরে, এণ্টনির আজ্ঞা মতে ক্লিওপেট্রা তাঁহার সঙ্গে 'টারসাসে' এই রূপ এক তরণী আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন।

নাচিতেছে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে-মোহিত-মৃদু অনিল-চুম্বনে।
তরণীর মধ্যদেশে, সুবর্ণ-খচিত
চন্দ্রাতপ-তলে, স্বর্ণ-কমল আসনে,
বারুণী-রূপিণী, ওই তরণী-ঈশ্বরী ;—
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!
দুই পাশে সুকুমার কিঙ্কর-নিচয়
দাঁড়ায়ে মন্মথবেশে, সস্মিত বদন,
ব্যজনিছে ধীরে ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনিলে কই যুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,
কাম লালসায় উষ্ণ কপোল যুগল!
সম্মুখে অঙ্গনাগণ, অনঙ্গ-মোহিনী,
কোমল মদনোন্মাদ সঙ্গীত তরল
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে ; তালে তালে তার
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে ;
তরণী সুন্দরী, ভুজ-মৃণালেতে যেন,
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ 'চিদনসে!'
সে সুখ-পরশে নাচি স্রোত হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে তরণী পশ্চাতে।
নাচিছে তরণী ;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি! দেখ চিত্রকর
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে নাচিতে

চুম্বিয়া সরিৎ-বক্ষ, কহি কাণে কাণে
অস্ফুট প্রণয়-কথা তর তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই, মৃদুল মৃদুল
সৌরভে করিয়া, মরি ! ইন্দ্রিয় অবশ !
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি একাকী এণ্টনি,
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি ! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যেরূপ-সুধাংশু-অংশু করিতেছে পান
কে ওই রমণী,—সর্ব্বদর্শক-দর্শন ?
ক্লিওপেট্রা ? আমি ? না, না, সখি ! অসম্ভব !
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি।
আমি যদি ক্লিওপেট্রা, তরী-বিহারিণী
ওই চিত্র, নহে সখি ! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি-রাশি, এ মুখে বিষাদ ;
সে হৃদয়ে সুখ, সখি ! এ হৃদয়ে শোক।
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয়-সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায় ! নিরাশ-সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি !
শোভিতেছে মরি ! যেন শারদ-কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম-বন, আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপুঃ মম ; কিন্তু সহচরি !

সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর !
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ হীরক খচিত,
নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া !
সে দিন প্রেমের শুক্ল-দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায় ! নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী !”
নীরবিল ধীরে বামা ; মধুর বাঁশরী
গাইয়া বিষাদ-তান, নীরবে যেমতি।
স্থির-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহি শূন্য-পানে,
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা ;—
“চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনি, সখি ! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত-চোরে, যুবতী-যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হ’তেছিল বেগে,
ততই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কুচিত,—নির্ঝরিণী-মুখে যথা নদ
‘চিদনস’। হায় ! সখি, ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম-সিংহাসন,
কিম্বা রোম-কারাগার ! দেখিতে দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা-স্রোত প্রণয়-নির্ঝরে
পাইলাম, কিন্তু সখি ! সেই সম্মিলনে
উথলিল যেই ঢল প্রেম-প্রস্রবণে—
হৃদয়-প্লাবিনী ! সেই সলিল-প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল শীল, লজ্জা, ভয় ;

ভেসে গেল সেই বেগে ভূত, ভবিষ্যত,
বর্ত্তমান উভয়ের ; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজ-সিংহাসন ;
ভেসে গেল সেই স্রোতে সপত্নী 'সিল্‌ভিয়া'।(১৮)
ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয়-প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন-প্রবাহ
সখি ! মিশিল সাগরে। স্বজনি ! তখন
সকলি অনন্ত ! হায়, অনন্ত প্রেমের
অনন্ত লহরী-লীলা ! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে, নয়নে !
অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ যুগল-হৃদয়ে !
ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, রাজ্য, ধন,
প্রেমিক-জীবন, হায় ! অনন্ত সকল !
যে কাম-সরসী, সখি ! করিনু নির্ম্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয়-পিপাসা ;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার !
ঢালিয়া দিলাম তাহে জীবন যৌবন
মম, ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের
প্রায়,—মদন-বিহ্বল ! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর ;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে,

(১৮) এন্টনির প্রথমা পত্নী।

সখা মদমত্ত করী ; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি ;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা কাম-সরসীর !
এই রূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিজলি-ঝলকে,—
অনঙ্গ-বিলাসে, সুরা, সঙ্গীত-বিহ্বল !
"এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি,
মদালসে ! শ্লথ দেহ, নিশি-জাগরণে,
অবশ পড়িয়া আছে কোমল 'ছোফায়' ।
কখন পড়িতেছিনু ; কভু অন্য মনে
গাইতে ছিলাম গীত গুণ গুণ স্বরে,—
প্রেমময়,—নব রাগে, নব অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকুল দেয়ালের দীর্ঘ আরসীতে ।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, কভু চারমিয়ন্ !
মধুরে বাজিতে ছিল আনন্দ-সঙ্গীত ;
আবার অজ্ঞাতে সখি ! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙ্গিতে ছিল সে লয় মধুর ।
কখন হাসিতেছিনু, না জানি কারণ ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হটাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে ।
একটী মানব-ছায়া এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি ! কক্ষ-গালিচায় ?

পলকে ফিরাতে নেত্র দেখিলাম চক্ষে
প্রাণেশ আমার ! কিন্তু সেই মূর্ত্তি ! যেই
মূর্ত্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাশিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে ;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল করিতে অধরে ;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ(১৯) চারু ফণিনী আমার ?'
সেই মূর্ত্তি আজি দেখি গাম্ভীর্য্য-আধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা ! এই
দুঃসময় ঘেরিতেছে জলধররূপে,
চারি দিগে এণ্টনির অদৃষ্ট-আকাশ।
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,
হইবে অসাধ্য পরে। রোম হ'তে আজি
কুসম্বাদ ; আন্তরিক-বিগ্রহ-কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ ! কৃপাণ-জিহ্বায়
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস-জীবন।
প্রেয়সি ! বিদায় তবে কিছু দিন-তরে
দেও যাই, কটাক্ষে সে কৃপাণ সকল
ছিন্ন শস্যরাশিমত, আসি শোয়াইয়া।
আসি ডুবাইয়া নেত্র-নিমেষে 'পম্পির'
জলযুদ্ধ-সাধ ; সেই সমুদ্রের জলে ;—

(১৯) নীলজ—নীলনদীজাত।

পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্ত্ররে ! (২০)
দেও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জ্বলে থাকে যদি তব রমণী-হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে 'ফুল্‌ভিয়া' আমার—'
মরেছে !—
'ফুল্‌ভিয়া'।
কি ? মরেছে 'ফুল্‌ভিয়া' !
'হাঁ, মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ
যেই নালে, সেই নালে 'মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।
এ সম্বাদে, চারমিয়ন্ ! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তাহার নাথ পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে !
ইতালির রণজয় করেছে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার,
কল্যাণি ! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি ! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে ;

(২০) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পম্পির পিতা সমুদ্রতীরে মিশর-বাসীদের দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা',—
ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তের প্রায় সখি ! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ ! নাহি চাহি আমি
রাজ্যধন ; মুহূর্ত্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিম্বা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার !
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ তোমার
প্রণয়-রাজ্যের রাণী যেই সুভাগিনী'।
কত কাঁদিলাম, সখি ! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল !
রণোন্মত্ত কেশরীরে, কেমনে স্বজনি !
রমণী-বীতংস বল, রাখিবে বাঁধিয়া ?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুম্বন
বিদ্যুতের মত,—সখি ! নাহি জানি আর"।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখী,—
হায় ! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত,—আরম্ভিল,—"পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন্ ! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে, রবি শশী তারা।
ধরাতল মরুভূমি ; নাহি তাহে আর

সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দ-বহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল, স্বজনি!
"দেখিলাম কি আকাশ, কিবা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ! সুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিম্বা ভাবিতে,—এণ্টনি! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে, এণ্টনি কেবল!
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—
এণ্টনি সকল! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা-
কণা একটী এণ্টনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গণিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ-সম কাল বিষধর,
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হ'তো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমায় যেন অনন্ত ফণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে। রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেলা রোমে।
হাসি মুখে শশধর ভাসিলে গগনে,
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,

প্রণয়-পীযূষে হায় ! যুড়াতে আমায়।
অস্ত গেল নিশানাথ প্রাণনাথ গেলা
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।
"এই রূপে সখি !
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিম্বা মাস, দিন,
নাহি জানি। এক দিন তাপিত হৃদয়
যুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল 'কৌচ'-অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত-মুখে, নব পরিণয়
এণ্টনির, নারী-রত্ন 'অগস্তার'(২১) সনে
শুনিয়াছিলাম ;—তরুভ্রষ্ট হায় ! যেই
বিশুষ্ক বল্লরী, কেন রে দারুণ বিধি !
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে ?
শুয়েছি ; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু রঙ্গ-ভূমি !
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল
নীরবে, অচল ভাবে করিছে দর্শন

(২১) 'অগস্তা'—এণ্টনির দ্বিতীয়া পত্নী। এণ্টনি মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাইয়া 'অগস্তাস সিজারের' সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবার উদ্দেশে তাঁহার ভগ্নী 'অগস্তাকে' বিবাহ করিয়াছিলেন।

সেই সুশীতল রূপ। কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে ; অভিমানে নিবিতেছে কেহ ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূত-বৃন্দ উন্মত্তের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেই রূপ ; উথলিছে সিন্ধু ;
রূপে মুগ্ধ—অধিক কি—ঘূরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি ! দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের ! সময়ের তামস-গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র সকল ;
নক্ষত্র মানবচয় ; আমি শশধর,
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এণ্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুনঃ এই চন্দ্রালোকে,
নব প্রণয়িনী-পাশে, নব অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলিছে কি ক্লিওপেট্রা ? ভাবিছে কি মনে—
'কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার'—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ? কিম্বা অগস্তার
নবীন প্রণয়-রাজ্যে এবে এণ্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয় ?

করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্ব্বাসিত ?
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চার্মিয়ন্ !
জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী-হৃদয়ে ; যেন বিশুষ্ক কাননে
অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণী-হৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তি-চয়
হ'লো খড়্গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে।
সুষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে !
'কি ? মিশরের ঈশ্বরী ! টলেমি-দুহিতা !
ক্লিওপেট্রা আমি ! রূপে বিশ্ব-বিমোহিনী !
যে রূপের তেজে সেই ভুবন-বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া !
সামান্য গুঞ্জিকা তার, সে রূপ-রতন
এণ্টনি ঠেলিল পায়ে ?' তীরের মতন
বসিনু শয্যায় ; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিতে যেন, পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন

বহিল শীতল 'নীল'-নীরজ অনিল।
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্দ্ধ নিদ্রা, অর্দ্ধ মূর্চ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।
দেখিনু স্বপন, সখি! কি যে দেখিলাম,
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
দেখিনু শার্দ্দূল এক,—ভীষণ-আকৃতি!—
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ! 'ত্রাহি ত্রাহি'—বলি আমি
চাহিনু আকাশ-পানে। দেখিলাম সখি!
অপূর্ব্ব তপন এবে উদিল গগনে
উজ্জ্বলিয়া দশ দিশ্। করে আকর্ষিয়া
সেই মার্ত্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে,
সখি! আমি শোভিলাম শশধর-রূপে
বামে সখিতার। হায় এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয়হীনা আমি অভাগিনী
পড়িতেছিলাম বেগে, অর্দ্ধ পথে সখি!
বীর-সূর্য্য অন্য জন, হৃদয় পাতিয়া,
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া,
পরাইনু প্রেম-হার গলায় তাহার।
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
সে হার-পরশে বীর হৃদয় তাহার,—
ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণরঙ্গে মাতি;—

হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমারী !
পিধান হইতে অসি পড়িল খসিয়া,
(অরাতি মস্তকে ভিন্ন, নামে নাহি যাহা,)
কুসুম শয্যায়। শেষে মাথার মুকুট,
পড়িল খসিয়া ঐ ভূমধ্য-সাগরে,
অস্তগামী রবি যেন ! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,—যেন প্রচণ্ড শিলায়
স্ফটিকের দণ্ড, কিম্বা মত্ত গজদন্ত,
হায় রে ! যেমতি চন্দ্র-পর্ব্বত-প্রস্তরে,—
মম প্রেমহার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি পশিল আমূল !
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ,
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন,
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ !'—
'প্রিয়ে এই চরণে তোমার !'—
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর।
ভাঙ্গিল স্বপন সখি ফুটিল চুম্বন,
বিশুষ্ক অধরে মম। মেলিয়া নয়ন,
দেখিলাম প্রাণনাথ হৃদয়ে আমার !
অভিমানে বলিলাম,—সে 'কি নাথ, ছাড়ি

রোমরাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি ? কিম্বা এ আপনি নন,
'এই ছায়া আপনার আসিয়াছে বুঝি,
বিরহ-আতপ-তাপে যুড়াতে আমায়।'
'নিমজ্জিত হ'ক রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য, প্রণয়িনী সহ। এই রাজ্য মম',—
বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার।
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা; ইহ জীবনের
সুখ এই',—পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ, মরণ!'
"দূরে গেল অভিমান, রমণীর প্রেম-
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম, 'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য তব ? অনন্ত জলধি-
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া-সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের ?
প্রণয়-বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী'।
"মৈশরী-হৃদয়াকাশে প্রণয়ের শশী
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার

ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ জোয়ার।
কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা-পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি এক তানে,—
'পূরব রাজ্যের রাণী, মিশর ঈশ্বরী!'—
গাইল আনন্দস্বরে। সেই ধ্বনি রোমে
জাগাইল সুপ্ত সিংহ কনিষ্ঠ সিজার (২২)
কুক্ষণে। কুগ্রহ সখি! হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জ্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি! ছুটিল হর্য্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণব পোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য-সাগর,
সহোদরা-অপমান প্রতিবিধানিতে। (২৩)
নির্ভয় হৃদয়ে সখি! সাজিল এণ্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিয়া আমারে নাথ! হাসিয়া হাসিয়া—
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখ মুহূর্ত্তেকে
বালকের ক্রীড়া-সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য্য মানিল না মনে; ভাবিলাম যদি

---

(২২) কনিষ্ঠ সিজার—অগষ্টাস্ সিজার।

(২৩) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এণ্টনির দ্বিতীয়া পত্নী অগষ্টাস্ সিজারের সহোদরা ছিলেন।

পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
ল'য়ে যায় এ কৌশলে। বলিলাম—'নাথ!
বহুদিন-সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব-আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ,
তুমি যদি না পূরাবে কি পূরাবে আর
বীরেন্দ্র!' হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথি এণ্টনি!'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমায়, সজনি সুখে! সাজাইতে, হায়!
কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে? অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিয়া
স্ফুট নলিনীর, অলির যে সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে? আমি আপনি স্বজনি!
বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ; নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু কুসুমের হার,
বলিলা—'কি কাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার?
বিনা রণে, এই অস্ত্রে জিনিবে সংসার'।
"অসংখ্য অর্ণবযান, সৈন্য, অস্ত্র, ভরে
প্রায় নিমজ্জিত কায়; বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে;

বিক্রমে ফেণিয়া সিন্ধু; চলিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি!
দিয়াছে অভয়, তবে কি ভয় জগতে?
বীর-প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে? কিন্তু অবলা-মনের
না জানি কি গতি! যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, তত ভাবী আশঙ্কায়
হইতেছে ভারি! ততকাল রঙ্গে মম
চকিত কল্পনা, হায়! অজ্ঞাতে কেমনে,
চিত্রিতেছে ভবিষ্যত! যদিও না জানি,—
পরচিত্ত-অন্ধকার!—বুঝিনু তথাপি
ভাবী অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এণ্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে নাথ, হয়েছে মগন
সঙ্গীতে সুরায়।
"দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন!
ভয়ঙ্কর!! একি দেখি সম্মুখে আমার!
অসীম বারিদ-পুঞ্জ, ভীম-কলেবর,
পড়েছে খসিয়া ওকি জলধি-হৃদয়ে?
খেলিছে বিদ্যুত ওকি জীমূত-ঘর্ষণে?
ওকি শব্দ ভয়ঙ্কর? জীমূত গর্জ্জন?
সকলই ভ্রম! সখি, শুকাইল মুখ;

বিপক্ষ তরণী-ব্যূহ সজ্জিত সমরে !
বিদ্যুত,—কামান-অগ্নি ; দুর্জ্জয় কামান
মুহুর্মুহুঃ মেঘ মন্দ্রে গর্জ্জিছে ভীষণ।
যেই দৃশ্য—নেত্রে, কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর !-
দেখিলাম চার্‌মিয়ন্‌, বলিব কেমনে
কামিনী-কোমল-কণ্ঠে ? শুনিবে তোমরা
নারী-কোমল-হৃদয়ে ? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট-অম্ভোদ
আঘাতিতে পরস্পারে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র-মণ্ডল, বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরীব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূম-পুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশদিশ্‌ ; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্ত্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি ! অঙ্গ মিশাইয়া
তরীর উপরে তরী ঝাপ দিল রোষে।
গর্জ্জিল কামান, ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেণিল সাগরে, তরীবৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নররক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায়। সখি, তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি, সেই ভীষণ নির্ঘাত,
তীব্র অনল-বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ উত্তাল তরঙ্গে,

ফেণিয়া ফেণিয়া ; ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে।
তরণীর প্রতিঘাত ; কামান-গর্জ্জন ;
দহ্যমান তরণীর অনল-হুঙ্কার ;
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্র-ঝনৎকার ;
জেতার বিজয়ধ্বনি ; জিতের চিৎকার ;—
ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ, সিন্ধু-আস্ফালন
ভয়ঙ্কর। নিরখিয়া উড়িল পরাণ ;
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল।
বলিলাম কর্ণধারে,—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরাণ'। আজ্ঞা মাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপনী-ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর-উদ্দেশে হায় ! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তুরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে,
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার !
না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এণ্টনি !
আকাশ ভাঙ্গিয়া হায় ! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার ; হায় ! কেন আসিলাম,

আমি কেন মজিলাম ! নাহি ডুবিলাম
কেন জলধির তলে ? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে ?
কেন আসিলাম আমি !—কেন মজিলাম !
"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষের মত
অবতীর্ণা হইলাম মিশরের তীরে
বহুদিনে ! এই রণে গিয়াছিনু, সখি !
এণ্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রাণী ;
আসিলাম ভিখারিণী ডুবায়ে এণ্টনি।
চলিলাম গৃহমুখে, বিসর্জ্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবী রোম-সিংহাসন,
এণ্টনির প্রেম,—হায় ! মৈশরী-জীবন !—
ভূমধ্য-সাগরে ; এই জীবনের মত
বিসর্জ্জিয়া যত আশা-আকাশ-কুসুম,
চলিলাম গৃহে ;—কোন মতে, কোন পথে,
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার ! নাহি সে মিশর
রাজ্য, নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল,—
অন্ধকার,—মরুভূমি,—সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকার, সেই মরুভূমি-মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি ভবন।

চলিলাম সেই দিগে, উন্মাদিনী আমি !
বলিলাম—তোমারে কি ? না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্ ! বলিলাম—'আসিলে এণ্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যজিল জীবন,
বলিও প্রাণেশে মম ; বলিও তাঁহারে,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা—ক্ষমিও এণ্টনি !'
সমাধির দ্বারে সখি ! পড়িল অর্গল।
"আসিল এণ্টনি ; সখি ! নাথের সে মূর্ত্তি
স্মরিলে এখনো মম বিদরে হৃদয় !
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, উন্মত্ত, উজ্জ্বল !
প্রশস্ত ললাট যেন ধবল প্রস্তর,
নাহি রক্ত-চিহ্ন মাত্র ! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, অনুকারী যেন
বার্দ্ধক্যে ! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর !
এত রূপান্তর সখি ! এই কত দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর !
শুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,—
'অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা, ক্ষমিও এণ্টনি'।
'ক্ষমিলাম'——বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিলা রাজ-হর্ম্মে বেগে,
বিদ্যুতের গতি ! হেন কালে চারি দিগে
উঠিল নগরে সখি ! ভীম কোলাহল।

ভূমধ্য-সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর! ত্রাসে বাতায়ন পথে
দেখিলাম, নহে সিন্ধু, সৈন্য সিজারের,
লুটিতেছে হতভাগ্য নগর আমার।
অপূর্ব্ব সিজার-গতি! চক্ষুর নিমেষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী, সমাধি আমার;—
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিনী!
কিন্তু ও কি সহচরি? সমাধির তলে?
ওই শয্যার উপরে?—মুমূর্ষু এণ্টনি!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে, হায়! সমাধি উপরে!
এই ছিল লেখা সখি! কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণনাথ বলিলা আমারে—
সেই স্বর প্রিয়সখি! অস্ফুট দুর্ব্বল!—
মৈশরি! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এণ্টনির; পৃথিবীতে প্রেয়সি! আমার
আর নাহি প্রয়োজন; ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্র-লেখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার, নহে শত্রু দত্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনে ক্লিওপেট্রা,—আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে! আহত এণ্টনি।

আসিয়াছি, শেষ সুরাপাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনি ! লইতে বিদায় ;
দেও, প্রিয়তমে ! যাই—বিদায়-চুম্বন' ।
"সুরা করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন ;
শুনিনু অস্ফুট স্বরে, জন্মের মতন—
'ক্লিও—পেট্রা !—প্রণ—য়ি—নী !'
'প্রাণনাথ ! আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী !'—বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি ! ধরিনু হৃদয়ে ।
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল-নয়ন—
জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল ;
অসঙ্খ্য সমর-ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন-তপন ;
খেলিত বিদ্যুত মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে ;—নিবিল ক্রমশঃ ।
মানব-গৌরব-রবি হ'লো অস্তমিত ।
'প্রাণেশ্বর ! প্রাণনাথ ! এণ্টনি আমার !'—
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী-প্রায় ;
'প্রাণেশ্বর ! প্রাণনাথ ! এণ্টনি আমার !'—
শুনিলাম উত্তরিল সমাধি-ভবন—
প্রাণে——শ্বর !——প্রাণ !——"
আহা ! সহিল না আর ;
অবশ মস্তক-ভরে, গ্রীবা দুঃখিনীর

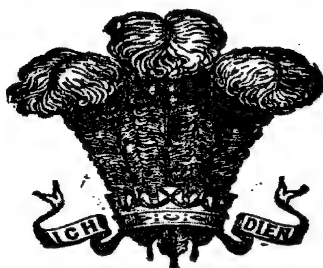
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে,
ব্যাধ-শরে বিদ্ধ যেন বন-কপোতিনী!
অতি ব্যস্ত সখিদ্বয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় শ্বেত প্রস্তর-পুত্তলী।
উরঃ-বাস, কটীবন্ধ, করিয়া মোচন,
শীতল তুষার-বারি, উরসে, বদনে,
বরষিল; কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী। তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদ্বয় দুঃখে বসিয়া নিকটে
কান্দিতেছে সখী-শোকে,—হৃদয় বিকল!
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়, বিস্তৃত নয়ন—
তীব্র জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ!—চাহি শূন্যপানে,
উন্মত্ত, বিকৃত, কণ্ঠে বলিতে লাগিল।—
"পরিণয়।—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়
যদি না থাকে প্রণয়! প্রণয়-বিহনে
পরিণয়! পরিমল-হীন পুষ্প! মণি-
হীন ফণী,—আজীবন অনন্ত দংশক!
মধু-হীন মধু-চক্র,—মক্ষিকা-পূরিত!
হেন পরিণয়-বলে, ওই দেখ সখি!
এণ্টনির পাশে বশি, অগস্তা সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে

বিসর্জ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে ;
কুল তুচ্ছ, প্রাণ দিয়া তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিনী,
পোড়া পরিণয় বলে ? পরিণয় বলে
জীবলোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমরলোকে, পরিণয় বলে
তারে রাখিবি কেমনে।” উন্মাদিনী হায় !
ছুটিল তড়িত বেগে সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে রাখিতে ধরিয়া ।
প্রবেশিয়া কক্ষান্তরে, দ্রুত-হস্তে বামা
একটী সুবর্ণ-কৌটা খুলিল যেমতি,
ক্ষুদ্র বিষধর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে,—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন !
সখীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার,
ভূতলে ঢলিয়া আহা ! পড়িল মৈশরী ।
“এই বেশে চার্মিয়ন্ ! ভেটিয়া ছিলাম
নাথে চিদনস্ তীরে ; এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণনাথে ভেটিতে আবার।”
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার
করিল অতুল রূপে ; যেই রূপে হায় !
সমস্ত রোমান-রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত ; যেই রূপে জলে, স্থলে,

হ’লো প্রজ্বলিত কত সমর-অনল ;
কতই বিপ্লবে রোম হ’লো বিপ্লাবিত ;
নিবিল সে রূপ আজি, মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন-রতন ;
অপূর্ব্ব রমণী-কীর্ত্তি—রূপে, গুণে, দোষে !—
রাখি ভূমণ্ডলে হায় ! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।

ভারত-উচ্ছ্বাস।

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি



গাইছে পশ্চিমে, পূরবে, দক্ষিণে,
ভারতসাগর আনন্দে তরল;
নাচিয়া নাচিয়া নীলিমা অসীমে,
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল।
ঢলাঢলি করি লহরে লহরে
সুখ সমাচার কহিছে বেলায়;
রাজ-প্রতীক্ষায় আনন্দ-অন্তরে,
সাজে তীর দীর্ঘ হীরকমালায়।

২

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গাইয়া আনন্দে মলয় অচল,
ঘোষিছে সিন্ধুর আনন্দ ভারতী,
উড়ায়ে আকাশে, সমীরে চঞ্চল
সুচারু কুসুম-পল্লব—কেতন।
পুষ্পগন্ধসহ আনন্দের ধ্বনি
মলয় অনিল করিছে বহন;
নাচে স্বর্ণ লঙ্কা সাগরবাসিনী।

৩

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
শৈলকর মালা তুলিয়া আকাশে,
প্রতিধ্বনি করি, প্রাচি-অদ্রিপতি,
মহানন্দে '**করমণ্ডল**' সম্ভাষে।
সুদূর প্রাচীতে শীত-পূর্ণিমাতে
পূর্ণচন্দ্র শিরে করিয়া ধারণ,
নীলমণি পথ বঙ্গের অখাতে
সে '**চন্দ্রশেখর**' করে প্রদর্শন।

৪

"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
সপ্ততাল-ধ্বজা তুলিয়া আকাশে
ওই বিন্ধ্যাচল দেয় রাজারতি,
আরণ্য আহ্লাদে নৈমিষে সম্ভাষে।

প্লাবি দাক্ষিণাত্য, প্লাবি আর্য্যাবর্ত্ত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এই আনন্দের ধ্বনি
হয়ে প্রতিধ্বনি, শৃঙ্গে শৃঙ্গে তত্ত্ব
শুনিলা শৃঙ্গেশ হিমাদ্রি আপনি।

৫

"জয় যুবরাজ ! ভাবি-নরপতি !"—
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে হিমাচল,
উড়ায়ে আকাশে শ্বেত মেঘাকৃতি
অনন্ত তুষার-কেতন ধবল।
হ'লো প্রতিধ্বনি নদনদী বনে
গম্ভীরে সমুদ্র করিল উত্তর;
চমকি ভারত শুনিয়া শ্রবণে,
কহিলা জননী বিস্মিত অন্তর—

"জয় ভারতের ! ভাবি-রাজ্যেশ্বর !-
এ কোন কুহক বুঝিতে না পারি;
হায় ! শতাধিক বৎসর অন্তর,
এই সুখ স্বপ্ন হইল কাহারি ?
আবার ভারত প্রেমার্দ্র নয়নে,
দেখিবে আপন নৃপতি-বদন ?
অবধি যাহার চন্দ্র সূর্য্য সনে,
শতবর্ষ শূন্য সেই সিংহাসন !

৭

"এই শতবর্ষে, কত আশা হায়!
মৃতকল্প দেহে হইয়া সঞ্চার
বিজলি ঝলকে, বিজলীর প্রায়
বিষাদ-আকাশে মিশেছে আবার।
আজি কি কুহক!—ভাবি-রাজ্যেশ্বর,
রাজ্ঞী-জ্যেষ্ঠপুত্র, কিসের লাগিয়া
আসিবেন দীনা ভারত ভিতর,
ছাড়িয়া অমরাবতী 'বৃটনিয়া'?

৮

"যে ভারত-নাম ইংলণ্ডবাসির
উপন্যাস গত! অভাগীর শিরে
দুর্ব্বাসার শাপ! ভ্রমেও রাজ্ঞীর
না হয় স্মরণ যেই দুঃখিনীরে;
মহাসভাগৃহে যার নামে, হায়!
ঘোর মহানিদ্রা হয় আবির্ভূত!
সে ভারতে—আমি মত্ত দুরাশায়!—
সে ভারতে আজি রাজ্ঞী-জ্যেষ্ঠসুত?

৯

"এ কি!! মুহুর্মুহুঃ যুড়িয়া ভারত
একবিংশ ধ্বনি ধ্বনিছে কামান,
আনন্দ নির্ঘোষে! সব স্বপ্নবৎ!
মুহুর্মুহুঃ এই নরেন্দ্র প্রণাম!

নহে স্বপ্ন ;—হাসি ঝলকে ঝলকে
  কহে সৌদামিনী—শুভ সমাচার।
নহে স্বপ্ন ;—নেত্র পূরিল পুলকে
  কুমার 'এলবার্ট' সম্মুখে আমার !

১০

"যুবরাজ !
ত্যজি বৃটনিয়া ত্রিদিব-আলয়,
  দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র করিয়া লঙ্ঘন,
যদি বা ভারতে হইলে উদয়,
  কেন আজি এই আতিথ্য গ্রহণ ?
হায় ! হায় ! হেন দয়ার-সাগরে
  করুণা সুধাংশু পূরিত আকাশে,
হায় রে অদৃষ্ট !—হৃদয় বিদরে—
  ইহাতে ও হায় ! মরীচিকা ভাসে ?

১১

"না না ; মানিব না ; প্রাণে নাহি সহে,
  ভিখারী মানে না কৌশল দাতার।
একি কথা ! শুনে দুঃখে হাসি, নহে
  রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, অতিথি, কুমার !
রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও ;
  ভাবি-রাজ্যেশ্বর,—বৃটিস-তপন ;
লও ভারতের সিংহাসন লও,
  বহু দিন পরে যুড়াই নয়ন।

১২

"এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি,
ধরাতলে আদি হিন্দুসিংহাসন :
আচন্দ্র ভাস্কর হায়! যার ভাতি,
এবে শূন্য সেই পুণ্য সিংহাসন।
বসি সিংহাসনে দেখ একবার,
অদৃষ্টের শোক-অভিনয় স্থান ;
দেখ শেষ অঙ্ক—শোক পারাবার—
আজি হিন্দুস্থান, হিন্দুর শ্মশান!

১৩

"যখন নিরখি হিমাদ্রি-শেখর ;
নিরখি যখন নীল বিন্ধ্যাচল,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি, গীত, গৌরব আকর,
শুনি যবে স্বপ্নে হইয়া বিহ্বল,
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদার মুখে ;
বিংশতি কোটি জীব মৃতাকার—
দুর্ব্বিসহ ভার!—বাজে যবে বুকে ;
তখনই জানি অস্তিত্ব আমার।

১৪

"হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায় ;
আসমুদ্র গিরি তোমার স্বজন!

তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুত বহে সমাচার ;
তব পরশনে চলে রোষ ভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।

১৫

"তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা ! কি রয়েছে আর !
ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে 'মেনচেষ্টার';
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে 'লিবরপুলে' লবণ তাহার !

১৬

"যাও তুমি আজি ছাড়িয়া ভারত,
কালি বিবসনা বসিয়া দুঃখিনী
নিরশনে, যেন স্বপ্নোত্থিতবৎ !
হাহাকার শব্দে ফাটিবে মেদিনী।
শাসনের যন্ত্র হইবে বিকল,
সভ্যতার যন্ত্র চলিবে না আর
যন্ত্রীর বিহনে, সকলি অচল!
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন পারাবার।

১৭

" পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে,
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ ;
নিরস্ত্র ভারত, অরক্ত শরীরে,
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ !
হায় ! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া ?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া ?

১৮

" ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার ;
অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার।
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহা রঙ্গভূমি 'কুরুক্ষেত্র' হায় !
ভীষ্ম কৃষ্ণার্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ !—আজি সে জাতি কোথায় !

১৯

" যাও, যুবরাজ। রাজপুতনায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ ; যার প্রতিপদ, হায় !
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।

এখনো '**চিতোরে**' স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে '**পদ্মিনী**' চিতার অনল ;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা ! একবিন্দু জল ?

২০

" এ মহাশ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—'**এই রাজস্থান ?**'
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার
করিবে উত্তর—'**এই রাজস্থান !**'
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক'বে স্রোতস্বতী কল কল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনাকুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

২১

" মহারাষ্ট্রজাতি,—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি ;
হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস ' অর্দ্ধ-শশী।'
' শেষ পাণিপথে ' '**এসাই**' সমরে
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপণ করে,
যুবরাজ ! আজি সে জাতি কোথায় ?

২২

" একপদ আর ;—সম্মুখে '**পঞ্জাব**'
বীরপ্রসবিনী, '**সিখের**' জননী ;
'**চিলেনোয়ালায়**' যাহার প্রভাব,
দেখিলা বৃটিশকেশরী আপনি।
'**সিপাহি-বিদ্রোহে**' ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধরায়,
সেই 'সিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক
যুবরাজ !—আজি সে জাতি কোথায় ?

২৩

" আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায় !
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে
পড়ে আছে ; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন কালসিন্ধু নীরে।
আজি ভস্মময় ভারত-হৃদয়,
একটী ধমনী নাহি চলে তার,
রাজ-পরশনে কর, দয়াময় !
এই ভস্মমাঝে জীবন-সঞ্চার।

২৪

" বিংশতি কোটি জীবন্মৃত নর,
জয় জয় শব্দে উঠিবে নাচিয়া,
সেই জয়নাদে পৃথিবী ভিতর,
কোন সিংহাসন রবে, না টলিয়া ?

আসুক রসিয়া আসুক প্রসিয়া,
  আসুক সমগ্র নৃপতি মণ্ডল ;
বৃটিশ পতাকা গগনে তুলিয়া,
  একাকী ভারত যুঝিবে সকল।

২৫

" সিন্ধু অতিক্রমি এই জয়ধ্বনি,
  যুড়াবে বৃটনে মায়ের শ্রবণ ;—
প্রেম-অশ্রুজলে ভাসিবে জননী,
  শুনি মৃত কন্যা পাইল জীবন।
যুবরাজ !—যবে মাতৃসিংহাসন
  উজ্জ্বলিবে, যথা ওই শশধর ;
স্মৃতিতে বিহ্বল, শুনিবে তখন,—
  "**জয় 'এডোয়ার্ড' ভারত-ঈশ্বর !**"

বন্ধুতা ও বিদায়।

(সময়—সন্ধ্যা। স্থান—শ্রীক্ষেত্র সমুদ্র-সৈকত।)

১

এ জীবন ফিরিবে না আর,
কালের তরঙ্গে সখে, যে রত্ন ভাসিয়া গেল,
গেল চিরদিন তরে, ফিরিবে না আর।
হায় রে! জীবন-নদী, এক স্রোত প্রবাহিণী,
চলিয়াছে এক স্রোতে উজান বহে না আর।

২

যা যায় তা যায় সখে, বড়ই মধুর।
কৈশোরে শৈশব যেন, পবিত্র স্বরগ-শোভা,
যৌবনে কৈশোর শোভা, মরি কিবা মনোলোভা
সেই খেলা, সেই হাসি,
বিমল আনন্দ রাশি,
সে পবিত্র জগতের,—মরি কি সুন্দর!—
সে বিশ্বাস, ভালবাসা, তরল অন্তর।

৩

যৌবন-সঞ্চারে সেই পবিত্র জগতে,
কত রূপান্তর!
বিশ্বাসে সন্দেহ আসে,
ভালবাসা স্বার্থে গ্রাসে,

তরল অন্তর হয় কঠিন প্রস্তর।
কৈশোরের সরলতা—
নিরমল জ্যোৎস্নায়,
কুটিল করাল ছায়া ক্রমশঃ মিশিয়া যায়।

৪

যদি না মিশিল,
তুমি অভাগা মানব, তোমার জীবন,
সংসার-সাগর-বক্ষে
কর্ণধার-হীন তরী,
প্রত্যেক তরঙ্গ ক্রীড়া,
পরিণামে নিমগন।

৫

বন্ধুত্বে বিপদ ধ্রুব, প্রণয় নিরাশ,
ভীষ্ম শরশয্যা তব সংসার নিবাস।
সকলি মায়ার খেলা,—
আজি যথা হাসি রাশি,
কালি তথা দাবানল;
আজি যাহা সুধাময়,
কালি তাহা হলাহল।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর পর উপকার,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদানে তার।

৬

এ সিন্ধু-সৈকতে সান্ধ্য গগন ছায়ায়
বসি তব পাশে সখে, উচ্ছ্বসিত প্রাণে
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার,
দেখায়েছি কতবার,
কতবার তীক্ষ্ণ অসি কৃতঘ্নতা করে,
সহিয়াছি অকাতরে কোমল অন্তরে।

৭

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ মালায়
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্ন স্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ,
উচ্চ স্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।
ভরিল হৃদয় ধীরে ভিজিল নয়ন
জননীপ্রতিম মূর্ত্তি করি দরশন।
দূর হতে প্রণমিয়া কহিলাম ধীরে—
"জন্মভূমি, কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে ?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিনু মাখিয়া,
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভিনিয়া

আসিলে কি দেখাইতে? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কিনা শোণিতের ধার
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বহিবে,
যত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান।
যারা গৌরাঙ্গের কৃপা কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে মাতা, বলিও নিশ্চয়,—
এখনো বিপদে তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।
উচ্চতর রক্ত-স্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।"

৮

জানি তুমি হাসিতেছ, ভাবিতেছ মনে—
"নাহিক সংসার-জ্ঞান উন্মত্ত যুবার!"
না চাহি সংসার-জ্ঞান,
সেই বিজ্ঞতার ভান.
আমাদের সুশিক্ষার সেই বিষফল—
বদন মাধুরী-পূর্ণ—অন্তরে গরল।

৯

দাসত্ব-চক্রের হায় দৃঢ় নিষ্পেষণে,
উচ্চ আশা আমাদের হৃদয় হইতে
করিয়াছে তিরোধান,
ঘোর হিম স্বার্থ-জ্ঞান
সৃজিয়াছে সেই স্থলে; স্বজাতি, স্বদেশ,-
আমাদের উপকথা, প্রলাপ বিশেষ।

১০

বর্ত্তমান সভ্যতার স্বার্থই ঈশ্বর।
প্রাচীনের সরলতা,
তরল সহৃদয়তা,
পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
কাঁদি, হাসি, যাহা করি,
দান, ধর্ম্ম, দয়া,—হরি !—
সকলই আমাদের স্বার্থে সপঙ্কিল ;
যবনিকা অন্তরালে করিলে দর্শন,
হরি হরি ! সকলই স্বার্থের সৃজন।

১১

এমন সংসার-জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন,
সমাজের চরণেতে সহস্র প্রণাম !
একাকী এ সিন্ধু-তীরে,
নিরখি' কালিন্দী-নীরে
সলিলের মহা-ক্রীড়া, নিরাশ জীবন
নীরবে নির্জ্জনে যেন হয় নির্ব্বাপন।

১২

কি সুখ! দুজনে বসি প্রদোষ সময়
গলায় গলায় এই সমুদ্র বেলায়!
সকলি তরঙ্গময়,
—সর্ব্বত্রে প্রবাহ বয়—
সমুদ্র, সমীর, এই যুগল হৃদয়!
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি,
শ্বেত পুষ্প মালা রাশি
ঢালিছে সৈকতে সিন্ধু; সান্ধ্য সমীরণ
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ করিছে ব্যজন।

১৩

তরঙ্গে তরঙ্গে দুই উন্মত্ত হৃদয়,
আলিঙ্গিছে পরস্পরে তরঙ্গের মত।
কখন তরঙ্গ মত,
হইতেছে পরিণত,
একত্বে, একই ভাবে হতেছে বিলীন।
সে আনন্দ—মহানন্দ—অনন্ত, অসীম!

১৪

শর্ব্বরী যেমতি সখে, একে, একে, একে,
দেখাইত তারারাজি আকাশের পটে,
তেমতি হৃদয় খুলি,
স্মৃতির তরঙ্গ তুলি,
দেখাতেম কক্ষ কক্ষ, সুখ দুঃখাধার।
ফুরাইল, এ জীবন ফিরিবে না আর!

১৫

তুমি ত চলিলে ভাই ; কালি সন্ধ্যা যবে
আসিবে ঢাকিতে সিন্ধু-সৈকত সুন্দর,
একটী হৃদয় পড়ি,
যাইতেছে গড়াগড়ি,
দেখিবে সৈকত ভূমে ; শত ক্ষতে তার,
বহিছে শোণিত ধারা, নির্ঝর আকার।

১৬

তুমি ত চলিলে,——
যে তরঙ্গ নিক্ষেপিল সৈকতে দুজনে,
নাহি জানি সে তরঙ্গে মিলাবে কি আর ;
আবার দুজনে বসি গলায় গলায়
গাঁথিব সরল প্রাণে বন্ধুতার হার।
হৃদয়ে রাখিব আশা,
রাখিব এ ভালবাসা,
মিশিয়াছে উভয়ের তরল হৃদয়,
উভয়ে উভয় অংশ রহিবে নিশ্চয়।

১৭

মিলি কি না মিলি ; থাক যে ভাবে যথায়,
সুখ শান্তি হ'ক তব ছায়ার মতন !
ওই ঊর্দ্ধে "সুদর্শন,"*
পবিত্রতা নিদর্শন,

---

* সুদর্শন চক্র।

প্রসারুণ পুণ্য ছায়া, হউক তোমার,
স্নেহের পুতুল পূর্ণ সুখের আগার!
এদিকে ক্ষীরোদ বর
তুলিয়া অসংখ্য কর,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—"করুন বিহার,
ক্ষীরোদবাসিনী নিত্য গৃহেতে তোমার!"
কবির এ অভিলাষ,
কবি প্রণয়ের দাস,
তাঁর প্রেমে চিত্ত তব হউক অচল
অহো!
সংসার-মরুতে প্রেম—নির্ঝরিণী-জল!

প্রত্যাখ্যান।

১

"এই নেও"—শিশিরের চন্দ্রের কিরণে,
বসি বাঁধা ঘাটে, ক্ষুদ্র তটিনীর তটে,
যুবক যুবতী দুই, যেন চিত্রপটে।
শিশিরের চন্দ্রালোক, বিষাদের হাসি,
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে;
দুই পার্শ্বে ঝাউ শ্রেণী দাঁড়াইয়া তীরে,
গাইছে বিষাদ-গীত, অতি ধীরে ধীরে।
একটী কুসুম-দাম-বিহ্বল যুবার,
দুই করে চাপি বক্ষে, রয়েছে চাহিয়া

নৈশ নীলাম্বর পানে। বামে সীমন্তিনী
প্রসারি দক্ষিণ কর, রয়েছে বসিয়া,—
প্রত্যাখ্যান-মুখী বামা। বহুক্ষণ পরে
যুবক ফুলের মালা করিয়া মোচন,
অর্পিয়া একটী ফুল প্রসারিত করে,
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"এই নেও তবে,
নিশ্চয় যদ্যপি মালা ফিরাইয়া লবে।
না জানি, হায় রে! এই জ্যোৎস্নার সনে
কি সম্বন্ধ জীবনের! কত সুখ, কত
আশা, কত ভালবাসা, শোক দুঃখ কত
রয়েছে মিশিয়া চন্দ্র কৌমুদীর মত!
কত দিন কত বর্ষ!—এমন নিশীথে;
এমন চাঁদের আলো; এমন দেখিতে
মনোহর; কিন্তু নহে এমন মলিন;
এমন বিষণ্ণ;—মনে আছে ত সে দিন?
কুটিল সংসারছায়া হৃদয় আমার
পড়ে নাই, ছিল চিত্ত দর্পণ আকার—
স্বচ্ছ নিরমল শোভা! সে দিন প্রথম,
দর্পণে একটী ছায়া হইল পতন।

২

সেই ছায়া,—

বসন্ত চন্দ্রমা মাখা সুনীল সুন্দর
পদ্মার সলিলে নব নীরদের ছায়া!

"সেই ছায়া,—
বিষবৃক্ষ-ছায়া কুন্দ-কুসুম-কাননে!
ভরিল হৃদয়, মেঘে ঢাকিল অম্বর!
কত চাহিলাম ছায়া ফেলিতে মুছিয়া
অশ্রুজলে। জ্বালি কত পরিতাপানল
চাহিলাম সেই ছায়া করিতে অন্তর।
সকলি বিফল, ছায়া বাড়িতে লাগিল।
বলিয়াছি,—ক্রমে ছায়া হৃদয় ছাইল।
চাহি মুছিবারে ছায়া, হৃদয় দর্পণ
চাহে ভাঙ্গিবারে, ছায়া হয় না মোচন।
ছায়া যার, সে কাহার? সে কি গো আমার?
উঠিত এ প্রশ্ন মনে দিনে শত বার।
কে দিবে উত্তর? আর কেবা দিতে পারে?
যে পারে কেমনে হায়! জিজ্ঞাসিব তারে?
যদি সে উত্তর নাহি হয় অনুকূল!
চিন্তায় উঠিত বুকে তুফান তুমুল।
না, না—
সেই ছায়া, এ হৃদয় করি নিষ্পেষণ
রাখিতাম লুকাইয়া যেন চোরা-ধন।
প্রাণাধিকে!—ক্ষমা কর, ক্ষম সম্বোধন,
দুরন্ত হৃদয়বেগ মানে না বারণ—
প্রথম যৌবনে এই আত্ম নির্যাতন,
পদ্মাগর্ভে বরিষার প্রথম প্রবাহ,—"

তীব্র যন্ত্রণায় স্মৃতি করিল তখন
যুবকের কণ্ঠরোধ। যুবা রহিল চাহিয়া
স্থিরনেত্রে উৰ্দ্ধমুখে আকাশের পানে,—
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গঠিত পাষাণে।
পুষ্প হারে রমণীর মৃদু আকর্ষণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান ;—“এই নেও, প্রাণ !”
আবার একটী ফুল করিল প্রদান।
“সেই ছায়া বক্ষে করে আশু দেশান্তরে
চলিলাম, সে কথা কি মনে আজ পড়ে ?
আঁধারে অলিন্দে তুমি ছিলে দাঁড়াইয়া
মাতৃপাশে, নত শিরে নমিনু তোমারে।
সকলে ভাবিল ভ্রম ; হাসিলাম আমি
মনে মনে। ধরে প্রেম কি দিব্য নয়ন,
অন্ধকারে দেখে, থাকে যথা প্রিয়জন।
কি যে বিজলির খেলা মানব হৃদয়ে
খেলে নাহি জানি, তব নিকটে আসিলে
খেলিত যে ঊর্ম্মি মম শোণিত-সলিলে,
আঁধারে, অদৃশ্যে, তুমি থাক লুকাইয়া,
যাইত শোণিতে মম বিজলি খেলিয়া।
নহে ভ্রম ; কহিলাম নমিয়া চরণে
বিদায়ের কালে—‘থাকি যথায় যখন,
রহিলাম উপাসক জন্মের মতন।’
অন্ধকারে সঙ্কোচিত দিলে আলিঙ্গন,

দেখিলে না তরলাগ্নি বর্ষিল নয়ন।
হৃদয়, প্রণাম সহ চরণে রাখিয়া,
চলিলাম দেশান্তরে, হায় ! ভাসাইয়া—
সংসারের সুখ সাধ প্রথম যৌবনে,
বিনিময়ে,
লইয়া একটী ছায়া, হৃদয় দর্পণে।”

৪

বহুক্ষণ স্থিরনেত্রে নিস্পন্দ যুবায়
যুবতীর মুখ পানে চাহিছে কেবল।
যুবতী আনত মুখে,—চিন্তা স্বরূপিণী—
ছিঁড়িছে কুসুম করে কুসুমের দল।
ঝুলিছে অসাবধানে মুক্ত কেশ রাশি,
আবরিয়া বদনার্দ্ধ—অতুল সে শোভা !
লতা-কুঞ্জ অন্তরালে বাসন্তি নিশায়,
এইরূপে মরি পূর্ণচন্দ্র শোভা পায়।
“এই মুখখানি,—
দেশে দেশে বহু বর্ষ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
তীব্র বাসনার স্রোত গিয়াছে নিবিয়া
নিরাশার অন্ধকারে। হৃদয় তখন
চন্দ্রাস্তে অবাত-ক্ষুব্ধ-জলধি যেমন।
কদাচিত তব স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া,
যাইত ঝটিকা বহি সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
কভু সান্ধ্য সমীরণ কি যেন কহিয়া

কাণে কাণে মৃদুস্বরে, যাইত বহিয়া।
সন্ধ্যালোকে দেহ প্রাণ যাইত মিশিয়া।
নিরমল চন্দ্রালোক করি দরশন,
কখন কি যেন মনে হইত স্মরণ।
অন্ত সরোবরে, কিম্বা অনন্ত সাগরে,
কদাচিত্ দেখিতাম বিস্মিত অন্তরে
কি যেন ভাসিছে। গোলাপ দেখিয়া
সিহরিত অঙ্গ কভু কি যেন ভাবিয়া।"

৫

"চন্দ্রশেখরের চন্দ্র-পরশী শেখরে
বসিয়াছি; দিবাকর সমুদ্র শয্যায়।
মুগ্ধচিত্ত বনদেবী সঙ্গীত শোভায়!
অচল শেখরে বসি অচল নয়নে
দেখিতেছিলাম দূরে পর্ব্বত গহ্বরে,
বেষ্টিত লতিকাজালে একটী কুসুম।
দেখিতে, দেখিতে, পুষ্প হলো রূপান্তর,
সেই মুখ,—চোক—বর্ণচন্দ্রকর—গ্লানি,
সর্ব্বশেষে দেখিলাম—এই মুখ খানি।
কি তীব্র মদিরা স্মৃতি দিল যে ঢালিয়া,
উন্মত্তের মত বেগে গেলাম ছুটিয়া।
কুসুমের দলে দলে কত যে চুম্বন,
কত যে আদরে, সুখে, করিনু বর্ষণ।
কত হাসিলাম সুখে, কাঁদিলাম দুখে,

কতবার, শতবার, লইলাম বুকে।
কত কাল সেই ফুল রাখিনু তুলিয়া,
বাড়াইয়া প্রেমভরে চুম্বিয়া চুম্বিয়া।
ক্রমে শুষ্ক বাসনার প্রবাহ ছুটিয়া,
ক্ষুদ্র তৃণ মত বেগে গেলাম ভাসিয়া,—
কোথায় ?” বসিল যুবা বামার চরণে—
জানুপাতি, শিলাসনে নীচের সোপানে।
পরশি চরণদ্বয় বলিল—“এখানে !
সেই আমি, সে চরণ, সেই নিশিথিনী,—
তুমি ও আমার সেই প্রেম-প্রবাহিনী।
সেই নিশি, মহানিশি জীবনে আমার।
সেই নিশি,—আহা ! প্রিয়ে ক্ষম একবার”—

৬

যুবক অবশ শির অঙ্কে যুবতীর
রাখিয়া আবেশে, গদ গদ কণ্ঠে ধীরে
কহিতে লাগিল,—“সেই নিশি, প্রিয়তমে !
রাখিয়াছি এ হৃদয়ে লিখিয়া যতনে
প্রেমের অমর বর্ণে। দ্বাদশ বৎসর—
করিয়াছি অনিবার তপস্যা যাহার,
সেও হায় ! তপস্বিনী শুনিনু আমার।
যে কথা শুনিতে হায় ! দ্বাদশ বৎসর
ছিলাম প্রস্তুত প্রাণ করিতে অর্পণ,
শুনিলাম সেই কথা—বেসিছি যেমন,

দ্বাদশ বৎসর ভাল বেসেছে তেমন।
দেখিলাম কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নিদর্শন
রাখিয়াছে প্রাণাধিক করিয়া যতন।
দেখিলাম—
প্রথম মিলনে দুই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
অজানিত পরস্পর হইয়া নির্গত,
ভ্রমি দেশদেশান্তরে দ্বাদশ বৎসর,
হইয়াছে প্রবাহিণী ভীমা বিপ্লাবিনী।
উত্তাল তরঙ্গে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,
সে নিশীথে পরিণত হইল সাগরে।

৭

"দেখিলাম এক স্রোত পুণ্য-প্রবাহিণী-
মহাতীর্থ সুরধুনী, স্বরগ-সম্ভূতা!
চলেছে অনন্ত মুখে স্থির অবিচল।
অন্য স্রোত তরঙ্গিণী পদ্মা বিপ্লাবিনী।
স্বভাবতঃ নিরমল সুধা পয়স্বিনী,—
প্রশস্ত আকাশ খণ্ড প্রসারিত যেন!
অচঞ্চল! কিন্তু যদি হইল পতিত
করাল কামনারূপী কাল-মেঘ-ছায়া,
উন্মত্ত তরঙ্গে বক্ষ হ'লো বিধূলিত।
জগত গ্রাসিতে যেন ভীমা ভয়ঙ্করী
ছুটিল ভীষণ বেগে, মত্ত উন্মাদিনী—
সপঙ্কিল কলেবরা! প্রলয়-কারিণী!

"বুঝিলাম—
হেন দুই মহাস্রোত প্রেম সম্মিলনে
বহিবে না বহু দূর। হৃদয় খুলিয়া
রাখিনু চরণ তলে ; কহিনু কাঁদিয়া
বিগত জীবন মম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।
কহিলাম—'দয়াময়ি! দারুণ নিরাশা
দ্বাদশ বৎসর বক্ষে করিয়া বহন,
কত পাপে ডুবাইতে করেছি যতন।
হেন পাপারণ্যে কেন করিবে অর্পণ,
পবিত্র প্রণয় তব—ত্রিদিব রতন!
প্রাণ সমর্পিতে পারি সেই রত্ন তরে
শুষ্ক তৃণ মত, কিন্তু না পারি তাহারে
লইতে, জীবনাধিকে! বঞ্চিয়া তোমারে।
ঘৃণা কর, ঘৃণা তুমি করিবে নিশ্চয়,
সহিবে তা অকাতরে এভগ্ন হৃদয়।
বল প্রিয়ে ঘৃণা কর, এখনি হাসিব।
বলিও না ভালবাস—দ্বিগুণ কাঁদিব।
সময়েতে এ দুকথা করিলে শ্রবণ,
এই পাপারণ্য হতো নন্দন কানন,—
পবিত্র কুসুমাসন। আরাধ্যে! তোমায়
বসাতেম'—আহা! বুক চাহে ফাটিবারে!—

৮

উন্মত্তের মত প্রিয়ে লইয়া হৃদয়ে
মুছিয়া নয়ন মম,—অনন্ত নির্ঝর।—
কহিলে উচ্ছ্বাস কণ্ঠে—'জীবন আমার !'
এ দুর্লভ সরলতা কোথা আছে আর ?
নহ দোষী ; দোষী আমি ; দোষী—অভিমান,
দ্বাদশ বৎসর আমি ছিলাম পাষাণ।
ক্ষমিবে কি ? না না, তুমি পার না ক্ষমিতে
নাহি মম ক্ষমা, হায় ! এই অবনীতে।
জানিতাম নাহি আমি অপ্রিয় তোমার।
কিন্তু ভাবিতাম আমি যেই পরিমাণ
বাসি ভাল, নাহি পাব তার প্রতিদান।
এই অভিমানে এই উন্মত্ত হৃদয়
রাখিত দলিয়া বলে চাপিয়া পাষাণ।
হায় ! এ সংসার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
কত কীর্ত্তি শৈল, স্তম্ভ, করিনু দর্শন !
যে বালক মূর্ত্তি মম আছিল হৃদয়ে
দেখিলাম এ জগতে সেই অতুলন।
অনন্ত সমুদ্র গর্ভে মহার্ণবযান
পায় স্থান শত শত, কিন্তু প্রিয়তম।
বালিকা হৃদয় চারু ক্ষুদ্র সরোবরে,
একটী তরণী মাত্র পারে ভাসিবারে।
আমার কৈশর স্বপ্ন ! নাহি জান তুমি,

সেই বালকের রূপ কত ভাল বাসি।
বালকের সরলতা পূরিত প্রণয়,
আইস ঢালিয়া দেও হৃদয়ে আমার;
জুড়াও পিপাসা মম, কহ একবার
উন্মত্ত বালক মত—তুমি কি আমার?
সহস্র গোলাপ বৃষ্টি করিলে আমার
অধরে, ললাটে, সিক্ত যুগল নয়নে।
সহস্র কুসুম—দীর্ঘ সহস্র চুম্বনে।
জীবন্ত মদিরা সিক্ত অবশ মস্তক
রাখি অংশে অংশে, ক্লান্ত চারিটী নয়ন
নীরবে কাঁদিল কত, অশ্রু সুখকর!
সে রোদন, এ রোদন কতই অন্তর।"
উঠিল যুবক। যুবা উঠিতে খসিয়া
পড়িল কতটী ফুল ছিন্ন মালা হ'তে।
রমণী অমনি তাহা লইল তুলিয়া।
অধোমুখে, ধীরে যুবা ভ্রমিতে লাগিল।
গম্ভীর মুখশ্রী, মেঘে আচ্ছন্ন বদন;
কেশের কিরীট সহ মিশেছে বরণ।
কখন বা ছিন্ন হার গলায় পরিয়া;
কখন বা হৃদয়েতে রাখিছে চাপিয়া।
"যেই দিন এই মালা করিলে অর্পণ,
সেই দিন, সে রহস্য,—আছে কি স্মরণ?
অপরাহ্ন বেলা। দৃশ্য সমুদ্রের তীর।

দুজনে বিজনে বসি। জলধির নীর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি গর্জ্জিয়া, ঢালিয়া
তরল রজত রাশি, যাইছে সরিয়া।
ফেণ-শীর্ষ ঊর্ম্মিমালা মধ্য পারাবারে,
কি রঙ্গ করিছে বক্ষে লয়ে সবিতারে!
সিন্দুর মণ্ডিত যেন সুবর্ণ-কলসী,
শোভিছে ভাস্কর সিন্ধু নীলিমা বালসি।
কথায় কথায় তুমি করি অভিমান,
বলিলে প্রণয় তব সমুদ্র সমান।
তেমতি অনন্ত, প্রেম তেমতি গম্ভীর,
তেমতি অমর! 'বুঝি তেমতি অস্থির'—
বলিলাম আমি—'পূর্ণ জোয়ারে এখন,
কে জানে ভাটায় কোথা হইবে পতন।'
রমণীর অভিমানে ভরিল বদন
দলিত ফণিণী মত বলিলে তখন—
'অবিশ্বাস-ভালবাসা পদ্মপত্র জল।
এই আছে, এই নাই, নিরাশা কেবল।'
কর হতে কর পদ্ম করিয়া মোচন।
অভিমানে প্রবেশিলে কুসুম কানন।
অভিমানে বেলা ভূমে রহিনু শুইয়া,
সিন্দূর কলসী গেল সমুদ্রে ডুবিয়া।
পশিয়া কুসুম বনে দেখি একাকিনী
গাঁথিতেছে এই মালা বসি বিষাদিনী।

নীলোৎপল-ভ্রষ্ট মুক্তা চুম্বি রক্তোৎপল
সিক্ত করিতেছে চারু কুসুমের দল।
অলক্ষিতে থাকি চিত্র দেখিতে দেখিতে,
মোহিত হইল প্রাণ। এ সংসার ভুলি
লইনু প্রতিমা খানি নিজ অঙ্কে তুলি।
বলিলে—'জাননা প্রাণ! কত কষ্টকর
তব অবিশ্বাস। বুকে লইয়া আমারে
এ প্রতিজ্ঞা কর আজি, প্রণয়ে আমার
হেন অবিশ্বাস নাহি করিবে আবার।'
'তথাস্তু' বলিয়া বুকে লইনু যেমন,
সচুম্বন কণ্ঠে মালা করিলে অর্পণ।
নৈশ চন্দ্রাতপে দেখা দিলা শশধর,
উভয়ে রহিনু চাহি মোহিত অন্তর।
জিজ্ঞাসিলে—'কোথা আমি বল প্রাণেশ্বর!'
'এ হৃদয়ে।'—'স্বর্গে আমি' করিলে উত্তর।
আজিও গগনে ভাসে সেই শশধর।
সেই নিশি, এই নিশি—কতই অন্তর!"

১০

যুবতী বলিল—"নিশি হলো দ্বিপ্রহর
দেও অবশিষ্ট মালা যাই ফিরি ঘর।"
পশিল ভুজঙ্গ বিষ যুবার অন্তরে।
সমর্পিল শুষ্ক মালা যুবতীর করে।
"চলিলাম"—স্থির কণ্ঠে কহিল কামিনী—

"ফুরাইল এই শেষ প্রণয় কাহিনী।
সব তীব্র অনুতাপ; কিন্তু যেন আর
ঘৃণিত বদন পুনঃ না দেখি তোমার।"
চলিল বিদ্যুত বেগে বিদ্যুত বরণী।
বিদ্যুতে আহত যেন দাঁড়ায়ে অমনি
চাহিয়া রহিল যুবা। মুহূর্ত্ত দেখিল।
নৈশ সৃষ্টি নেত্র হতে সরিতে লাগিল।
কহিল কাতর কণ্ঠে—"কঠিন পাষাণ!
এত প্রণয়ের শেষ এই প্রত্যাখ্যান?
সে সমুদ্র ভালবাসা শুকাল কেমনে?
কেমনে এমন কথা আনিলে আননে?
চির উপাসকে তব একবার চাও।
একবার মুখখানি দেখাইয়া যাও।
আমার সর্ব্বস্ব!"—যুবা ছিন্ন তরু মত,
পড়িল ভূতলে দীর্ঘ, জীবন বিগত।
এখন সে বান্ধা-ঘাটে, সেই ঝাউ মূলে,
একটী সমাধি শোভে সেই নদী-কূলে।
মুদ্রিত রয়েছে বক্ষে কঠিন প্রস্তরে—
"**রমণী প্রণয় লেখে জলের উপরে।**"

কীর্ত্তিনাশা।

১

সকলি কি স্বপ্ন ! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন ?
যেই সৌধ চূড়া হতে বিশাল পদ্মায়,
বোধ হতো ঠিক উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ-ইতিহাসে ?
যাহার বিশাল ছায়া লঙ্ঘিয়া পদ্মায়
পড়েছিল বঙ্গেশের হৃদয়-আকাশে ?

২

সে রাজনগর এ কি ? সকলি স্বপন!
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া !
বঙ্গ-সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটী ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন।
অতল সলিল গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি,—কি সাদৃশ্য ! পশিল অতল
চক্র, চক্রী ; হায় ! এই বিষময় ফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র রহিল কেবল।

৩

কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক !
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,—

লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কাল গর্ব্বে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে,
তাহার অদৃষ্টলিপি; ভাবি সমাচার
তব মৃদু কল কলে শুনুক শ্রবণে!

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া—
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা! আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু মন্দগতি
উপেক্ষি বিজীত শত্রু, চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্নতীর। কি শান্ত হৃদয়—
গণা যায় একে একে তারকা সকল
প্রতিবিম্বে নীল জলে! কি স্রোত মধুর
ঝরিবে না গোলাপের কামিনীর দল!

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ-আকার,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ-ঘূর্ণিত স্রোতে, ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধূমিত,—
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়া যষ্টি মত,
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি, কল্পনা অতীত,—

৬

ধর সেই মূর্ত্তি,—আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর।
দেখাব বিপ্লব চিত্র, ঘূর্ণ চক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর ঈশ্বর।
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্রপুরী,—সেই ঝটিকায়
একটী বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শান্তি,—দেখহ চাহিয়া
কি শান্তি পশ্চাতে গিয়াছ রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি, ওই বালুচর—
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে,—
সে বিপ্লবে যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে।

৭

দূর হোক ইতিহাস ; দেখ একবার
মানব-হৃদয়-রাজ্য। দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগন স্পর্শি হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি, কত পুরাতন
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া!

৮

কীর্ত্তিনাশা !—কিবা নাম, কিবা অভিমান!
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে ?
বঙ্গ ইতিহাসের সে কাল পৃষ্ঠা হতে
একটী অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে ?
মুছিলে যেমন এই ধরা পৃষ্ঠ হতে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সেই পৃষ্ঠা হতে সেই কলুষিত নাম ?
সেই পৃষ্ঠা অন্য রূপ পার কি লিখিতে ?

৯

কীর্ত্তিনাশা ! বৃথা নাম ! বৃথা অভিমান !
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার !
নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান,
মানস-সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার।
ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতি নিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য সিংহাসন,
ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নশ্বর জোনাকি রাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা ! মহাকাল-স্রোত
ওই দেখ দূর হতে যাইছে নমিয়া

তাহাদের কীর্ত্তিরাশি। কর পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, রয়েছে বাঁচিয়া।
একটী চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি
কীর্ত্তিনাশা! কিম্বা কাল সর্ব্ব কীর্ত্তিত্রাস।

১১

আমি কীর্ত্তি-হীন নর; না ডরি তোমায়,
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর কীর্ত্তিনাশা।
তব ভগ্ন তীরে ওই মূল শূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহার ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম। পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে কটী ফুল; থাক সেই তরু,
দয়া করি কীর্ত্তি হীনে নেও ভাসাইয়া।

মেঘনা।

১

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন?

২

অহো কি স্বর্গীয় শোভা বাসন্ত মধুর—
স্বপন সৃজন!
কিবা শান্তি মনোহর! ভাঙ্গে পাছে, চন্দ্রকর
আদরে আদরে বক্ষ পরশিয়া যায়,—
অহো! কি শান্তির ছবি ভাসে মেঘনায়!

৩

বাসন্তী চন্দ্রমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অন্য তীরে, মিশিয়াছ নীলনীরে
বঙ্কিম রেখায়; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন?

৪

মানব জীবনে
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন?
প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায়! শান্ত মধুর এমন!

৫

মাতার পবিত্র স্নেহ, পিতার আদর,
পত্নীর প্রণয়,
কেন মেঘনার মত, নাহি বহে অবিরত,
কেন নাহি বহে হায়! বন্ধুতা এমন
শান্ত, সুগম্ভীর, স্থির,—মেঘনা যেমন!

৬

সৃষ্টিকর্ত্তা! এই শান্তি-স্নাত চন্দ্রকর
দেও নাথ! জড়ে,
অজড়ের প্রতি নাথ! কেন এই অভিসম্পাত?
তাহার অদৃষ্টে হায়! ঝটিকা কেবল—
তরঙ্গ, তরঙ্গ পৃষ্ঠে তরঙ্গ প্রবল?

৭

লিখিতে এ শান্তি যদি মানব কপালে,
সর্ব্বশক্তিমান!
আজি এই ভূমণ্ডল, হইত না মরুস্থল
পরিপূর্ণ হাহাকারে; মানব জীবন
বহিত নীরবানন্দে মেঘনা যেমন।

৮

মানবের এত দুঃখ, দয়াময় তুমি
কিসে সহ বল?
তুমি সর্ব্বশক্তিমান, মানবের ক্রীড়া স্থান
এত কণ্টকিত কেন, মানব জীবন
কণ্টক, কণ্টক পৃষ্ঠে কণ্টক এমন?

৯

কমলে কণ্টক কেন, প্রণয়ে বিষাদ,
স্নেহে কেন শোক ?
বাসনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি পাই,
বন্ধুতায় স্বার্থ বিষ, ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা,
কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, নারী-হৃদয়ে ছলনা ?

১০

সর্ব্বশক্তিমান তুমি পার না কি তবে,
মানব জীবন
হাসাইয়া, নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মাখাইয়া
আলোক কুসুম রাশি, বহাতে এমন,—
পার না কি বল নাথ ! মানব জীবন ?

১১

পার যদি, হায় নাথ ! তবে কেন বল,
দুঃখের প্রবাহ
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি, সুখ, আশা, স্নেহরাশি,
নেয় ভাসাইয়া হায় ! সুখের স্বপন
মিশাইয়া যায় ওই হিল্লোল মতন ?

১২

সর্ব্বশক্তিমান তুমি, তবে একবার
যাহা দেও তাহা কেন নেও হে কাড়িয়া ?
নেও যদি পুনরায়, কেন নাহি দেও তায়,
জীবন নিবিয়া কেন উঠে না জ্বলিয়া ?
শুকায়ে কুসুম কেন উঠে না ফুটিয়া ?

১৩

স্বজন পালন যদি নিয়ম তোমার,
তবে বল নাথ!
আশার কুসুম যার, ছাড়িয়া জীবন হার,
একে একে একে নাথ পড়েছে খসিয়া,—
রাখ কেন শূন্য সূত্র নাহি বিনাশিয়া?

১৪

রাখ কেন শূন্য সূত্র আমার মতন,
বল দয়াময়!
ঝটিকায় ঝটিকায় মৃণালের সূত্র প্রায়
উঠিতেছে পড়িতেছে জীবন যাহার,—
নাহি বিনাশিয়া তারে রাখ কেন আর?

১৫

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার,
জানুপাতি মেঘ্না তীরে, ডাকি আজি অশ্রুনীরে,
এবে দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন!
দেও দিনেকের শান্তি,—মেঘনা মতন!

১৬

অথবা এ অস্ত-মুখ জীবনের তারা
ডুবাও এখন!
মিশাও মেঘনার জলে, বাসন্তী চন্দ্রিকাতলে,
হাসি মাখাইয়া ওই হিল্লোল মতন,
মিশাও মেঘ্নার জলে বিষাদ জীবন!

এক বর্ষ।

(৩০ শে চৈত্র—শৈলসেখরে—সন্ধ্যা।)

১

এক বর্ষ,—জীবনের এক বর্ষ আর,—
ডুবিছে অনন্ত-গর্ভে ওই রবি সহ !
ওই দেখ তিল তিল,
কেমন পতন শীল
রবি সহ, গ্রাসিতেছে কাল অন্ধকার
এক বর্ষ—জীবনের এক বর্ষ আর !

২

এক বর্ষ—কাল-গর্ভে একটী তরঙ্গ
জনমি প্লাবিয়া বিশ্ব, দেখিতে দেখিতে
কত সৃষ্টি নির্ম্মাইয়া,
কত সৃষ্টি বিনাশিয়া,
সেই মহাকাল গর্ভে মিশিছে আবার,—
এক বর্ষ,—ফুরাইল এক বর্ষ আর !

৩

তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা ছুটেছে ভীষণ,
অনন্ত কালের গর্ভে অনন্ত সংসার !
কি ভীষণ বিলোড়ন,
কি ভীষণ আবর্ত্তন,
অনন্ত হইতে এই অনন্ত প্রস্থান !
অনন্তে অনন্তে এই অনন্ত সংগ্রাম।

৪

অহো কি রহস্য !
এ মহাযাত্রার যাত্রী আমি ক্ষুদ্র নর !
আমিও এ মহাহবে যোদ্ধা একজন !
"অগ্রসর ! অগ্রসর !
অগ্রসর নিরন্তর!"—
এই মহারণ-আজ্ঞা, সৌর রাজ্য মত
আমারো মস্তকোপরে ঘোষিতে নিয়ত।

৫

"অগ্রসর ! অগ্রসর ! নিত্য অগ্রসর !"—
কি ভীষণ রণ-আজ্ঞা, সর্ব্বত্র সমান !
ওই হিমাচল-সানু,
সিন্ধুতলে পরমাণু,
এই মহাশৈল, ওই ক্ষুদ্র পুষ্প আর,
সম ভাবে আজ্ঞাধীন, নাহিক নিস্তার।

৬

"অগ্রসর ! অগ্রসর ! নিত্য অগ্রসর!"—
ওই দেখ বৃটনিয়া, ছুটেছে কেমন,
উন্নতি-গর্ব্বিত বুকে,
গর্ব্বিত-উন্নতি মুখে ;
ছুটেছে জর্ম্মণী অস্ত্র-আসনে আসীন ;
বিপ্লব—জলধমুক্ত ফরাসী মার্কিন !

৭

সদ্য রাজরক্তে রক্ত বিশাল রুশিয়া,*
ভীষণ বিপ্লব মুখে ছুটেছে কেমন!
অগ্নিগিরি বিধূমিত,
হতেছে বক্ষে বর্দ্ধিত,
যে দিন ফাটিবে এই প্রচণ্ড ভূধর,
অর্দ্ধেক পার্থিব রাজ্য হবে রূপান্তর।

৮

নির্জীব নিশ্চেষ্ট, এই প্রাচীন ভারত,
কালের তরঙ্গাঘাতে ছায়া-পরিণত!
দুর্ব্বহ সমাধি বক্ষে,
ঘোর কুজ্ঝটিকা-চক্ষে,
ঘোর অবনতি মুখে গতি নিরন্তর;
নাহি ক্ষমা, হইতেছে তবু অগ্রসর!

৯

"অগ্রসর! অগ্রসর! নিত্য অগ্রসর!"—
কোলের সন্তান আজ গিয়াছে ভাসিয়া,
দাঁড়াইয়া এক পল
মুছি নয়নের জল,
নাহি সাধ্য, থাক শোক বুকের ভিতর,
মৃত-পুত্র, জীব-পিতা হও অগ্রসর!

---

* রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিপ্লবকারীদিগের হস্তে অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল।

১০

"অগ্রসর! অগ্রসর! নিত্য অগ্রসর!"—
বড়ই সুখের দিন আজি হে আমার!
সুখে পরিপূর্ণ বুক,
সুখে পরিপূর্ণ মুখ,
মুহূর্ত্ত সে পূর্ণভাব লভি আমি নর।
'না'—মন্দ্রিল মহাজ্ঞা—"না,—হও অগ্রসর!

১১

তরঙ্গে তরঙ্গে মহাকালের ক্রীড়ায়,
হইয়াছি অগ্রসর মধ্যম জীবনে,
তথাপিও নিরন্তর,—
"অগ্রসর! অগ্রসর!"—
ক্রমে জীবনের সুর্য্য হেলিছে পশ্চিমে,
নহে সন্ধ্যা বহুদূর—ডুবিবে অন্তিমে।

১২

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—কাল-সিন্ধুনীরে
কত সুখ, কত দুখ, কতই বাসনা,
অতীত তরঙ্গ সহ,
মিশি হায়! অহরহ,
সৈকতে তরঙ্গ-ভ্রষ্ট ফেণ-রাশি মত,
স্মৃতি মাত্রে হইয়াছে এবে পরিণত!

১৩

কত যে স্নেহের তরী, প্রেমের প্রাসাদ,
আকাঙ্ক্ষার অট্টালিকা, এই স্বল্পকালে
হইয়াছে নিমগন,
নাহি হয় নিরূপণ;
জলের সৃজন যেন হইয়াছে জল,
স্মৃতিতে সমাধি মাত্র রয়েছে কেবল।

১৪

আবার সম্মুখে দেখি—সেই সিন্ধুনীর
ভয়াবহ! মরুদৃশ্য! কুজ্ঝটিকাময়!
একটি সুখের রেখা,
আশার একটি লেখা,
নাহি ভবিষ্যত-অঙ্গে, সিন্ধু-নীলিমায়;—
মহাকাল! কি উদ্দেশ্যে, যাইব কোথায়?

১৫

কি ভীষণ জল-যাত্রা মানব-জীবন!
কাল-গর্ভে যেই দিন ভাসিল তরণী,
সেই দিন, সেই ক্ষণ,
মুদ্রাঙ্কিত—'নিমগন'
হইল ললাটে তার,—অখণ্ড লেখন!
অদূরে, অথবা দূরে,—নিশ্চয় 'মগন'।

১৬

আশঙ্কায় আশঙ্কায় চলিল তরণী,
প্রতিপদে 'নিমগন' নহে অসম্ভব ;
অবস্থার সমীরণ,
অনুকূল প্রতিক্ষণ,
হলো যদি তব ভাগ্যে, হইল তোমার
মানব জীবন-যাত্রা সুখের আধার।

১৭

আপনি কমলা তরী-অন্তরীক্ষে থাকি,
বর্ষিবেন সুখশান্তি অজস্র ধারায়।
আনন্দ-তরঙ্গে রঙ্গে
অনন্ত কেতন সঙ্গে
চলিবে তরণী সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
মধুর-সঙ্গীত যেন যাইছে বহিয়া।

১৮

কিন্তু যদি প্রতিকূল অবস্থা তোমার,
আমার মতন তব জীবন-তরণী,
ঝটিকায় ঝটিকায়,
হবে বিচূর্ণিত-কায়,
অন্তরীক্ষে মহা-মেঘ করিয়া গর্জ্জন,
অনিবার শিলা বজ্র করিবে বর্ষণ।

১৯

বিস্তীর্ণ আশার পাল গিয়াছে উড়িয়া;
স্নেহের বন্ধন সব গিয়াছে ছিঁড়িয়া;
সুখের কেতন নগ্ন,
হয়েছে হৃদয় ভগ্ন,
পূর্ণ হইয়াছে তরী নিরাশার জলে,
মহাকাল। আর কেন ডুবাও অতলে!

২০

যেই তারা লক্ষ্য করি ভেসেছিল তরী,
এখনো সে তারা উচ্চে জ্বলিছে আকাশে;
অবস্থার ঝটিকায়,
কিন্তু কত দূরে হায়!
আনিয়াছে ছাড়াইয়া সেই লক্ষ্যপথ!
অবস্থার দাস নর,—বৃথা মনোরথ!

২১

অবস্থা! তোমার নাম—অদৃষ্ট! বিধাতা!
তুমি স্রষ্টা, সংরক্ষক, তুমি সংহারক!
তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
বিশ্ব তব ক্রীড়া স্থান,
তুমি পাপ, তুমি পুণ্য, স্বরগ, নরক!
তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, তুমি সর্ব্ব-বিধায়ক!

২২

তুমি বিশ্ব-নেতা, কাল তোমার বাহন,
তব সনে মহারণ 'বিশ্ব-যাত্রা' নাম;
যুদ্ধ করি, মহাসুর!
আসিয়াছি এত দূর,
যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষত বক্ষে ফুরাল আমার
একবর্ষ,—জীবনের একবর্ষ আর।

প্রতিকৃতি।

(সনেট।)

পূর্ণচন্দ্র-নিভ ফুল্লচন্দ্র মুখে,
মহিমার হাসি ভাসিছে তায়;
পতি-গরবেতে গরবিত বুকে,
গরব-তরঙ্গ খেলিয়া যায়।
পূর্ণ কলেবর, চিত্র পূর্ণতার,
পবিত্র মাধুরী কোমলতাময়;
পূর্ণ-সিন্ধু-জলে, উচ্ছ্বাস আধার,
ফুটন্ত জ্যোৎস্না হতেছে লয়।
পতি-ভালবাসা অঙ্গে অঙ্গে মাখা,
পতি ভালবাসা হৃদয় ভ'রে;
পতি-ভালবাসা নাহি যার রাখা,
হৃদয় ভরিয়া উথলি' পড়ে।

সোণার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে-পতি শিব চন্দ্রের মতন।

কবির উপহার।

(সনেট।)

ত্রিদিব জ্যোৎস্না দেবী-মূর্ত্তি ধরি,
আজি কি ভূতলে পড়িল খসি ?
জ্যোৎস্না-সাগরে জ্যোৎস্না ঢালিয়া,
শশী-করতলে উদিল শশী
পবিত্রতর ? কি যে প্রবিত্রতা,
ত্রিদিব মাধুরী, পড়িছে ঝরি
সুধাংশু হইতে, শুধা অংশু যেন,
পাপ পূর্ণ ধরা পবিত্র করি !
নিদ্রান্তে দেখিনু কক্ষ অন্ধকার
আলোকিছে মূর্ত্তি—মানবী নয়।
ভরিল হৃদয় ; ভাসিল নয়নে
আনন্দাশ্রু; চিত্ত চন্দ্রিকাময়।
আলোকি বৈশাখী-জ্যোৎস্না-নিশি,
আলোকে আলোক গেল কি মিশি !

নবজীবন।

(অশোকাষ্টমী নিশি,—নদীতীর,—পিতৃমাতৃ-
শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে।)

১

জুড়াইল——
এত দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার!
যে দারুণ পিপাসায়
অর্দ্ধেক জীবন হায়,
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার ;
মধ্যম জীবনে প্রাণে,
বিধূমিত সে শ্মশানে,
আজি শান্তিবারি আহা! হইল সঞ্চার,
জুড়াইল এত দিনে জীবন আমার!

২

বেড়াইনু কত তীর্থে—পিপাসা আকুল!
বঙ্গ-সাগরের তীরে,
"চন্দ্রশেখরের" শিরে
স্বভাবের অভ্র-ভেদী সে বেদী অতুল!
ভূতলে হৃদয় রাখি,
দেখিছি, অচল আঁখি,
স্বভাবের শান্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল ;
দেখিয়াছি শান্তি ময় নীলাম্বু অকূল।

৩

নীলাম্বর অন্যতীরে
যথা 'সুদর্শন' শিরে
শোভিছে মন্দিরে—বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ—
বিকট মূরতিময়,
বিশ্বকর্ম্মা গুণত্রয়,
এক "ক্ষেত্রে" সমাবেশ—বিষ্ণু-ভগবান!
দেখিয়াছি জগন্নাথ ত্রিনীতি নিদান।

৪

দেখিছি "ভুবনেশ্বরে" ভুবন ঈশ্বর;
মহাশক্তি ক্রীড়ান্বিতা,
সৃজয়িত্রী সৃজয়িতা
সৃজন-সঙ্গমে রত, সৃষ্টি—চরাচর!
প্রকৃতি ও পুরুষের
অবিশ্রান্ত সঙ্গমের
মহামূর্ত্তি শিলাখণ্ড! গভীর কেমন,
অশ্রান্ত সে ক্রীড়া, আর অশ্রান্ত সৃজন!

৫

"বিরজার ক্ষেত্রে" সত্ব, 'অর্কক্ষেত্রে' রজঃ,
তমোমূর্ত্তি "যমক্ষেত্রে,"
দেখিয়াছি জ্ঞান-নেত্রে;
'শিব-ক্ষেত্রে' সৃষ্টি—সত্বরজের সঙ্গমে;

"বিষ্ণু-ক্ষেত্রে" স্থিতিতত্ত্ব,
তিনের মিলনে নিত্য
রহিয়াছে প্রকটিত ; কি তত্ত্ব মহান্ !
উৎকলের পঞ্চ ক্ষেত্রে আছে মূর্ত্তিমান !

৬

জাতীয়-জীবন-বাহী জাহ্নবীর তীরে
দেখিয়াছি বারাণসী,
শরতের অর্দ্ধ-শশী
ভাসমান ভাগীরথি বক্ষে মনোহর।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর
দেখিয়াছি কি সুন্দর!
সৃজনপালনমূর্ত্তি—কাশী পুণ্যধাম !
কিন্তু কই, তাহে নাহি জুড়াইল প্রাণ।

৭

বসি বিন্ধ্যাচল শিরে,
গঙ্গার নির্ম্মল নীরে
দেখিছি নির্ম্মলতার মুরতি সুন্দর।
প্রয়াগে সঙ্গমস্থলে,
শারদ-গগন-তলে,
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন।
কি মাহাত্ম্য-একতার করিছে কীর্ত্তন !

৮

অমর, অমৃত নাই, কে বলে ধরায় ?
মথুরায় বৃন্দাবনে
দেখিছি অতৃপ্ত মনে,
অমর মানবরূপে—নর-নারায়ণ !
পদ-পরশনে যার,
যমুনা অমৃতাসার
বহিছে অনন্তকাল ; হয়েছে কেমন
অমৃত মণ্ডিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন !

৯

"রাজগৃহে" পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি,
কি গভীরে যুগশত,
ঘোষিতেছে অবিরত—
"অমর মানব।" যার পুণ্য পদধূলি,
অর্দ্ধাধিক নরজাতি,
লভিছে মস্তক পাতি,
যাহার অমৃতময় মহাসাম্য গীত
সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত।

১০

গঙ্গাসাগরের সেই অতুল সঙ্গম !
মহাসিন্ধু মহাকাল।
কি মূরতি সুবিশাল !

পবিত্রা জাহ্নবী—আর্য্যজাতীয় জীবন—
করিতেছে সিন্ধুসহ,
কত ক্রীড়া অহরহ!
কি উচ্ছ্বাস, কি নিশ্বাস,
কি তরঙ্গ, অট্ট হাস,
কি উত্থান, কি পতন, কি শান্তি, কি ঝড়!
আর্য্য অদৃষ্টের কিবা চিত্র ভয়ঙ্কর!

১১

এই ক্ষুদ্র নদী তীরে, এ ত্রিপাদভূমে,
পাতিয়া তাপিত বুক,
পাইলাম যেই সুখ,
যেই শান্তি, যেই প্রীতি, তৃপ্তি পিপাসার—
জুড়াইল এত দিনে হৃদয় আমার!

১২

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার!
এত দিনে বুঝিলাম,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধরাধাম,
হইল না কেন ত্রিপাদের পরিমাণ।
তিন পদ কোন্ ছার,
একটী ধূলি ইহার,
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন—
স্নেহের উপমা নাই, স্নেহে অতুলন!

১৩

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার !
জনক জননী মম,—
জাহ্নবী যমুনা সম,
এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন,
এখানে অনন্তসহ হইল মিলন।

১৪

হায়, মাত বসুন্ধরে ! খুলিয়া হৃদয়,
দেখায় যুগল-মুখ,
সেই স্নেহ ভরা বুক,
সেই সরলতা, পর-দুঃখ-কাতরতা,
সেই চির কোমলতা,
সেই চিত্ত মধুরতা,
সেই চির প্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার,
সেই দেব, সেই দেবী, উপাস্য আমার !

১৫

পাপী আমি! হায়, মাতঃ দুরদৃষ্টবশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি',
দুরাকাঙ্ক্ষা ভর করি,
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।
বারেক জীবন তরে,
দেখিনি নয়ন ভ'রে
সেই মুখ, সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ—
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের-মতন।

সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ;
কই, সে পিপাসা মম হলো না পূরণ!

১৬

উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ এক বার!
বলিত যে এ সংসার,—
স্নেহে তুমি মা আমার,
উঠ, সেই স্নেহ-মুখ দেখি এক বার!
ষোড়শ বৎসর পরে,
ভ্রমি দেশ-দেশান্তরে,
আসিয়াছি গৃহে, মুখ দেখিতে তোমার;
ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার!

১৭

'রোপিয়াছি আশালতা'—বলিতে মায়েরে
দেখিলে না এক বার
তব সে আশালতার
ফলিয়াছে কোন্ ফল? বিফল সকল,
একটীও পাইল না তব পদতল!

১৮

এই পরিতাপে হায়, তাহার জীবন
হইয়াছে বিষময়;
আহা! প্রাণে নাহি সয়,

একটী তণ্ডুল নাহি করিনু অর্পণ,
তোমাদের পদতলে,
পরিতাপে প্রাণ জ্বলে;
কার তরে এ দাসত্ব করিনু বহন,
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন?

১৯

একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল।
দূর "শূরনদ" তীরে,
নিদ্রা যায় একটী রে!
দ্বিতীয় আমার চির-দুঃখ নিবারণ
নিদ্রা যায় স্বর্গ দ্বারে,
অনন্ত জলধি-পারে;
সেই তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্দ্র প্রসূন,
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র-কুসুম।

২০

উঠ বাবা, স্নেহময়ি, উঠ মা আমার,
বুলায়ে কোমল-কর,
আমার হৃদয়' পর,
জুড়াও জ্বলন্ত এই স্নেহের শ্মশান,
সংসারের শত অস্ত্রে ক্ষত এই প্রাণ।

২১

না না—এই ভূমিখণ্ড, ক্ষুদ্র-পরিসর,
সে অনন্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হৃদয়,

কভু কি ধরিতে পারে?
শুক্তি ধরে পারাবারে?
অনন্তে অনন্ত আহা! হয়েছে বিলীন!
অশোক-অষ্টমী-নিশি,
হাসিতেছে দশ দিশি,
বাসন্তী-চন্দ্রিকা-স্নাত অনন্ত অম্বর।

২২

অনন্ত অম্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জ্বল,
কিবা হরগৌরী-রূপ,
শোভিতেছে অপরূপ,
জনক-জননী মম একাঙ্গ-সুন্দর!
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি,
কি অনন্ত স্নেহ-রাশি,
ভাসিছে অধরে, নেত্রে! কি স্বর্গ-সঞ্চার
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার!

২৩

শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা-সুন্দর!
কি সুখে সে স্বর্গোপর,
বিরাজিছে বাছা মোর,
গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার!
ক্ষুদ্র পুষ্প সে বদন,
চুম্বিছেন দুই জন
কি আদরে; অঙ্কস্থিত পুত্রকন্যাগণ
কি আদরে সেই ফুল করিছে চুম্বন!

২৪

তোমাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে।
তাই এই ফুলগুলি,
একে একে নিলে তুলি,
শূন্য করি অপবিত্র অঙ্ক আমাদের
নিলে ওই ফুল মোর—
বড় ভাগ্য বাছা তোর,
সেই স্নেহামৃত তুই করিস্ রে পান,
তার পিপাসায় দহে আমাদের প্রাণ!

২৫

আর কাঁদিব না। সেই অনন্তের সনে
মিশিয়াছে সেই মহা অনন্ত স্বরূপ,—
অশোক-অষ্টমী আজি,
ভক্তির তরঙ্গ-রাজি
করিয়াছে মুহূর্ত্তেক অশোক অন্তর—
স্থাপিলাম সেই মূর্ত্তি শ্মশান উপর।

২৬

স্থাপিলাম "গোপীশ্বর"—প্রকৃতি ঈশ্বর।
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খধ্বনি,
কি পবিত্র স্রোতস্বিনী
বহে হুলুধ্বনি সহ রহিয়া রহিয়া!
কিবা ধ্যান সুধাময়,
সমীরণ-পৃষ্ঠে বয়,
অগুরু-চন্দন-গন্ধে মাখিয়া শরীর,—
অনন্তের কিবা মূর্ত্তি, কি চিন্তা গভীর!

(ধ্যান।)

"নমোঽনন্ত স্বরূপাখ্যং নিষ্কলং গুণিগুম্ফিতম্।
"বিদ্যুৎপুঞ্জ সহস্রার্কং দ্বিভুজং কান্তবিগ্রহম্।
"আদ্যন্তমধ্যরহিতং ব্যাঘ্রাজিনাবৃতংকটিম্।
"কুপ্যদ্ভুজঙ্গ কোটীশং বরদাভয়পাণিকম্।
"সাধকাভীষ্ট দাতারং কোটি ব্রহ্মাদিভিস্তুতম্।
"নানারূপ ধরঞ্চোগ্রং ধ্যায়েচ্ছঙ্করমব্যয়ম্।"

২৭

অনন্ত—স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার!
কলাহীন গুণান্বিত;—
যদি হয় অলক্ষিত
মানব নয়নে, তবে দেখাও তোমার
বিদ্যুৎপুঞ্জ ঝলসিত,
সহস্রার্ক প্রজ্জ্বলিত,
সে ভীষণ রূপ; তাহে ত্রাসিলে অন্তর,
দেখাও কৌমুদী-মাখা মূরতি সুন্দর।

২৮

সৌন্দর্য্যে মোহিত যদি, দেখাও তখন—
আদি নাই, অন্ত নাই,
মধ্য কোথা নাহি পাই,
কি মহা বিরাট মূর্ত্তি—নর জ্ঞানাতীত!
ভাবি তুমি বিশ্বপতি;—
ব্যাঘ্রাজিনাবৃতকটি
নিষ্কাম উদাসরূপ দেখাও তখন।

যাই যদি পাপ-পথে,
দেখি আকাশের-পটে
কুপিত-ভুজঙ্গ-কোটি-ঈশ্বর নির্দ্দয়;
পুণ্য-পথে—দুই ভুজ বরদ অভয়!

২৯

ব্রহ্মাদি-দেবতা-কোটি-পূজিত দেখিয়া,
যদি ক্ষুদ্র নরভ্রমে
দুরলভ্য ভাবি মনে,
দেখি তুমি ইষ্টদাতা সর্ব্ব-সাধকের।
তাহে হ'লে অহঙ্কার,
ধর নানা উগ্রাকার—
রোগ, শোক, ঝড়, বজ্র,—হইলে কাতর।
দেখি পূর্ণ শিবরূপ, অব্যয় শঙ্কর!

৩০

জুড়াইল——
এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পূজিয়া তোমায়
কি যে শান্তি লভিলাম,
কি জীবন পাইলাম,
কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়!
হৃদয়ের ক্ষত যত,
শান্ত তারাগণ মত;
হৃদয় তেমনি ওই সুনীল গগন—
শান্ত, স্থির; লভিলাম কি নবজীবন!

৩১

গাইছে জগত নবজীবনের গান।
জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি,
বিদ্যুৎ সাপটি ধরি',
ছুটেছে অনন্ত-গর্ভে, গতি অবিশ্রাম;
হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
কি ঝটিকা পূর্ব্ব-শ্বাস,
দুই পার্শ্বে দুই সখী—দর্শন, বিজ্ঞান—
গাইছে প্লাবিয়া শূন্য কি গভীর গান!

৩২

গাইছে ভারত নবজীবনের গান।
মহানিদ্রা অবসান,
সঞ্জীবনী সুধাদান
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিয়রে।
মহানিদ্রা অবসান,
ধীরে ধীরে এক প্রাণ
করিতেছে ধীরে অণু-প্রাণিত শরীর,
নবজীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর।

৩৩

পিতৃদেব!——
শিখাও আমার নব জীবনের গান।
অমর অক্ষরে লেখা,
দেখাও কর্ত্তব্য রেখা
আঁকিয়া আকাশপটে; কর শক্তি-দান

সেই রেখা অনুসারি—
চরণে যাইতে পারি,
অন্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান,
পিতৃদেব !
শিখাও আমারে **নবজীবনের গান** !

প্রকৃতির গীত।

"নাথ! ভু'লো না এ দাসীরে !
এই অনুরাগ যেন, থাকে চির দিন তরে।
কুলমান-লাজ-ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জন্মেরিমত মনঃপ্রাণ তব করে।
তুমি বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, তিলেক না হেরিলে পরে।"

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর স্বরে !
অনন্তরূপিণী, অনন্ত-কণ্ঠেতে,—
"ভু'লোনা দাসীরে"—গাইছে কাতরে।
অনন্তস্বরূপে, অনন্ত কণ্ঠেতে—
"ভুলিওনা নাথ"—কিবা এক-তান
গাইছে অশ্রান্ত ; অনন্ত-পূরিয়া—
"ভুলনা না দাসারে"—উঠিছে গান।

২

"এই অনুরাগ, চির দিন তরে,
"থাকে যেন তব ওহে প্রেমময়।
"এই অনুরাগে সৃষ্টি প্রকৃতির,
"এই অনুরাগে দাসী বেঁচে রয়।
"এই অনুরাগে শোভিতেছে নিত্য
"দাসীর গলায় পুষ্প-তারাহার।
"এই প্রেম-বহ্নি জ্বলিছে হৃদয়,
"উচ্ছ্বসিছে বক্ষে প্রেম-পারাবার।
"রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর,
"জলস্থল-কণা এই প্রেমময়;
"এই অনুরাগ নাহি থাকে যদি
"মরিবে এ দাসী, হইবে প্রলয়।

৩

"নাহি কুল, নাথ, তব এ দাসীর,
"পুরুষে প্রকৃতি হয়েছে লয়।
"নাহি তার, প্রভু! মান-অভিমান,
"অশ্রান্ত তোমার সেবায় রয়।
"উলঙ্গ প্রকৃতি, নাহি দ্বিধা-জ্ঞান;
"নাহি লজ্জা, সদা পবিত্রতাময়।
"যেই পথে বল, চলে সেই পথে,
"যেইরূপে গড়, সে রূপ হয়।

" দিয়েছ অভয়, নাহি তার ভয়,
" অশনি-বিদ্যুৎ খেলিছে বুকে ;
" কত সৌর-রাজ্য, আগ্নেয়-ভূধর,
" লইয়া ছুটেছে অনন্ত-মুখে।

৪

" তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার
" আছে? তুমি এক দ্বিতীয় নাই।
" মরি দাসী, যদি তিলেক তোমার
" প্রেম-ময় মুখ দেখিতে না পাই!
" তব প্রেমমুখ তিলেক অন্তর
" হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তারা,
" নিবিবে, ঢাকিবে আঁধারে প্রকৃতি ;
" হইবে জগত নিয়তি-হারা।
" গ্রহে উপগ্রহে ঘাত প্রতিঘাতে
" অঙ্গে অঙ্গে দাসী হইয়া ক্ষত ;
" ভৌতিক বিপ্লবে হয়ে আত্মঘাতী,
" হইবে প্রকৃতি শূন্যে পরিণত।"

৫

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে ;
অনন্ত-রূপিণী অনন্ত-কণ্ঠেতে ;
কহিছে কাতরে—" ভুলো না দাসীরে!"
আমি ক্ষুদ্র নর, মাতা প্রকৃতির

অণু পরমাণু ; এই মহা-গীত
গাই যেন নিত্য হৃদয় ভরিয়া—
প্রকৃতির এই জীবন-সঙ্গীত।
প্রকৃতি রাধিকা, করিছে এ গীতে
কৃষ্ণ-আরাধনা, ভাসি প্রেমনীরে ;
অণু পরমাণু, অনন্ত গোপিনী
গাইতেছে—“নাথ! ভু'লো না দাসীরে।”



Printed by I. C. Bose & Co. Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.